মোহিনীমোহন কাব্য।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত

ও বাটিতে প্রকাশিত।

"And as imagination bodies forth
The forms of things unknown; the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name."—Shakespeare.

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮২ সাল।

বিজ্ঞাপন

চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিব তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। তিন বৎসর অতীত হইল, আমি "চিত্তরঞ্জিকা" নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করি। "চিত্তরঞ্জিকা" লিখিয়া আমি যেরূপ উৎসাহ পাইয়াছি, বোধ হয়, কোন কালে কোন দেশে কোন গ্রন্থকার সে-রূপ উৎসাহ পান নাই। তবে আমি কি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া এই বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইলাম। সহৃদয় পাঠকগণ! ইহার উত্তর আমি কিছুই দিতে পারিলাম না। তবে যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তক খানি অধ্যয়ন করেন, বোধ হয়, ইহার উত্তর কিছু পরিমাণে পাইলেও পাইতে পারেন। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিবার ফল নহে, ইংরাজি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিবার ফল। যেহেতুক আমি বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ অধিক পাঠ করি নাই।

উপকার স্বীকার না করা বড় অধর্ম্ম। সেই অধর্ম্মভয়ে আমি এই স্থলে স্বীকার করিতেছি যে স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড দেশীয় প্রসিদ্ধ কবিদ্বয় বরন্স ও বাইরণের কিছু কিছু ভাব এই পুস্তকের কোন কোন স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

অবশেষে সহৃদয় পাঠকগণের নিকট আমার নিবেদন এই, যদি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করেন, সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

গ্রন্থকারস্য।

মান্যবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মহাশয় মহাশয়েষু।

ওহে সুধীবর, তব ও অন্তর,
কোমল কমল যেন,
দয়ার আকর, বিদ্যার সাগর,
কয় জন তোমা হেন?
প্রকৃতি সুন্দরী, এ ভব উপরি
অগ্রে গঠনিল কত
জীব জন্তু প্রাণী, নাহি পারে বাণী
বর্ণনা করিতে তত।
সর্ব্ব শেষে নর, প্রফুল্ল-অন্তর
প্রকৃতি গঠিল করে,
বৃত্তি নানা রূপ, একের স্বরূপ
কে দেখে, বল অপরে?
মানব যেমন, কুতুহলী মন
রহস্য বেড়ায় খুঁজি,
প্রকৃতি তেমন, রহস্যে মগন
হতে চায় সেও বুঝি।
রহস্যের ভরে, এই ভব'পরে
প্রকৃতি গঠিল তাই,

প্রাণী এক আর, প্রকৃতি তাহার
বড়ই মজার ভাই।
পর সুখ তরে, অঙ্গ কালি করে
ভাবি ভাবি সারা দিন,
পর সুখ তরে, স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে,
আমোদ প্রমোদ হীন।
পর সুখ তরে অশন উদরে,
জুটে না তাহার রোজ,
ভবিষ্যত তরে, ভাবেনা অন্তরে,
যেই জুটে তাই ভোজ।
এর পুরস্কার, গালাগালি ভার
ঈর্ষা নিন্দা কুৎসা তীর,
বক্ষ ভেদে তার, জ্বালায় যাহার,
হৃদি তার নহে স্থির।
নাম এ প্রাণীর, হলো প্রকৃতির,
ইচ্ছা কবি বলি দিতে,
কিন্তু সে প্রকৃতি পাঠান প্রকৃতি
নিতান্ত না বুঝি চিতে।
দুঃখ ভাবি তার, প্রকৃতি আবার
আশ্রয় করিয়া দিল।
সুধী, দয়াবান্, আশ্রয়ের স্থান,
তার সে তাই হইল।

কাব্য লতিকার, কে আছে আমার
তোমা ভিন্ন গো সহায় ?
করি তবাশ্রয়, কাব্যলতাচয়,
ব্যাপুক উদ্যান প্রায়
এ বিশাল বঙ্গে, যেন তব সঙ্গে
কাব্য বল্লী না শুকায়।
"চিত্ত-রঞ্জিকায়," যেমন জ্বালায়
পাদপ কণ্টক-প্রায়,
ভাবি সহকারে, "চিত্ত-রঞ্জিকারে"
কঠিন শমীরে দিনু,
"মোহিনী-মোহন" পাদপ-চন্দন
তোমায় ভাবি অর্পিণু।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
সাং বালি।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
২	২২	যুঠেনি	যুটেনি
৮	১০	পোঁছছিতে	পঁহুছিতে
৮	১৬	সদত	সতত
১৮	১৭	মনশ্চচক্ষে	মনশ্চক্ষে
৩৮	১৭	নড়িল	লড়িল
৪১	২৩	সদত	সতত
৭০	১২	পড়েছে	পরেছে
৭১	২	চারু তায়	চারুতায়
৭২	৮	সরণীরে	সরঃনীরে
৭৬	১৮	আস্য-কলে	আস্য কলে
৭৭	২৬	কম্পা	শোভা
৮৭	১৫	কুল	কুল
৯২	২৩	পরিশর	পরিসর
১০৬	৬	কয়	কর
,,	১১	সম্ভোগি	লইয়া
১১০	১৮	বিদ্ধান	বিদ্বান
১১৬	১২	সরা	শরা
১১৬	২৪	হর্ম	হর্ম্ম্য
১৭৩	২৬	আসি	আ'সে
১৮৫	২৩	ভজি ইচ্ছা	কত সাধ
১৯৫	৫	হর্ম	হর্ম্য
১৯৮	২১	হর্ম	হর্ম্য
২১০	২০	ধূমে	ধুমে
২২৩	১০	কিবা	কেবা
২৪২	৭	মুঞ্চরিবে	মুঞ্জরিবে

মোহিনীমোহন কাব্য।

প্রথম সর্গ।

"What is man? for simple as he looks,
Do but try to develop his hooks and his crooks,
With his depths and his shallows, his good and his evil,
All in all he's a problem must puzzle the devil."—BURNS.

'সংসার-সুখ আগার যেই জন কয়,
দয়াশূন্য তারি দেহ কি আছে সংশয়।
যে পার্শ্বে ফিরাই আঁখি দেখি জীবকষ্ট,
সুখ সুধু শব্দমাত্র, জ্ঞান হয় স্পষ্ট।
দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের প্রপীড়ন,
প্রাণ কাঁদি উঠে যাহা করি সন্দর্শন।
সুচিত্র চিক্কণ অঙ্গ পতঙ্গ পাদপে
পশিয়া প্রকৃতিশোভা করিছে আতপে।
কি চারু বরণ প্রভা আঁখি তৃপ্তিকর,
নিরীক্ষণে নির্ব্বাপিত উত্তপ্ত অন্তর।
এমন সময় এক কাল বিহঙ্গম,
ধরিল পতঙ্গ আসি প্রকাশি বিক্রম।
কোন স্থানে দধীমুখী বসি শাখী' পরে,
করিছে সংগীত কিবা সুমধুর স্বরে।

সে মুরলী-ধ্বনি শুনি মন পুলকিত,
বেণু বীণা লজ্জা পায় শুনি সে সংগীত।
এমন সময় এক শিকারিয়া পাখী,
দেখিয়া সে দধীমুখী হতে এক শাখী।
কাল্যান্তক কাল সম করি পরাক্রম,
করিল কবলস্থিত তাহারে অধম।
কোন স্থলে নয়ন পুত্তলি পুত্রবরে
জননী হইয়া হারা কাঁদে শোকভরে।
এমনি নির্দ্দয় কাল দয়াশূন্য মন,
জননীর ক্রোড় হতে কাড়ে পুত্রধন।
করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনি জননীর,
আছে কি এমন মন হতে পারে স্থির?
বক্ষে করাঘাত করে ধূলায় লুণ্ঠিত,
ঝর ঝর ঝরে অশ্রু হাহাসম্বলিত।
ক্রন্দন শ্রবণে তাঁর হৃদয় বিদরে,
ত্যজিয়া সংসার, বনে যাই ইচ্ছা করে।
কোন স্থানে দারিদ্র্য মলিন বেশ ধরি,
ভ্রমিতেছে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করি।
মলিন বসন ছিন্ন তাহে শত তালি,
হেরি যাহা দুষ্ট শিশু দেয় করতালি।
কক্ষে ঝুলি করাঙ্গুলি ধরি বংশযষ্টি,
যুঠেনি উদরে অন্ন বুঝি দিন দশটী,
রুক্ষ কেশ অস্থিশেষ তাহে চক্ষু বসা,
উদয় হৃদয়ে শঙ্কা নিরখি সহসা।
কোন স্থানে কুষ্ঠব্যাধি গতি-শক্তি হীন,
হস্ত প্রসারিয়া ভিক্ষা চাহে বসি দীন।

খর খড়্গো কার শির কার কাটে হাত
শোণিতে ভাসয়ে ভূমি তাহার পশ্চাৎ।
সমরের সহোদর দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
পশ্চাতে আসিয়া তার নাশে নরগণ।
সোদর কনিষ্ঠ ভাই মড়ক দুর্জ্জয়,
বিস্তারিত করে পরে ঘোর মারী ভয়।
কোন স্থলে ধার্ম্মিক, ধীমান, ধীর জনে,
পাপিষ্ঠ পাষণ্ড নর নিযুক্ত পীড়নে।
দোষী নন অন্য দোষে শুধু সত্যপ্রিয়,
দোষী নন অন্য দোষে শুধু জিতেন্দ্রিয়।
সত্য ধর্ম্ম ন্যায্য কথা যেই ভাল বাসে,
নির্ব্বোধ বলিয়া দুষ্ট তাহারে সম্ভাষে।
প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, পরপ্রপীড়ন,
করিতে সুদক্ষ যেই সেই বিজ্ঞ জন।
দয়াবান, দানশীল, দুঃখী দুঃখহর,
নির্ব্বোধের শিরোমণি তাদের গোচর;
পরদ্বেষী, পরন্তপ, পর-হিংসাকারী,
বুদ্ধিজীবী সেই জন আদর তাহারি।
গঠনিল যেই জন এ ছার সংসার,
কেমনে হৃদয় তার করুণা আধার।
জীবেরে যন্ত্রণা দিতে যেই জন দক্ষ,
সে জন সক্ষম দিতে মানবের মোক্ষ?
সত্য, ধর্ম্ম, যে সংসারে এত সুবিরল,
বিড়ম্বনা সে সংসারে বসতি কেবল।
মনোমত লোক খুঁজি না পাই জগতে,
বল মন সে সংসারে রহিব কেমতে।

পদে নাহি পদাঙ্গুলি তাহে ক্ষত শত,
ভন্ ভন্ করে মাছি তাহে অবিরত।
কোন স্থানে অন্ধজনে প্রসারিয়া কর
"দে বাপ্‌রে ভিক্ষা মোরে" বলে নিরন্তর।
দৃষ্টিহীন যেই জন কি কষ্টই তার,
হতভাগ্য তার সম কেবা আছে আর?
যে জন জীবেরে পারে সৃজিবারে অন্ধ,
কভু না তাহার হৃদে আছে দয়া-গন্ধ।
উচ্চ-অভিলাষ-সুত সমর অধম,
প্রকাশিছে কোন স্থানে বিষম বিক্রম।
বিশাল দক্ষিণ করে অগ্নি অস্ত্র ধরে,
চক্‌চকি তরবার ঝলে বাম করে।
লোহিত লোচন তার যেন প্রভাকর,
মানবশোণিতে তায় রক্তাক্ত অম্বর।
অজেয় অনল অস্ত্র যবে সঞ্চালন
করিয়া মানবকুলে নাশয়ে দুর্জ্জন।
মুহুর্মুহু ঘোর নাদে বজ্র পায় লাজ,
উপলব্ধ হয় মনে প্রলয় বিরাজ।
গুলিবৃষ্টি দেখি চক্ষে প্রাণ কাঁপে ডরে,
শিলাবৃষ্টি বলি ভ্রম জনমে অন্তরে।
গোলাবৃষ্টি যবে সেই করে বরিষণ,
শত উল্কাপিণ্ড বর্ষে যেন ক্ষণে ক্ষণ।
সহস্র সহস্র লোক পড়ে সে প্রহারে,
অট্টালিকা কত শত যায় ছারখারে।
সুদৃশ্য নগরশোভা মুহূর্ত্তে বিনষ্ট
না হয় নিরেখি যাহা কার মনে কষ্ট?

মনোমত বন্ধু খুঁজি কাটাইনু কাল,
না পাই ধার্ম্মিক জনে এ বড় জঞ্জাল।
অমৃত বলিয়া জ্ঞান যাহা হয় মনে,
গরল প্রতীত হয় সেই পরক্ষণে।
মিতভাষী, হাস্যমুখ, সত্যব্রতী কত,
জিতেন্দ্রিয়, সুগম্ভীর, ধর্ম্মপথে রত।
কথা শুনি মনে গণি ধর্ম্ম-অবতার,
মনে করি এই বুঝি পাত্র বন্ধুতার।
অটল বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হইতে,
তুষিনু-যতনে মন ভাবি একচিতে,
যেমন স্বভাব যার ক্রমেতে প্রকাশ,
সত্য স্বভাবের শেষে পাইনু আভাষ।
ভব-কাব্যপ্রসূন - উদ্যানে যেরা বাস,
শকুন্তলাশ্লোক মুখে স্বভাব উদাস।
অন্তর-উদ্যান তার করি বিলোকন
অবাক্ হইয়া আছি না সরে বচন;
যতরূপ পাপতরু থাকে মনোদ্যানে,
সতেজ সে সর্ব্বতরু নয়নে প্রদানে।
কুটিলতা-তরু যিটি সিটি ভয়ঙ্কর,
নিরখিলে সিটি চক্ষে গায়ে আসে জ্বর।
এ সংসারে বাসতরে যাহা ছিল আশ,
এ বন্ধুর সহবাসে গেছে সে প্রবাস।
এমন সংসারে আর না করিব বাস,
ত্যজিব ভুজঙ্গসম নরসহবাস।
ভ্রমিয়া কাটাব কাল যাব দেশান্তরে,
স্বভাবের শোভা হেরি জুড়াব অন্তরে।

কিন্তু হায় প্রাণসম মম প্রেয়সীরে,
ত্যজিয়া কেমনে যাই কে দেখিবে ফিরে।
সরলা অবলা নাহি জানে আমা বই,
বিদেশভ্রমণে যাব কেমনে বা কই।
হে পিতঃ! শৈশবকালে পরিণয়পাশে
কেন বা বান্ধিয়া ছিলে? অশ্রু নীরে ভাসে
তাই মম হৃদি এবে; বল গো এখন
কেমনে সে স্নেহপাশ করিব ছেদন।
হে পিতঃ! তোমারি দোষ দিই বা কেমনে,
কাল দেশাচারবশে [illegible]
রে দেশাচার দুষ্ট তুই কত দিনে,
ক্ষান্ত হবি মজাইতে বঙ্গজন দীনে।
তোহার কুফাঁদে পড়ি যত বঙ্গজনে,
করিতেছে ছট্‌ফট্ বিছার জ্বলনে।
যা হবার হবে তাই রবনা কখন,
তিলেক এ পাপাগারে করিনু মনন।
পর্য্যটিব নানা দেশ, নগর, প্রান্তর,
স্বভাবের শোভা দেখি জুড়াব অন্তর।
নিরখিব রত্নাকর, স্রোতস্বিনী শত,
ভ্রমিব কাননপথে দেখিব পর্ব্বত।
নির্ঝর ঝর্ঝর শব্দ শুনিব শ্রবণে,
বিহঙ্গম-গান বসি শুনিব কাননে।
কিন্তু হায় বিদায় চাহিব কোন্ প্রাণে,
প্রাণসম মম সেই প্রিয়া-সন্নিধানে।
যাই নয় না বলিয়া নতুবা কখন,
দিবে না বিদায় মোরে সে বিধুবদন।

কি কহিনু, হইলাম বুঝি শূন্য-জ্ঞান,
নতুবা এমন চিন্তা হৃদে পায় স্থান।
যদি যাই না বলিয়া প্রিয়া অভিমানে,
নিশ্চয় বধিবে সেই আপন পরাণে।
বুঝাইয়া যদি বলি বুঝিবে নিশ্চয়,
মম প্রণয়িনী কভু অবোধ ত নয়।
বলি গিয়া যাই তাই চাহিগে বিদায়
কল্য যাব দেশান্তর কি সন্দেহ তায়।”
এইরূপে যুবা এক বসিয়া বিজনে,
বিল[illegible] আপনার মনে।
বয়ঃ পঞ্চবিংশপ্রায় কান্তি মনোহর,
সুচিক্কণ কাল কেশ দেখিতে সুন্দর।
ললাট বিশাল হেরি মনে জ্ঞান হয়,
ধীশক্তি বসতি করি চির তথি রয়।
সুচারু চিক্কণ কিবা তার যুগ্ম ভুরু,
হেরি রমণীর হিয়া কাঁপে দুরু দুরু।
আকর্ণ নয়ন-যুগ সৌন্দর্য্য-আবাস,
কি মাধুরী বদনেরি করিছে প্রকাশ।
আঁখি দুটী হেরি তার মনে জ্ঞান হয়,
বিস্ফারিছে বুদ্ধি-জ্যোতি দিয়া তারাদ্বয়
নাসিকা সুন্দর অতি, রুচির দশন,
ঈষদ্ গোঁফের রেখা চারু সুশোভন।
ওষ্ঠাধর দুইখানি সূক্ষ্মতর অতি,
মৃদুল মধুর হাসি তথি নিবসতি।
কৌমুদী জিনিয়া সে হাসির রূপ ছটা,
গোঁফরূপ-ঘন পার্শ্বে রবি-রশ্মি-ঘটা।

সুমধুর কথাগুলি হারায় সুধারে,
সে স্বর শ্রবণে নারী রাখে কি প্রকারে
কুল, শীল, লজ্জা, ভয় ; করে মনে মনে,
হৃদে রাখি সদা শুনে সে মধু নিক্বণে।
বিশাল সে বক্ষঃস্থল সৌন্দর্য্য কি তার,
নারী ভিন্ন সে রূপের মর্ম্মজ্ঞান কার ?
হেন বক্ষঃস্থল মাঝে অন্তর আবাস,
যে অন্তর কত উচ্চ বলিয়া প্রকাশ
করিবে কেমনে কবি ; পারি বলিবারে
অন্য নর মন তথি পৌঁছিতে [illegible]
যেমন সে উচ্চ পুনঃ তেমনি কোমল,
জগতে নাহিক যার উপমার স্থল।
দুঃখী দুঃখিনীর অশ্রু মুছাবার তরে,
যত্ন করি গঠিছিল তার যুগ্ম করে
এ বিশ্ব - সৃজন - পাতা সে বাহুযুগল
পর-উপকার-ব্রতে সদত চঞ্চল।
অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাধুরী বর্ণিবারে
কিবা প্রয়োজন আর ; সৌন্দর্য্য যাহারে
নিজে পরিণয় করি শরীর মাঝারে
বিরাজ করিত সদা শোভিত তাহারে।
অভিধান মোহন সুব্রাহ্মণ সন্তান,
চিন্তাপুর নিবসতি মনোরম স্থান।
জননীর এক মাত্র সন্তান মোহন,
অতি প্রিয় যথা যষ্টি খঞ্জ প্রিয়ধন।
উত্তম সঙ্গতিপন্ন জনক আছিল,
আত্মজে কালেজে বিদ্যা যত্নে শিক্ষা দিল।

অল্প দিনে কৃতবিদ্য হইল মোহন,
বুদ্ধিজীবী বলি সম্মানর সুধীজন
করিত তাঁহার অতি; অল্প বয়ঃক্রমে,
বিভা দিয়া পিতা তার রাখিল সম্ভ্রমে।
তেজীয়ান, বুদ্ধিমান, বিদ্বান যে জন,
বঙ্গ-রাজ্যে বাস তাঁর বিষম জ্বলন।
অজ্ঞতা-তিমিরে যথা চির আচ্ছাদিত,
বিদ্বান তথায় কোথা হয় গো আদৃত।
মুর্খের কোথায় মিল সহ পণ্ডিতের,
বিদ্বানে মূঢ়েতে মিল জীবনে তৈলের।
বিদ্বানের কার্য্য দেখি মূঢ় কাঁপে কোপে,
মিছা কত অপবাদ তাঁহারে আরোপে।
কু ফাঁদে ফেলিতে তাঁরে হয় যত্নবান্,
সদা চেষ্টা করে কিসে হবে অপমান।
সে দশা ঘটিল মোহনের নিজ গ্রামে,
জ্বলিয়া উঠিত সব মোহনের নামে।
দেশের কুসংস্কার কিসে হইবেক দূর,
করিল মোহন তার যতন প্রচুর।
বিধবা বিবাহ যাতে হয় প্রচলন,
ধন মন দিয়া চেষ্টা করিল মোহন।
কুপ্রথা কুলমর্য্যাদা কিসে হবে ধ্বংস,
বহুল মোহন তার পরিশ্রম অংশ
লইল আপন করে; ফল লাভ তার,
কুবচন, জ্বালাতন, অপমান ভার।
দুঃখে দগ্ধ করি দিল দেহ মোহনের,
সরল স্বভাব যার সে কি অসতের

কুক্ষণ বুঝিতে দক্ষ? মানব-প্রকৃতি
দেখিয়া কাঁদিল প্রাণ, শুকালো আকৃতি।
মনোদুঃখে তাই নরহরি পূর্ণ ত্বরা,
ত্যজিতে বাসনা তার হলো মনোত্তরা।
যথা ব্যাঘ্রপূর্ণ বন ত্যজি মৃগদল,
অন্বেষণ করি তারা অন্য বনস্থল,
পলায় ছুটি সত্বরে নাহি চাহে ফিরে,
যায় তারা শঙ্কাশূন্য অরণ্যানী তীরে।
হে পাঠক সহৃদয় মোহন মতন,
নর উপযুক্ত নয় বাসে এ ভুবন।
বন্ধু প্রতি অবিশ্বাস ঈশ্বরে সন্দেহ,
না কর কোন পাঠক না করহে কেহ।
দেখিছ আপন চক্ষে তব বন্ধুজন,
তব সর্ব্বনাশ তরে, একান্ত যতন।
তোমার মঙ্গল দেখি ঈর্ষায় কাতর,
তব যশ আকর্ণনে ব্যাকুল অন্তর।
তথাপিও তার প্রতি সন্দেহ না কর,
বুঝোনি কিছুই যেন তাহার অন্তর
হেন ভাবে কথা কবে তুমি তার সনে,
সক্ষম হইবে তবে রহিতে ভুবনে।
জিজ্ঞাসা করহ যদি বন্ধু সে কেমন,
অমঙ্গল অন্বেষণ করে যেই জন।
তদুত্তর দিতে কেনা সক্ষম সত্বর,
কোথা পাবে সত্য বন্ধু অবনী ভিতর?
কেহ না আপন তব আপন সম্বল,
কে আপন বল ভবে বিনা অর্থ বল!

দারা, সুত, ভাই, ভগ্নী হউক না যে জন,
বিনা অর্থে অপদার্থ কে করে যতন?
কোথা তবে বন্ধু বল? পর বই নয়,
দেখিয়া তাহার ঈর্ষা না মান বিস্ময়।
কর কেনা মনেতে ঈর্ষা মুখে রেখো প্রীতি,
সম্প্রতি শাস্ত্রজ্ঞদের এইরূপ নীতি।
হয় যদি উচ্চ মন, হেন আচরণ,
ঘৃণাস্পদ বলি যদি করহ গণন।
তবে যাহ বাটী ত্যজি মোহন মতন,
তুমি উপযুক্ত নও র'তে এ ভুবন।
পাষণ্ড পাষাণ নর বেষ্টিত ভবন,
তার মধ্যে তুমি যদি যুধিষ্ঠির জন।
হবে দশা তব দিনে দিবান্ধ সম,
বায়স-চঞ্চু-ঠোকর যন্ত্রণা বিষম।
প্রাণের প্রতিমা প্রিয়া হরুক না শমনে;
প্রাণের পুত্তলি পুত্র যাক্ না জীবনে;
দুচক্ষুর মাথা খেয়ে থাকনা বসিয়া,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা তরে যাওনা খুঁড়িয়া;
তথাপিও দৃঢ় ভক্তি রাখিবে ঈশ্বরে,
নতুবা নাস্তিক তুমি এ ভব ভিতরে।
হেথায় মোহন বসি দিয়া গণ্ডে কর,
রাহু অভ্যন্তরে যেন ক্ষুদ্ধ নিশাকর।
চিন্তা-রাহু মুখচাঁদে করিয়াছে গ্রাস,
সদা হাস্য যার আস্যে তার নাহি হাস।
ভাবিতে ভাবিতে দিবা ক্রমে অবসান,
দিনমণি দীনভাবে করিল প্রস্থান।

যামিনী-কামিনী পরি কালিমা বেসন,
আবির্ভূত এ ভুবনে, সুখী জীবগণ।
রমণী-হৃদয়-সিন্ধু হেরি কান্ত—শশী,
উথলিয়া উঠিল রে, সুধীত রূপসী।
সন্ধ্যা সমাগত হেরি চলিলা মোহন,
করিতে প্রেয়সীস্থানে বিদায় গ্রহণ।
মোহিনী নাথেরে হেরি কহিছে তখন,
করপদ্মে করপদ্ম করিয়া গ্রহণ ;—
"এস এস প্রাণনাথ! এ আর কেমন,
"মলিন বদন তব আজি কি কারণ!
"সদা যার হাসি মুখে, সে মুখমণ্ডলে,
"বসতি করেছে কেন বিষাদ-গরলে।
"দেখা হলে অন্য দিন মিষ্ট সম্ভাষণে
"তুষিতে দাসীর মন, আজি কি কারণে
"মৌন হয়ে আছ নাথ? শীঘ্র মোরে বল,
"জানিতে ইহার হেতু চিত্ত সচঞ্চল।
"ছি ছি ওকি প্রেমময় অশ্রু বিসর্জ্জন,
"করিতে লাগিলে কেন? প্রাণ যে কেমন
"করে মম হেরি তব শোক-হুতাশন।
"সে গম্ভীর মূর্ত্তি এবে এ ভাব ধারণ
"করিল কেন, হে নাথ, শীঘ্র সে কারণ
"কহি তুমি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন।
"দেখ, নাথ, প্রবল ঝটিকা ভরে শাখী
"ছিন্ন ভিন্ন যদি হয়, আশ্রিত লতা কি
"কভু রহে পূর্ব্বভাবে? সে সুচারু কান্তি
"হয় না মলিন তার? দেখি জন্মে ভ্রান্তি

"ব্রততী অপর বলে ; দেখ সেই দশা
"হইল আমার নাথ হইনু বিবশা।
"বাক্যস্ফূর্ত্তি নাহি হয় ; প্রাণ যে কেমন
"করিয়া উঠিছে মম ; বুঝি এ জীবন,
"যাইছিল এইবারে ; নতুবা আমারে
"তব মনোদুঃখ কহি রাখ জীবাত্মারে।
"আমারে হেরি বিষণ্ণ কতই কাতর
"হইত বল হে সখা তোমার অন্তর।
"আজি এত দুঃখ প্রকাশিছি তব স্থানে,
"তথাপি কেন হে বল নাহি শুন কাণে।"

কিছুক্ষণ দুজনায় এ উহার পানে
রহিলেক অনিমিষে ; উত্তর প্রদানে
অশক্ত মোহন ; অনর্গল অশ্রুজল
বহিতে লাগিল তার হৃদয়ে কেবল ;
জ্ঞান হলো মনে, দুঃখ হুতাশনে
বাক্য দ্রবীভূত হয়ে ঝরিল নয়নে।
ধরিয়া মোহন শেষে হাল ধীরতার,
উদ্বেগ-তুফানে তনু-তরীর উদ্ধার
করিয়া চকিত মনে কহিতে লাগিল ;—
"মম সুখশশী, প্রিয়ে, রাহুতে গ্রাসিল।
"যে রাহু সুখ-রতনে হরিল আমার,
"সে রাহু কি ভয়ঙ্কর কহিব কি তার।
"রবি, চাঁদে, যে রাহুতে করে, ধনি, গ্রাস,
"সে রাহু এ রাহু কাছে পায়লো তরাস।
"চিন্তারাহু নাম এর অতীব ভয়াল,
"মানবের সুখশশী গ্রাসিবারে কাল ;

" প্রবেশ করে এ রাহু যে মানব-কায়,
" অস্থি শেষ করি তার রক্ত চুষি খায়।
" অন্য ম্যার কান্তি পুষ্টি নিরখি নয়নে,
" হৃদয় প্রফুল্ল হয় ভাসি সুখ মনে;
" কল্য যদি হৃদে তার প্রবেশে চিন্তায়,
" কোথা সেই কান্তি রহে বলনা আমায়।
" অয়ি প্রিয়ে বাসনা করেছি আমি মনে,
" কাটাব জীবন মম বিদেশ ভ্রমণে।
" রবনা এ ভয়ঙ্কর সংসার-মাঝারে,
" পর্য্যটিব বন উপবন ও কান্তারে।
" প্রকৃতি-রমণী প্রেমে করি মন লীন,
" কাটাব সময় মম বাঁচিব যদিন।
" প্রকৃতির প্রেমসুধা যে করেনি পান,
" বৃথা তার তনু, প্রিয়ে, বৃথা তার প্রাণ।"
মোহনের কথা শুনি কহিল মোহিনী,
ধরিয়া কান্তের গলা যেন পাগলিনী।
"কি বলিলে, জীবিতেশ, আর বোলো নাই,
" বিদেশে যাইবে ইচ্ছা তাই মম ঠাই
" চাহিছ বিদায়, বল কোন্ প্রাণে
" কহিলে দারুণ বাক্য মম সন্নিধানে।
" এ জীবন এই ক্ষণে পারি ত্যজিবারে,
" তবু হে বিদায় আমি দিব না তোমারে।
" বিদেশ ভ্রমণে ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে,
" চল ওহে গুণনিধি লইয়া আমাকে।
" তুমি যাবে দেশান্তর আমি রব ঘরে,
" ধরেছ এমন চিন্তা কেমনে অন্তরে।

" তোমার অন্তর আর আমার অন্তর,
" প্রেমের শিকলে বাঁধা আছে নিরন্তর।
" সে প্রেমশৃঙ্খলে, সখা, করে তুমি ছিন্ন,
" ভূ-অন্তরে একান্তর করিবে হে ভিন্ন ?
" বহ্নিশিখা যদি ইচ্ছে বায়ু ছাড়া থাকি,
" বিফল সে ইচ্ছা নাথ তার হয় না কি ?
" ভূমি ছাড়া থাকি যদি লতা ইচ্ছা করে,
" বিফল সে ইচ্ছা তার জান হে অন্তরে।
" প্রাণছাড়া থাকি যদি ইচ্ছা করে দেহ,
" সে ইচ্ছা বিফল তার কি আছে সন্দেহ।
" তোমা ছাড়া থাকি যদি ইচ্ছা করে মন,
" সে ইচ্ছা বিফল হবে এদের মতন।
" বিশেষতঃ, গুণধাম, ভ্রমণের ক্লেশ
" সহিতে অশক্ত হবে শুন সবিশেষ।"
কিছুক্ষণ মৌন ভাবে রহিয়া মোহন,
পরে মধুবাক্য তাঁর করিল বর্ষণ।
" যা কহিলে, বরাননি, সব সত্য মানি,
" একান্তর তুমি আমি ভাল আমি জানি।
" কিন্তু, চন্দ্রাননি, আমি করিয়াছি মনে,
" কল্য যাব দেশান্তর নগর ভ্রমণে।
" প্রকৃতি গঠিল মোরে করিয়া পুরুষ,
" সহিতে হইবে তেঁই যন্ত্রণা পরুষ।
" কাপুরুষ যেই জন, বিদেশ ভ্রমণে,
" আশঙ্কা তাহার হয় জেনো তুমি মনে।
" সাহসী পুরুষ যারা বিদেশ ভ্রমণ
" করিছে অকুতোভয়ে না ডরে শমন।

" অগাধ জলধিজল পোত আরোহণে
" উত্তীর্ণ হইছে সদা বাণিজ্য কারণে।
" উত্তাল তরঙ্গমালা হেরি জলধির,
" কাঁপে ডরে ভীরুমন হইয়া অস্থির।
" সেই সে পর্ব্বতাকার ঊর্ম্মি পয়োধির,
" সাহসী আরোহী চলে হৃদয় সুস্থির।
" সাহসী পুরুষ যারা সুদুর্গম দেশে,
" যাইছে নিঃশঙ্কমনে নৃপতি-আদেশে।
" বাহির করিছে নানা প্রদেশ নূতন,
" বাহির করিছে নানা নদী প্রস্রবণ।
" উঠিছে গিরি-শিখরে লয়ে তাপমান,
" মাপিছে উচ্চতা হীম হয়ে যত্নবান।
" ভয় যে কহে কাহারে জানে না তাহারা,
" কখন হয় না তারা ভয়ে জ্ঞানহারা।
" সাহস অমূল্য ধন সংসার মাঝারে,
" নাহিক সাহস যার কাপুরুষ তারে
" কহে সাহসিক জন জেনো তুমি মনে,
" পুরুষত্ব মানবের সাহস ভুবনে।"
মোহনের কথা শুনি মোহিনী সুন্দরী,
কহিতে লাগিল কান্তে সবিনয় করি।
" প্রাণনাথ, দেখ ঘোর হইল যামিনী,
" ঘুমাইছে যত সব পুরুষ কামিনী।
" আমরা দুজনে সুধু আছি হে জাগিয়া,
" শরীর করিছ শীর্ণ ভাবিয়া ভাবিয়া।
" যা হবার হবে কল্য আজি নিদ্রা যাও,
" সন্তাপহারিণী-নিদ্রা-ক্রোড়েতে জুড়াও

"তোমার আকুল চিত্ত করি হে মিনতি,
"হৃদয় হইতে দূর কর চিন্তাসতী।"
এত বলি মোহিনী মোহন-কর ধরি,
শয়ন করিল দোঁহে পর্য্যঙ্ক-উপরি।
মোহিনী-নয়নে নিদ্রা শীঘ্র উপস্থিত,
সে সুখে মোহনে নিদ্রা করিল বঞ্চিত।
চিন্তারাহু যার দেহে করেছে প্রবেশ,
তার চক্ষে কোথা হয় নিদ্রার আবেশ!
মোহিনী নিদ্রিতা দেখি উঠিল মোহন,
এক দৃষ্টে মোহিনীর বদন দর্শন
করিতে লাগিল, তবু না মিটিল আশ,
কে করে চাঁদে হেরিতে বিরাগ প্রকাশ?
মোহিনী-বদন চাহি নিশ্চল নয়নে,
মোহন কহিছে কথা সুপ্ত প্রিয়াসনে।
"অয়ি প্রাণেশ্বরি আজি বাঞ্ছা পূর্ণ করি,
"হেরি তব চন্দ্রানন; এই সে শর্ব্বরী
"জাগিয়া রহিব সুধু নেহারিতে কান্তি
"তব। যত হেরি তোমা নাহি জন্মে শ্রান্তি।
"একেতো তোমার রূপ জগৎ-মোহিনী,
"তবসম নিরুপমা কোন্ সে ভামিনী?
"তাহে নিদ্রাবশে রূপ দ্বিগুণ উজ্জ্বল,
"সত্য কি না এই কথা রসিক কেবল
"কহিতে সক্ষম, প্রিয়ে, রাত্রি যেই লোকে,
"সুষুপ্ত সুন্দরী নারী হেরে দীপালোকে।
"দীপশিখা কেন জ্বলে মিটির মিটির?
"প্রদীপে নাহিক তৈল। তাই হবে স্থির।

"এই যে প্রদীপ-পূর্ণ তৈল রহিয়াছে,
"কি নির্ব্বোধ আমি রহিয়াছে কাছে
"কারণ ইহার, তবে আমি মিছে কেন
"ভ্রমে পড়ি অন্য রূপ ভাবি মনে হেন।
"যথা ভানু গগনেতে হইলে উদিত
"প্রদীপ-শিখার জ্যোতি হবে সে বঞ্চিত,
"মম প্রাণেশ্বরীরূপ দিনমণি জিনি,
"প্রদীপ-শিখার জ্যোতি যদিও মোহিনী,
"পাবে পরাজয় কিবা আছে সে সন্দেহ,
"দুখে তাই ধরিয়াছে সুমলিন দেহ
"অয়ি ইন্দুমুখি আজি মিটাইবা আশ,
"হেরি তব চন্দ্রানন, তব সহবাস-
"সুখে বহু দিন আমি রহিব বঞ্চিত,
"হৃদিপটে তব রূপ করিব অঙ্কিত।
"তোমার কারণ হ'লে আকুলিত মন,
"করিয়া আমার হৃদ-পট উদ্ঘাটন
"মনশ্চক্ষে নেহারিব ও চাঁদবদন,
"প্রবোধ সলিলে ধৌত করিব এ মন:
"যামিনী হইল শেষ নাহি নিদ্রা এলো,
"ত্রয়োদশী চাঁদ ক্রমে ক্রমে অস্ত গেলো
"প্রকৃতিসুন্দরী ধনী নিদ্রায় বিহ্বল,
"জাগিয়া রহিছি শুধু অভাগা কেবল।
"কহিগো শয়ন করিবারে আরাধন:
"নিদ্রাদেবী, অকিঞ্চন জনের কামনা
"যদি পূর্ণ কর ধনী করুণা করিয়া,
"কৃপাণীকে, কৃপাদৃষ্টি কর গো আসিয়া।"

এতেক বলি মোহন করিল শয়ন,
দয়ার্দ্রা হইয়া নিদ্রা দিল দরশন।
অয়ি, নিদ্রে, ধর তুমি কি শক্তি মোহিনী,
সদয় হও যাহারে সন্তাপহারিণী,
জগৎ-জ্বালায় তারে কি করিতে পারে?
কিঞ্চিৎ করুণা দৃষ্টি করগো আমারে।
তব আশে নিশাকালে করিলে শয়ন,
পলাও আঁখি হইতে বল কি কারণ?
আরি নিদ্রে, তব দোষ দিই না কেমন?
তোমার সতিনী চিন্তা যে করে ভজন,
তাহার নিকট তুমি কভু ত আস না,
তার সনে তব প্রেম কভু ত হয় না।
হেন আচরণ তব নহে শ্রেয়স্কর,
ভাবিয়া দেখগো দেবি তোমার অন্তর।
মানবের মনুষ্যত্ব ভক্তি চিন্তাসতী
যে নরে না চিন্তা করে সে ত পশুমতী।
তোমায় যে জন ভজে স্বাস্থ্য তার থাকে
তোমায় যে জন ভজে রক্ষা কর তাকে
হইতে সংসার কষ্টে; যেই চিন্তা ভজে,
সেই জন জানে শুধু কি আমোদে মজে।
কবীশ্বর সেক্সপিয়র ভজি চিন্তাসতী,
রচেছে কি কাব্যোদ্যান, যশে বসুমতী
রহিয়াছে পূর্ণ সদা, রবে যত কাল,
সমাদর সুধীজনে করিবে রসাল
কাব্য। যে কাব্যোদ্যান কুসুমবিকসিত,
সৌরভে জগৎ জনে করে আমোদিত;

যে কাব্য-কুসুম কভু হয় না মলিন,
যে কাব্য-কুসুম-গন্ধ রহে চিরদিন,
যে কাব্য-কুসুম-মধু কভু না ফুরায়,
যার লোভে সুধী অলি জ্ঞানশূন্য ধায়।
হেন কাব্যোদ্যান, দেবি, চিন্তার সৃজন,
লভিতে এমন দ্রব্য দক্ষ কয়জন?
সুধু সেই জন ক্ষম যে জনার মন,
চিন্তায় সহায় করি ভ্রমে ত্রিভুবন।
স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল যাহার মনোপটে
পশি রহে একবারে সেই জন বটে
কবিপদ পেতে দক্ষ; আর চিন্তাসতী,
গঠিয়া অলক্ষ্য দ্রব্য হয়ে যত্নবতী
লক্ষ্য করি দেয় চক্ষে; যাহা শূন্যময়,
কবির লেখনীমুখে বস্তু জ্ঞান হয়।
হেন যে কবির পদ সুধু চিন্তাসতী,
প্রদান করিতে পারে মানবের প্রতি।
ভারত-গৌরব কবীশ্বর কালিদাস,
যার যশঃ-রবি-জ্যোতি সুধী-মনাকাশ
উজ্জ্বল করিছে চির; যার কাব্যোদ্যান,
সুধীজনে কি আনন্দ করে যে প্রদান,
কহিব কি দীন আমি। জানে সেই জন,
সে কাব্য-কুসুম-মধু যার লুব্ধ মন
করিয়াছে পান কভু। হেন কালিদাস,
কবিপদ পাইবারে কাহার আশ্বাস
পাইল বল গো দেবি? তোমার লতিনী
চিন্তাদেবী, দিয়া নিজ শক্তি সে মোহিনী,

যদি না কবির মন করিত উজ্জ্বল,
কোথা পাইতাম অভিজ্ঞান শকুন্তল,
বল মোরা? অয়ি অভিজ্ঞান শকুন্তলে,
কোন্ দ্রব্য তব সম আছে ভূমণ্ডলে?
ধরাধামে হেন দ্রব্য যদি কিছু থাকে,
সুধীমন লুব্ধ হয় পাইতে যাহাকে;
থাকে যদি কোন দ্রব্য অবনী ভিতরে,
যাতে সুবিমল সুখ লভিতে অন্তরে
হয়গো সক্ষম। বিনশ্বর এ সংসারে,
সার কোন দ্রব্য যদি পারে থাকিবারে,
তব নাম, শকুন্তলে, করিবারে পারি।
মম মতে দিবে মত যে দেখে বিচারি।
নন্দিনী কাহার, নিদ্রে, বল শকুন্তলা,
যার লোভে সুধীমন এতগো উতলা।
বুঝি দেখ অয়ি নিদ্রে, তব সতিনীর
সে সন্ততি; যার সুধাপূর্ণ হৃদয় গভীর
ভাণ্ডারেতে রত্নখনি চির বিরাজিত,
যে রত্নরাশি লভিতে সকলে বাঞ্ছিত।
সে রত্নরাশি হৃদয়ে যতই সঞ্চয়
কর, সার্থক শরীর সার্থক হৃদয়।
অতএব, অয়ি নিদ্রে, চিন্তাদেবী সহ,
হয় না উচিত তব বিবাদ কলহ।
প্রার্থনা করি গো তাই যবে চিন্তাসতী
ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদি আকুলিত অতি
করিবে আপন, তবে হয়ে দয়াবতী,
কর ক্রোড়ে কোরো তুষ্ট ক্লিষ্ট চিন্তাসতী।

দ্বিতীয় সর্গ।

" Thou glorious mirror where the Almighty's form
Glasses itself in tempests."

BYRON.

ঊষাসতী প্রাচী দিক করিয়া উজ্জ্বল,
তুষিতে মানবে আবির্ভূত ভূমণ্ডল।
কিরূপ ধরিল ধনী কি সুচারু কান্তি.
নিরখি নয়নে নাহি জন্মে কভু শ্রান্তি।
কিবা সেই রূপছটা দিক আলো করে,
বরণ অতি সুন্দর জন-মনো হরে,
শুকতারা মনোহরা কুণ্ডল ভূষণ,
পরিধিয়ে ধনী তাহে রক্তিমা বসন,
রবি আগে পূর্ব্বভাগে আসি দেখা দিল,
ঊষার পশ্চাতে রবি আপনি রহিল।
যথা যবে নরে করি নব পরিণয়,
মনসুখে নব বধূ আনিলে আলয়;
নিজ পুরাঙ্গনা গণ করিতে বরণ,
অগ্রে স্থাপে নববধূ পিছে স্বামী র'ন,
যথার্থই হেন জ্ঞান হয় কবি-মনে,
ঊষাসতী দিনপতি সহিত মিলনে।
জাগিল প্রকৃতিসতী-সহ দিবাচর,
শীতল মলয়ানিল বহে ঝর ঝর।
কূজনিল বিহঙ্গম প্রফুল্ল অন্তরে,
ছুটিল মধুপকুল মধুপান তরে।

গুন গুন স্বরে পশে প্রফুল্ল কুসুমে,
পূরিল ভুবন যেন সুউৎসব ধূমে।
"রাতি পালা, রাতি পালা" কোকিল ডাকিল,
প্রফুল্ল মানসে সব মানব উঠিল।
নিদ্রা শেষে মোহনের মানস মন্দিরে,
উরিল রমণী এক সুশীর্ণ শরীরে।
আকুল কুন্তল তার লোহিত লোচন,
সুচঞ্চল ভাব তার বালিকা মতন।
আস্য তার হাস্যশূন্য তিল নাহি সুখ,
নিরখিলে বোধ হয় সদাই অসুখ।
ইচ্ছাসতী নাম তার হে পাঠক জন,
ইচ্ছানারী মনসুখ বল হে কখন।
মোহন মানসে পশি আকুল হৃদয়ে,
সম্ভাষিল ধনী তায় অতি সবিস্ময়ে।
"উঠহে মোহন হলো নিশা অবসান,
"কি আশ্চর্য্য এ পর্য্যন্ত রহিলে শয়ান।
"যাইতে ভ্রমণে ত্বরা কর আয়োজন,
"নারিবে যাইতে পরে মোহিনী-মোহন।
"উঠিলে রমণী তব: কর আকর্ণন;
"এসো মম সঙ্গে শীঘ্র শীঘ্র সে কারণ।"
চমকি উঠি মোহন জাগিয়া উঠিল,
ধীরি ধীরি মোহিনীর বদন চুম্বিল।
প্রয়োজন মত নিল পরিধেয় বাস,
সহস্র মুদ্রার নোট নিল অপ্রকাশ।
খানকত মনোমত পুস্তক লইল,
সুবিশ্বাস তুল্য এক সঙ্গ করি নিল।

জনক জননী পদ করিয়া স্মরণ,
গুপ্ত ভাবে বাহিরিল হইতে ভবন।
চুম্বক নিকট যদি সূচী কোন থাকে,
আকর্ষণ করে যথা সত্বর তাহাকে।
জলধিজল-নিমগ্ন চুম্বক পাথর,
আকর্ষিল সূচীরূপ মোহন-অন্তর।
অর্ণবে হেরিতে অগ্রে মোহনের মন,
হইল চঞ্চল তাই সূচীর মতন।
বনচর বিহঙ্গম আবদ্ধ পিঞ্জর,
স্বাধীনতা পেলে যথা প্রফুল্ল অন্তর,
সংসার-পিঞ্জর হ'তে তেমনি মোহন,
হইয়া মোচন তার বিকসিত মন।
প্রাতঃকাল সুনির্ম্মল গগন মণ্ডল,
মৃদু সমীরণ তাহে বহে সুশীতল।
সেবি সে সমীর মৃদু মোহনের মন,
উঠিল আনন্দে নাচি, বালক যেমন
পুত্তলি নূতন পেলে। চক্ষে প্রেমনীর
ঝরিল নেহারি রূপ প্রকৃতি সতীর:
কোন স্থানে ফুলমনে মোহন সুধীর,
বনস্থলী নিরীক্ষণ করে, করি স্থির
তাহার নয়ন যুগ; কিবা শোভাময়,
বনরাজি-বিরাজিত শোভার আলয়।
সুচারু তরুর কায় নব কিসলয়,
নয়ন, জীবন, একবারে কাড়ি লয়।
আহা কি মোহন মূর্ত্তি আঁখি প্রীতিকর,
কি দ্রব্য ইহার তুল্য ভুবন ভিতর?

মলয় মারুত মধ্যে মধ্যে মৃদু বয়,
আনন্দ উথলি দেয় তরুর হৃদয়।
মনসুখে তাই তারা সঞ্চালি পল্লব,
দেখাতে সৌন্দর্য্যে বুঝি ডাকিছে মানব।
যখন পাদপকুল করিল দর্শন,
গ্রাহ্য না করিল কেহ ব্যতীত মোহন।
তাই হাসি ঢলে তরু তরু-অঙ্গে পড়ি,
কহিছে কৌতুকে কথা ঝর ঝর করি।
"দেখ হে সুহৃদ, নর সৌভাগ্য-গৌরবে,
"চাহে না মোদের পানে ব্যাপৃত বিভবে।
"যে তুচ্ছ বিষয় মধ্যে সুখ অন্বেষণ
"করয়ে তাহারা তাহে বিষ সংমিশ্রণ।
"বারাঙ্গনা-অঙ্গ বিভূষণে বিভূষিত,
"করে নিরীক্ষণ কত হ'য়ে পুলকিত;
"থাকে চাহি অনিমিষে পড়ে না পলক,
"মুখমধু পীতে জিহ্বা করে সক সক;
"তাদের অন্তর যদি করে নিরীক্ষণ,
"অবাক্ হইয়া থাকে না সরে বচন।
"মোদের অন্তর আর তাদের অন্তর,
"হয় সুধা হলাহলে যতেক অন্তর।
"কিন্তু হে মোদের পানে চাহেনা তাহারা,
"দেখিয়া তাদের ভাব হই জ্ঞানহারা।
"মোদের মর্য্যাদা বুঝে যেই সুধীজন,
"অই দেখ একদৃষ্টে চাহিয়া মোহন।
"যাইছে চলিয়া পথে হয়ে শূন্য-জ্ঞান,
"মোদের দিকে ফিরিয়া রহিচে বয়ান;

" উঁচোট বাজিছে পায় নাহি কিছু জ্ঞান,
" এমনি আমরা প্রিয় হই ওঁর স্থান।
" তাহারা পাষণ্ড নয় চক্ষু থেকে অন্ধ,
" মোদের সন্নিধি এলে পাই পাপ গন্ধ।
" মোদের মর্য্যাদা তারা কি জানিবে বল,
" বারাঙ্গনা নারী সঙ্গে পীউক গরল।
" সুধী যদি একজন করে সমাদর,
" তুচ্ছ করি যদি ব্যঙ্গ করে লক্ষ নর।"
পাদপে পাদপে কথা শুনিতে মধুর,
বুঝিবে ইহার মর্ম্ম পণ্ডিত চতুর।
পাদপে পাদপে কথা শুনি পক্ষিগণ,
সেই কথা কণ্ঠস্বরে করিল ঘোষণ।
গায়ক যেমন শুনি বেহালা বাদন,
কণ্ঠস্বরে গীত পরে করে সঙ্কীর্ত্তন।
আহা কি মধুর স্বর যেন সুধা ক্ষরে,
দধিমুখী করে গান জুড়ায় অন্তরে।
কোকিল কাকলী গায় পাপিয়া ঝঙ্কারে,
না করে মোহিত ইহা বলহ কাহারে?
শুনিতে শুনিতে গান চলিছে মোহন,
শ্রবণে হতেছে তার সুধা বরিষণ।
ক্রমে এক ক্ষুদ্র মাঠে আসি উপস্থিত,
তরুণ অরুণ উঠে মোহন মোহিত।
আহা কি অপূর্ব্ব রূপ কি চারু শোভন,
লোহিত-বরণ কায় নয়ন-রঞ্জন।
কষিত কাঞ্চন সম তপন উজ্জ্বল,
ধীরে ধীরে উঠিতেছে হ'তে বনস্থল।

রাখাল গোপাল লয়ে মাঠে উপস্থিত,
শ্যামল দূর্ব্বার দলে গাভী সুশোভিত।
প্রকৃতি-মোহন-মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে,
মোহন লঙ্ঘিল মাঠ প্রফুল্লিত চিতে।
পঁহুছিল আসি ক্রমে এক সরোবরে,
নাচায়ে তুলিল তাহা মোহন অন্তরে।
সুদীর্ঘ সরসী সেই নীর নিরমল,
আধস্ফুট হইতেছে সুচারু কমল।
কেমনে তাহার শোভা করিব বর্ণন,
ভেবে দেখ সুধীবর কেমন সে ধন।
আধস্ফুট শত শত পদ্ম মনোহর,
নয়ন মেলিল শত যেন সরোবর
দেখিবারে প্রকৃতির চারু সুশোভন,
নিদ্রায় মগন ছিল যেই এতক্ষণ।
সরঃ চক্ষু শ্বেত-ঘেরা মানিনু কমল,
চক্ষুতারা কোথা যাহা সৌন্দর্য্যের স্থল।
অলিদল পদ্মিনীর উপরে বসিয়া,
চক্ষুমণি আছে মরি যেন রে শোভিয়া।
স্বচ্ছসরে প্রাতঃস্নান করে নারীগণ,
নিরখি তাদের রূপ মোহিত মোহন।
বুঝো না পাঠকজন মোহন-নয়ন
লম্পট লোচনে তাহে করিল দর্শন।
যে চক্ষে কমল-শোভা করিল দর্শন,
সেই চক্ষে বামাকুলে দেখিল মোহন।
একবার সুকুমার পদ্মে হেরে ধীর,
আর বার নারী মুখ হেরে আঁখি স্থির।

দর্শনের ভঙ্গি হেরি মনে জ্ঞান হয়,
বহুক্ষণ আঁখি যেন পদ্মোপরে রয়।
হতে পারে এতে মনে মোহনের মন
সমধিক মুগ্ধ হেরি নলিনী বদন।
বিস্ময় না মান মনে ইহাতে পাঠক,
ইহার কারণ আছে মন সন্তোষক।
সরোজিনী ফুল্ল এই নাথ সমাগমে,
এ সৌন্দর্য্য দূর কিন্তু হবে ক্রমে ক্রমে।
অপরাহ্নে যবে রবি যাবে অস্তাচল,
ধরিয়া মোহন মূর্ত্তি রবে কি কমল?
রমণী হৃদয়কান্ত দিবা আগমনে,
ফেলিয়া গিয়াছে নারী বিচ্ছেদ দহনে।
তাই মনোদুঃখে মুখ এত ম্রিয়মাণ,
তাই অঙ্গ-সুসৌন্দর্য্য করেছে প্রস্থান।
প্রাণবধু পীয়ে মধু গেছে কামিনীর,
মলিন মাধুর্য্য তাই বিশুষ্ক শরীর।
বামাকুলে অপরাহ্নে সুধীর মোহন,
গাত্র-ধৌতকালে যদি করিত দর্শন;
সুকেশ-বিন্যাস করি পরি আভরণ,
যখন তাহারা থাকে জীবনে মগন।
যামিনী আগতপ্রায়, পতির মিলন
আশায় তাদের যবে প্রফুল্ল বদন;
তখন যদ্যপি ফেলি তাদের আনন,
কমলিনী আস্য ধীর করিত দর্শন।
দক্ষ হতো তবে কবি করিতে বর্ণন,
লজ্জা দেয় সরোজিনী রমণী বদনী।

যা হউক পাঠকজন তুই সমরূপ,
যদিও জান হে নারী প্রভাতে বিরূপ।
অপরাহ্নে নারীমুখ সহিত কমল
তুলনায় হাস্যাস্পদ জানহ কেবল।
নানা জলচর পক্ষী সুখে কেলি করে,
নিরখি নয়নে রূপ জনমনোহরে।
চারি ধারে পাড় উচ্চ, তাহার উপরে
চারু তরু-রাজ-রাজি কিবা শোভা করে।
তারি প্রতিবিম্ব পড়ি বারির ভিতরে,
রমণী তাড়নে নীর কম্পিত উপরে,
সহসা নিরখি মনে হেন জ্ঞান হয়,
কিলি বিলি করিতেছে ভুজঙ্গ নিচয়।
হেরিল সরসী-শোভা মোহন সুধীর,
দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ আঁখি করি স্থির।
প্রকৃতির প্রাতঃ শোভা দেখিতে দেখিতে
চলিল মোহন পরে প্রফুল্লিত চিতে।
সুবিস্তৃত মাঠে এক ক্রমে উপস্থিত,
করিতেছে ধূ ধূ মাঠ সৌন্দর্য্য বর্জ্জিত।
নাহিক সে ধান্য-শোভা ইহা গ্রীষ্মকাল,
ঝলসি দিতেছে ভূমি রবি-রশ্মি-জাল।
ক্রমেতে বাড়িছে বেলা, উত্তপ্ত তপন,
অত্যুগ্র ময়ূখ রাশি করিছে বর্ষণ।
কিছু পূর্ব্বে যেই ভূমি ছিলা সুধাময়,
গরল বর্ষিছে তথি হেরি সবিস্ময়।
সেই সে নিদাঘকাল দিবাকর-কর,
শর সম ভেদিলেক মোহন-অন্তর।

মোহনের তনু খানি যেন নবনীত,
আরম্ভিল হতে দ্রব হইতে অর্পিত
তাহাতে তপন তাপ। স্বেদ ছলে তাই
দ্রবীভূত তনুননী ঝরে সর্ব্বদাই।
উত্তপ্ত মোহন মন নাহি সরে বাণী,
ক্লান্ত কলেবর অতি বিশুষ্ক মুখানি।
মৃদুস্বরে রামধনে কহিল মোহন,
"আর তো চলিতে নারি চলে না চরণ।
"হইতে এ মাঠ পার যাবে কতক্ষণ,
"তরুতল পাবো শীঘ্র না দেখি লক্ষণ।"
"আসুন বাবুগো আর বহুদূর নাই,
"তরুপুঞ্জ অই বাবু দেখিবারে পাই।"
সম্ভাষিল মৃদুভাষে প্রভুরে সে ভৃত্য,
শুনি মোহনের মন করি উঠে নৃত্য।
যত যায় তত ধায় সে বৃক্ষ অন্তরে,
লাগিল বিষম ধাঁধাঁ মোহন অন্তরে।
যথা মরুদেশে পান্থ হেরি মরুত্থান,
লভিবার আশে ধায় আকুল পরাণ,
যত যায় নাহি পায় মরু উপবন,
ক্লান্তকলেবর করে আকুলিত মন।
অবশেষে পৌঁছে তরু সন্নিধি আসিল,
ভৃত্য, মোহনের মন আনন্দে ভাসিল।
তরুতলে আসি ক্রমে কুমার সুধীর,
বসিল আকুলমন শরীর অস্থির।
পণ্যশালা ছিলা এক তরুশ্রেণী পাশে,
তথি রামধন গেলা তালবৃন্ত আশে।

আনি পাখা নিজ প্রভু করিল ব্যজন,
দেহে তার দেহ এলো জীবনে জীবন।
পথ পর্য্যটন ক্লেশ কভুত মোহন,
না জানিত তার মনে দুঃসহ এমন।
রামধন মোহনেরে সান্ত্বনা করি,
কহিল মৃদুবচনে স্বভাব বিস্মরি।
"দেখুন বাবুগো এবে পথক্লেশ কত,
"যাইতে বিদেশে তাই হ'ন গো বিরত।
"এক দিনে তব মুখ হলো আধ্ খানি,
"হৃদয় বিদীর্ণ হয় নেহারি মুখানি"।
"কি কহিলে রামধন" কহিল কুমার,
"কর দূর হেন চিন্তা হতে দেহাগার।
"অন্তরে ভেবেছি যাহা তাহার অন্তর,
"জীবন যদিন রবে দেহের ভিতর,
"কভুত আমি না করি জেনো তুমি মনে,
"কার সাধ্য ফিরাইতে বল হে মোহনে।
"যথা নদী বাহিরিলে হতে ধরাধর,
"গতি ফিরাইতে তার দক্ষ কোন্ নর?
"পশ্চিমে যদিও হয় রবির উদয়,
"পশুজাতি নর সম যদি কথা কয়;
"প্রসারিয়া কর যদি ধরা যায় চাঁদ,
"জলধির জলে যদি পারে হতে বাঁদ;
"সুধীর বচন তবু না হয় স্খলন,
"নিশ্চয় জানহ তুমি, ওহে রামধন।
"এত পথ পর্য্যটন কভু নাহি করি,
"তেকারণ ক্লান্ত দেহ আজি এত ধরি।

"ক্রমে ক্রমে পরিশ্রমে পাইবে অভ্যাস,
" এ বিষয়ে দৃঢ় মোর আছয়ে বিশ্বাস।
" যত করা যায় কলেবরের চালনা,
" দেহ কি ততই দৃঢ় বল হে হয় না ?
" বামেতরে দেখ তুমি কত বলাধান,
" বাম করে সামর্থ্যের কোথা বল স্থান।
" ইহার কারণ ডান করের চালনা,
" বাম হতে সমধিক নিশ্চয় জান না।"
যেস্থলে বসিল আসি সুধীর মোহন,
উহা অতি রম্য স্থান সহৃদয় জন।
অশ্বত্থ পাদপ আর বট-বৃক্ষময়,
নিরখি যাহার শোভা জুড়ায় হৃদয়।
অশ্বত্থ পাদপ আর বট-বৃক্ষ তল,
প্রদানিছে পান্থ জনে ছায়া সুশীতল।
নৈদাঘ-তপন-কর ধরি শিরোপরি,
তরুশ্রেণী পান্থ দুঃখ হরিতেছে মরি।
চারুপর্ণ সমাকীর্ণ পাদপ-শরীর,
বরষিতে রশ্মি তথি কি সাধ্য রবির।
কিবা রমণীয় স্থল তরু-পুঞ্জ-তল।
গ্রীষ্মকালে, যবে রবি দহে ভূমণ্ডল।
তরূপরে নানা পক্ষী বসি স্তব্ধ রহে,
প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ু মধ্যে মধ্যে বহে।
পাদপ পত্রের কিন্তু আছে হেন গুণ,
স্পর্শমাত্রে শীতল করে কিরণ আগুন।
অশ্বত্থ পাদপ-পত্র পবনে কম্পিত;
রবিরশ্মি চক্ চকে তাহে নিপতিত;

নিরীক্ষণে যার শোভা জুড়ায় হৃদয়;
ঝকিছে খদ্যোৎ যেন মনে জ্ঞান হয়।
কি সুখ উদয় হলো মোহনের মনে,
বসিয়া এস্থলে তাহা বর্ণিব কেমনে।
যে জন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময়,
সুবিস্তৃত মাঠ হাঁটি উত্তপ্ত হৃদয়,
পরে হেন রমণীয় স্থানে উপস্থিত,
জানে শুধু সেই জন মন আনন্দিত
কতই যে হয় তার বসি হেন স্থলে,
সে সুখের সমতুল নাহি ভূমণ্ডলে।
সেই জন মোহনের বুঝিবে অন্তর,
কেমনে সে সুখ বুঝে বল ধনী নর।
পর্ণশালা সন্নিকটে ছিলা সরোবর,
অবগাহি দেহ দোঁহে প্রফুল্ল অন্তর।
জলপান করিয়া রন্ধন আয়োজন,
করি দিল মোহনেরে ত্বরা রামধন।
এ পর্য্যন্ত পাচকের করমে মোহন,
অনভিজ্ঞ সম্পূর্ণ আছিল, সে কারণ
হলো সুচঞ্চল অতি কুমারের মন।
দগ্ধ হলো ডান কর; জ্বলনে জীবন
নিক্ষেপ করিল কভু, কভু বা দহন
মিটির মিটির জ্বলে; কোমল-লোচন
আগুনে ফুৎকার দিতে লোহিত বরণ।
রন্ধন হইলে শেষ বহু কষ্ট পরে,
ভোজনে বসিল দোঁহে প্রফুল্ল অন্তরে।

ভোজনান্তে অনুরাগ প্রকাশি মোহন,
সম্ভাষি কহিল ভৃত্যে হরিষ বদন।
"দেখ রামধন মম জীবন ধারণে,
"সুতৃপ্ত জীবন এত হয়নি ভোজনে।
"ভক্ষণ যে করে নিত্য নিজের রন্ধন,
"নিত্য নিত্য তারি তৃপ্তি হয়ত এমন।
"নিজ বিনির্ম্মিত দ্রব্য কিম্বা জ্ঞান হয়,
"হইলেও মন্দ তাহা মধুরতা ময়।"
উৎসুক কুমার চিত্ত লভিতে বিশ্রাম,
পরিশ্রম পরে নিদ্রা কভু নহে বাম।
অলস শরীর ভারাক্রান্ত দু নয়ন,
স্থাপিল আসিয়া নিদ্রা আপন আসন
মোহন নয়নে, দীপ্তি-পূর্ণ এ সংসার,
মোহনের পক্ষে সব হইল আঁধার।
সেই দিন সেই স্থলে রহিল দুজনে,
পর দিন প্রাতঃকালে চলিলা ভ্রমণে।
যাইতে যাইতে পথে এক তরুতলে,
হেরিল রাখাল এক বসি কুতূহলে।
বিচরণ কিছু দূরে করে গাভীদল,
বৎসগণ কাটে কুঁদি দেখি দেহে বল
হলো মোহনের মন; আনন্দিত মনে,
বসিল রাখাল সহ শ্যামল আসনে।
সম্মুখে সরিৎ এক নির্ম্মল জীবন,
কল কল রবে নীর ছুটে প্রবাহন;
বহিছে সমীর মৃদু সলিল উপরে,
উঠিছে হিল্লোলকুল কল কল স্বরে;

ভাঙ্গিছে তরঙ্গমালা নদীতটে আসি,
বরষিছে শ্রবণেতে যেন সুধারাশি।
চল-দ্রুম-তলে বসি মোহন সুধীর,
শূন্য-মনা হয়ে হেরে শোভা প্রকৃতির।
নানা রূপ চিন্তা কভু উঠিছে হৃদয়ে,
প্রেমনীর কভু ঝরে তার চক্ষুদ্বয়ে।
নদীর প্রবাহে আর চিন্তার প্রবাহে,
মোহনের মন মরি যেন অবগাহে।
নদীর প্রবাহ আর প্রবাহ চিন্তার,
তুলনায় সম দোঁহে সন্দেহ কি তার।
নদী উঠে গিরি হ'তে চিন্তা হ'তে মন,
নদীস্রোত চিন্তাস্রোত একই গঠন।
নদীস্রোত-তটে জন্মে নানা তরুবর,
চিন্তাস্রোত-তীরে জ্ঞান-পাদপ সুন্দর।
নদীস্রোত নিকটস্থ তরু ফলে নত,
আস্বাদন তার বল সুমিষ্টই কত;
চিন্তাস্রোত নিকটস্থ জ্ঞান-তরু-ফল,
আস্বাদনে সুধাসম জীবন শীতল।
নদীস্রোত নিকটস্থ প্রসূন পাদপে,
মজাইয়া দেয় মন প্রকৃতির রূপে।
চিন্তাস্রোত তটবর্ত্তী কাব্য-ফুল-বন,
মোহিত না করে বল কোন্ জন মন?
নদীস্রোতে উঠে ঊর্ম্মি অতি ভয়ঙ্কর,
চিন্তাস্রোতে ক্রোধ রিপু বহে খরতর।
নদীস্রোতে হিংস্রজন্তু কুম্ভীর, হাঙর,
আদি করি রহে কত জন্তু ভয়ঙ্কর।

চিন্তাস্রোতে দ্বেষ, ঈর্ষা, কাম করে বাস;
যাহার আচার দেখি মনে লাগে ত্রাস।
নদীস্রোত পড়ে শেষে জলধির জলে;
চিন্তাস্রোত পড়ে শেষে ঈশ পদতলে।
হের হে পাঠক জন মোহন মানসে,
চিন্তার প্রবাহ বহে তরুতলে বসে।
প্রকৃতির চারু শোভা করি বিলোকন,
কহে কথা মন সনে সুধীর মোহন।
"ওহে উচ্চপদারূঢ় মানব মণ্ডল,
তব উচ্চাসন বল শূন্য কি গরল?
আসীন হইয়া তব সুউচ্চ আসনে,
যায় কি জীবন তব শঙ্কাশূন্য মনে?
নাহি কি বৈরি তোমার? হৃদয় নির্ভয়?
তব যে অধীন জন সকলে কি কয়
তব গুণ অকপটে? তব সন্নিধানে,
ধূমপুঞ্জ যথা ধায় বায়ু বক্ষ পানে;
অসম্মুখে যথা মীন স্রোত বিপরীতে,
হেন তব অনুচর জেনো তুমি চিতে।
এই যে রাখাল পরিধিয়ে ছিন্ন বাস,
এই যে রাখাল যার তরুতলে বাস,
এই যে রাখাল যার বৃত্তি গোচারণ,
এই যে রাখাল যার বন্য আচরণ;
এই যে রাখাল ধরি বংশ-যষ্টি করে,
এই যে রাখাল ডাকে হরিব অন্তরে
সিক্ত চালা যথা ধনী ছিছুরি মাখন,
হৃষ্ট সমধিক সেই ভাবে কবি মন।

সেই সে নৃমণি বসি স্বর্ণ সিংহাসনে,
পরিধিয়ে পট্টবাস ঝলসে লোচনে।
সেই সে নৃমণি বসি সুরম্য হরমে,
যার সঙ্গে সদা দাস দাসী কত ভ্রমে।
সেই সে নৃমণি করে রাজদণ্ড ধরি,
কি মাধুরী তারি বল আহা। মরি মরি।
বল দেখি মহীপাল জিজ্ঞাসি তোমারে,
সমধিক সুখী কেবা কহ হে আমারে।
হও যদি সহৃদয় ওহে নৃপমণি,
'রাখালের সুখ সহ তুলনা করণি
হয় না আমার সুখ' কহিবে অমনি
কি সন্দেহ কহ কহ কহ হে নৃমণি।
দূর হ'তে রাজপদ দেখিতে সুন্দর,
লভিতে বাসনা করে মানব অন্তর।
দূর হ'তে নৃপপদ বারনারী অঙ্গ
মাধুরী নেহারি তার নরে ইচ্ছে সঙ্গ।
সুঠাম সে অঙ্গ মধ্যে রোগ নিবসতি,
ভুঞ্জিয়া তাহার সঙ্গ ইচ্ছা বলবতী
হয় গো সুতৃপ্ত যবে, হয়ে রোগাক্রান্ত,
শান্ত মন বুঝে তবে যখন প্রাণান্ত।
তেমনি ভূপতি পদ ভাবি মনে মনে,
দূর হতে বাঞ্ছনীয় কষ্ট আরোহণে।
উঠি উচ্চ সিংহাসন শুধু কষ্টময়,
আছে কে এমন নর প্রতিকূলে কয়।"
কিছু ক্ষণ মোহন করিয়া আলাপন,
সেই রাখালের সহ হলো হৃষ্ট মন।

দিয়া কিছু অর্থ তারে, চলিলা অন্তরে,
রাখাল গোপাল লয়ে থাক্ হর্ষান্তরে।
এইরূপে প্রকৃতির শোভা প্রীতিকর,
হেরি দিন দিন ফুল্ল মোহন-অন্তর।
নিত্য নব নব শোভা করি বিলোকন,
হইল মোহন-মন প্রমোদে মগন।
কবি মন হয় যার, পথ পর্য্যটনে
কি আনন্দ হয় তাহা বলিব কেমনে।
এক পক্ষে মোহন সমুদ্র সন্নিধানে,
হলো উপস্থিত আসি; উৎসুক বয়ানে
করে নিরীক্ষণ তথি যে দিকে জলধি,
না রহিল মোহনের সুখের অবধি।
ক্রমে ক্রমে সমুদ্র পুলিনে উপনীত,
নিরখিয়া রত্নাকর মোহন বঞ্চিত
হইল আপন জ্ঞান; চিত্র পুতলির
সম হইল সুধীর; পলক আঁখির
না নড়িল; গেল কিছু ক্ষণ এইরূপে,
উথলিল অবশেষে তারি ভাব-কূপে।
"কি অদ্ভুত দ্রব্য আজি হেরিল নয়ন,
"হলো এত দিনে মম সার্থক জীবন।
"ওয়ি মা প্রকৃতিসতী ভাণ্ডার তোমার,
"পূর্ণ কি অমূল্য ধনে বর্ণে সাধ্য কার?
"যখন যে দ্রব্য তব নেহারি ভাণ্ডারে,
"কি আনন্দ বিতরণ করে যে আমারে
"কহিব কেমনে আমি; মাধুর্য্য তাহারি
"লয় হরি মম সংজ্ঞা; ঔজ্জ্বল্য যাহারি

" অলসে লোচন মম ; হই স্পন্দহীন,
" প্রকাশিবে সে আনন্দ কেমনে এ দীন।
" বিশাল তব ভাণ্ডার নানা রত্নময়,
" কে আছে এমন নর তারি সমুদয়
" নিরখিবে তারি চক্ষে ? মানব জীবন
" ক্ষণধ্বংসী ঘনকোলে দামিনী যেমন ;
" কিম্বা যথা বারিবিম্ব বারি নিপতনে
" সরোবরে যবে ঘর্ষে ঘন এ ভুবনে।
" হেন যে নর জীবন বলগো কেমনে
" হইবে সক্ষম বিপুল ভাণ্ডার নিরীক্ষণে
" তব ? ওয়ি ইচ্ছামতী কহি গো তোমারে
" কেন কুতূহল-শিখা জ্বালিয়া আমারে
" দেহ এত মনোকষ্ট ? এ মম মনন
" একবারে হেরি চক্ষে ভাণ্ডার চিক্কণ
" প্রকৃতি সতীর, কিন্তু বৃথা সে কামনা,
" হৃদয়ে সুধুই দেহ বিষম যন্ত্রণা।
" প্রবোধ আছয়ে এক ; সুধীর বর্ণন
" করি পাঠ এ ভবের মানস - নয়ন
" হয় গো সক্ষম নিরীক্ষণে একবারে,
" যথা যথা ধর মাতা সুষম আকারে।
" হে জলধি তুমি মম আছ যে সম্মুখে
" আছিল না সংজ্ঞা মম : চিন্তিছিনু সুখে
" কতই নবীন চিন্তা ; নয় তো নয়ন
" নিরখিতে যত্ন সুধু ভাবি মনে মন।
" কি আছে সন্দেহ তায় ? বিস্ফারিত আঁখি
" আছিল আমার, মন, ছিনু তায় রাখি

"যতনে জলধি পানে ; কিন্তু না হেরিনু
"সমীপস্থ বিস্তৃত সাগর, না লভিনু
"আনন্দ নয়নে যবে আছিনু চিন্তনে,
"কি শক্তি নয়ন হেরে সুউদাস মনে।
'নিরনিধি তোমা হেরি আনন্দ অপার
"কিবা যে হইল মম ; অন্তর আমার
"কি রসে হইল পূর্ণ কহিব কেমনে ?
"প্রকাশ কি করা যায় সে রস কথনে ?
"কিবা সুচিক্কণ তনু মুর্ত্তি কি গম্ভীর
"উদক অতলস্পর্শ কত যে গভীর
"সক্ষম সে কোন্ নর করিবারে স্থির ?
"তোমা সন্দর্শনে যায় জড়িমা হৃদির।
"জীবন-প্রসূন যার অস্ফুট কুট্মল,
"বহি স্ফূর্ত্তি-বায়ু তদুপরি সুচঞ্চল.
"সে হৃদি কোরকে করে প্রফুল্ল তখনি
"ম্লানমুখ স্মিত হয় দর্শনে অমনি।
"একটী তোমার নাম হয় রত্নাকর,
"হে জলধি : কত রত্ন তোমার অন্তর
"নিরন্তর আছে ধরি কহিব কেমনে ;
"হৃদয় বিদরে কিন্তু কাঁদি মনে মনে
"হয় গো স্মরণ যবে তব দস্যুবৃত্তি,
"হরিতে মানবধন চঞ্চল প্রবৃত্তি।
"কত ধনীধন হরি তব কোষাগার,
"পুরিত অমূল্য ধনে বর্ণে সাধ্য কার ?
"হর হে অমূল্য ধন দুঃখ নাহি করি ;
"ভাঙ্গ হে অর্ণবপোত তব হৃদি'পরি ;

" ভিক্ষা হে একটী মম আছে তব স্থানে,
" না হরো একটী ধন শুন ওহে কাণে।
" সে ধন অতি অমূল্য তাহার আকর
" আছে হে জানহ নর দেহের ভিতর।
" সে ধন জীবনধন যতনের অতি,
" না হরো সে ধন তুমি করি হে মিনতি।
" কত চিরদুখিনীর অঞ্চলের ধন
" হরণ করিয়া নিজ উদর পূরণ
" করিয়াছ বল শুনি, হৃদয় বিদরে
" শ্রবণে ক্রন্দন যার সুধু অশ্রু ঝরে।
" দরিদ্র জ্বালায় খুলি অঞ্চলের ধন,
" জননী বিদায় দেয় তনয় আপন:
" হেন পুত্রবরে তুমি বল হে কেমনে,
" নাশিতে বাসনা কর বল তুমি মনে?
" কত কামিনীর তুমি হৃদয়-বল্লভে
" করেছ হরণ বল; কভু না সম্ভবে
" হেন আচরণ তব। প্রেম-তরুবর
" বহু যতনের ধন জেনো হে সাগর।
" কত শত্রু ধরে তায় না হতে অঙ্কুর,
" অঙ্কুরিত যদি হয় সদা শঙ্কাতুর
" পাছে মরে শঙ্কাতাপে; অঙ্কুর পালনে,
" হৃদিঘট করিপূর্ণ যতন-জীবনে
" সদত সিঞ্চিতে হয়, সরলতা সার
" প্রদান করিতে হয় গরিমা কি তার।
" করিলে এতি যতন হয় পল্লবিত,
" কুৎসা, ঈর্ষা, কীট তায় ধরে আচম্বিত।

" সে কীট নাশিতে প্রয়োজন বহু শ্রম,
" ক্ষীরিতা ক্ষয়ায় নীর তার অনুক্রম,
" সিঞ্চনের প্রয়োজন ; যদি জীয়ে প্রাণে,
" প্রেমতরু বৃদ্ধি পায় নর সন্নিধানে।
" হেন প্রেম-তরুবরে বল হে জলধি
" কেমনে নিমগ্ন কর তুমি নিরবধি।
" করিছ না ভাল কাজ তুমি হে সাগর,
" ভাবিয়া দেখুক ওহে তোমার অন্তর।
" অনুদিন বিরহিণী করিয়া ক্রন্দন,
" পয়োধি বৃহৎ এক করিছে সৃজন।
" গঠন সম্পূর্ণ হলে অতীব বিপদ,
" ভাজিয়া পলাতে হবে তোমার সম্পদ।
" তব তটে কত রাজ্য হলো বিনির্ম্মিত,
" করিলে হে কত রাজ্য তুমি কুক্ষিকৃত।
" নগর নগরী কত নির্ম্মিত কৌশলে
" ধ্বনিত হইত আহা নর কোলাহলে,
" কোথা তারা বল বল কোথা সে সকল,
" তৃপ্ত কি করেছ তব জঠর অনল !
" তুমি হে যেমন ছিলে আছহ তেমনি,
" অনন্ত মতন তুমি আছ এ অবনী।
" হে মানব তব শিল্প বৃথা সিন্ধু কাছে,
" গঠনা কত গঠিবে এক ঊর্ম্মি আছে।
" হে মানব বৃথা তব গর্ব্ব অহঙ্কার,
" সহিতে পার কি এক সিন্ধুর ফুৎকার ?
" দুর্ব্বলের কাছে তব খাটে ভাল জোর,
" বলিষ্ঠের কাছে তুমি হও যেন চোর।"

"অধিক হইল বেলা বাবু মহাশয়,"
সম্ভাষিল রামধন করিয়া বিনয়।
"অধিক হইল বেলা দেখুন চাহিয়া,
"রবিকর তীক্ষ্ণ দেয় দেহ ঝলসিয়া।
"ক্ষণ করুন কিছু অবগাহি দেহ,
"বহুক্ষণ অনশনে কি আছে সন্দেহ
"হবে শারীরিক পীড়া; কহি আমি তাই,
"রন্ধনের আয়োজন করি অই ঠাঁই।"
এত যদি রামধন কহিল মোহনে,
চমকি উঠিয়া প্রভু ভৃত্য সম্ভাষণে
কহিল মধুর ভাষে, "ওহে রামধন
"হইল যে এত বেলা অনুভব এতক্ষণ
"হয়নি কিছুই মম, অই যে জলধি
"করেছিল সংজ্ঞাশূন্য মোরে এ অবধি।
"অতএব শীঘ্র শীঘ্র কর আয়োজন
"রন্ধনের করি স্নান আমি ততক্ষণ।"
হইলে রন্ধন শেষ, সুধীর মোহন
বসিলেক মনসুখে করিতে ভোজন।
ভোজনান্তে পৌঁছে পণ্যশালা অভ্যন্তরে,
করিল শয়ন অতি প্রফুল্ল অন্তরে।
দিবা অবসান ক্রমে; আরক্ত বরণ
হইল পশ্চিম ভাগ, নয়নরঞ্জন।
সেই সে নিদাঘকাল গোধূলি সময়,
জানে সুধীজন সুধু কি ভাব উদয়
হয় আসি মনাকাশে। রহে কি মোহন
এ হেন সময় নাহি করি সন্দর্শন

প্রকৃতি বিচিত্র শোভা তটে জলধির;
থাকিতে পারে কি মন মোহনের স্থির ?
চির ছিলা আকাঙ্ক্ষিত মন নিরখিতে
রুচির দর্শন যবে মগন হইতে
রত্নাকরে দিবাকর সুমোহন বেশে
নামে গো গগন হতে জলধি প্রবেশে
করি সমাপন কার্য্য বঞ্চিতে যামিনী,
সুমোহন বেশে তার তুষিতে কামিনী।
মস্তক উপর যবে ছিলা দিবাকর,
কার সাধ্য সহ্য করে তব খর কর ?
সে ভীষণ মূর্ত্তি এবে প্রশান্ত কেমন ?
না হয়ে প্রশান্ত আর কি কর তপন ?
প্রেরসি প্রসাদ রবি লভিবার তরে,
খাটেনা ক্রুদ্ধ মুরতি বুঝেছ অন্তরে।
তাই হেন মৃদুভাব বুঝি হে ধারণ ?
তাই হে তপন তব বেশ সুমোহন।
ছিছি দিনমণি তব উপযুক্ত নয়,
সমস্ত জগৎজন যারে করে ভয়,
ছিছি হে দিনেশ তব উপযুক্ত নয়,
তুষিতে নিজ রমণী মনে এত ভয়।
কি নির্ব্বোধ আমি মিছা দোষ আরোপণ,
কেন করি তোমা প্রতি বল হে তপন।
যে নৃশংস নৃপ ভয়ে কাঁপে জন-মন,
চল-দ্রুম-দল যথা প্রাপ্তে সমীরণ।
যে মন্ত্রীবরের হেরি আরক্ত নয়ন,
প্রজাবর্গ হৃদে ধরে বিষম কম্পন;

যে দস্যুর দস্যুবৃত্তি হেরি শান্ত জন,
দিবানিশি রহে অতি সশঙ্কিত মন,
হেন নৃপ, হেন মন্ত্রী, হেন দস্যু জন,
নিজ রমণীর কাছে মেষটী যেমন।
তুমিও হে ত্রিযাম্পতি কেন বা না হবে
প্রশান্ত অতীব ধীর? যে ভাব সম্ভবে
কামিনী কোমল কায় হলে সন্নিহিত,
সে ভাব ধারণ তব নহে অবিহিত।
উঠিল মোহন, ত্বরা প্রকৃতি দর্শনে
এক ক্ষুদ্র গিরি'পরি প্রফুল্ল লোচনে।
হেরিয়া অপূর্ব্বশোভা মোহনের মন,
অসীম আনন্দ নীরে হইল মগন।
"সার্থক জীবন মম" কহিল কুমার,
"হেরিল নয়ন আজি হেরিবার সার।
"অদ্ভুত সৌন্দর্য্য কিবা প্রকৃতি ধরিল,
"হেরিয়া বিচিত্র শোভা মানস টলিল।
"কি আশ্চর্য্য! রক্ত পদ্ম এক সিন্ধু নীরে
"বিকসিত হেরি কাঁপিছে সমীরে ধীরে।
"জলধি পশ্চিমে অই শোভা চমৎকার।
"অমর কি ভ্রান্তি হৃদে ধরিল আমার।
"সন্ধ্যাকাল সমাগত; কোথায় নলিনী
"প্রফুল্ল গোধূলি কালে? হয় কি কামিনী
"মগন প্রমোদে কভু পতির বিরহে?
"কিম্বা কোথা কমলিনী প্রফুল্লিত রহে
"লবণাম্বু পয়োধিতে? কমলিনী কায়
"অতীব কোমল, লবণাক্ত নীর তায়

"যথা জেমো উঞ্চপয় প্রফুল্ল প্রহ্নে;
"কিম্বা যথা নবনীত উজ্জ্বল আগুনে।
"আরত নাহিক হেরি সে চারু শোভন,
"দেখিতে দেখিতে জলে হইছে মগন।
"বুঝিলাম নহে উহা প্রফুল্ল নলিনী,
"মিহির মোহন মূর্ত্তি মোহিতে মেদিনী।
"গমন করিছে সূর্য্য নিজ অস্তাচলে,
"ধরিয়া অপূর্ব্ব শোভা মন কুতূহলে।
"প্রকৃতি পরিল কিবা বেশ মনোহর,
"নিরখি জুড়ায় আঁখি জুড়ায় অন্তর।
"গগন পশ্চিম প্রান্ত কিবা শোভাময়,
"দূরদেশে বহ্নি জ্বলে মনে জ্ঞান হয়।
"বহিছে সমীর মৃদু লাগিছে পাদপে,
"নতশির করি শির তুলিয়া আতপে
"উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে মনে জ্ঞান হয়,
"গেল কিনা রবি অস্ত হৃদয় সভয়।
"সমস্ত দিবস সূর্য্য করজালে তার,
"দগ্ধীভূত তরু তনু করেছে সবার।
"ঝর ঝর সমীরণ বহে তরুপরে,
"শ্রবণে জুড়ায় শ্রুতি জুড়ায় অন্তরে।
"ঝর ঝর শব্দ করি মৃদুল সমীর,
"তরু কর্ণে আদেশিছে যেন প্রকৃতির
"আদেশন, ধরিতে মোহন বেশ ধরা,
"কহিতেছে যেন পুনঃ 'আইস আমরা
"'প্রকৃতি সুন্দরী শোভা করি সঙ্কীর্ত্তন,
"'মানবে মোহিত হবে করি আকর্ণন।

"'বেণু বীণা ধ্বনি তারা শুনে এক মনে
"'সুমধুর বলি সেই বীণার নিকণে
"'করে অহঙ্কার কত; এ বীণা ঝঙ্কার
"'শ্রবণে সে গর্ব্ব খর্ব্ব হইবেক তার'।
"মহীরুহ মারুতে মিশিয়া এক মনে,
"তাই আরম্ভিল গীত গাইতে যতনে।
"আ মরি কি মধুময় এ মধুর স্বর,
"কে গুণ বুঝিবে এর বিনা সুধীবর।
"মৃদুল মলয়ানিল বহে অনুক্ষণ,
"পরশি শরীরে সুধা করে বরিষণ।
"অঙ্গ সঙ্গে সে সমীর করে হতজ্ঞান,
"সুধা কি গরল বলে বুঝেনা পরাণ।
"সমগ্র ইন্দ্রিয় মোর প্রায় বিচেতন,
"সমগ্র ইন্দ্রিয়ে হয় সুধা বরিষণ।
"সম্মুখে বিস্তৃত সিন্ধু সলিল নীলিমা
"সন্দর্শনে সে সুষমা লঙ্ঘি হৃদি-সীমা
"হৃদয়-সাগর বেগে হলো উচ্ছলিত,
"সমস্ত শরীরে সুধা হলো সঞ্চরিত।
"সুখ-শশী মনাকাশে যবে সমুদিত,
"হৃদি-সিন্ধু কেন বা না হবে উচ্ছলিত।
"উথলি সিন্ধু-সলিল সুধাংশু কিরণে,
"বেলাস্থিত দ্রব্যে করে মগন জীবনে।
"মম সুখ-শশী এবে উদিত উজ্জ্বল,
"উচ্ছলিত তাই হলো হৃদি-সিন্ধু-জল।
"দেহ রূপ* বেলাপরি পদার্থ ইন্দ্রিয়,
"চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ত্বক রসনা মদীয়

"আনন্দ সলিলে তাই হইল মগন,
"সমগ্র শরীর মম তাই বিচেতন।
"যাইছে বিহঙ্গকুল ত্যজি সিন্ধুকূল,
আপন আপন নীড়ে এবে প্রতিকূল
"রজনী আসিছে তাই। কৃষিদলবল
"চলিছে আপন গৃহে শরীর বিকল।
"রাখাল গোপাল লয়ে চলে গোষ্ঠ হতে,
"হম্বারবে গাভীগণ ছুটিছে কেমতে।
"আসিছে তিমির গর্ব্বে হতে প্রাচীদিক,
"সংহারিতে দিবালোক হৃদয় নির্ভীক।
"ক্রমে বৃদ্ধি অন্ধকার; অবতরি গিরি,
"নারিব আঁধারে যেতে, তাই ধীরি ধীরি
"লইগে আশ্রয় আমি; কিন্তু ইচ্ছাসতী
"রুদ্ধ করি পথ মম রুদ্ধ করে গতি।
"চলিতে চলেনা পদ; হৃদয় বাসনা,
"সদা রই গিরি'পরি হয়ে শূন্যমনা,
"করি সন্দর্শন আমি প্রকৃতি-রমণী;
"সন্তোষ-উদ্যানে যেতে এমন শরণী
"জগতে পাইব কোথা বল ওরে মন?
"বিশুদ্ধ প্রমোদ উৎস হেথা সর্ব্বক্ষণ,
"তুষিতে মনুজগণে হইছে পতন;
"এসুখ সম্ভোগ জন্য ইচ্ছে কয় জন?
"সদয় জনক যথা দুঃশীল তনয়
"সুশীল হইবে কি সে উৎসুক হৃদয়;
"কুপথ ত্যজিয়া কিসে সুপথে আসিবে,
"পরিহরি দুষ্টমতি সুমতি পাইবে;

"কতই যতন তাঁর বল সে কারণ,
"মুহূর্ত্তের তরে তাঁর ঔদাস্য কখন
"হয় না জানিহ মনে; তাঁর পুত্রবর
"ততই কুপথে যায় নির্ভয় অন্তর।
"তেমনি প্রকৃতিসতী নরপুত্র তরে,
"সৃজিলা এ বসুন্ধরা সদয় অন্তরে
"কত সুখময় দ্রব্যে করিয়া পূর্ণিত,
"প্রমোদ প্রবাহে প্রাণ হয় উচ্ছলিত
"ভুঞ্জিলে সে সব দ্রব্য; এমনি মানব,
"সুধা ত্যজি পিয়ে বিষ একি অসম্ভব।
"যাইলে সে পথে পাবে সুখ সুবিমল,
"যাইলে সে পথে পাবে সুধাময় ফল,
"যে পথ সতত রহে পীযূষ পূরিত,
"যে পথ ভ্রমণে মন হয় পুলকিত
"পরিহরি সেই পথ মানবের মন,
"গরল পূরিত পথে করিবে ভ্রমণ।
"যাইবে সে পথে যথা পূতিগন্ধময়,
"যাইবে সে পথে যথা ফল বিষময়।
"মানবপ্রকৃতি দেখি কাঁদি উঠে প্রাণ,
"কোথা পাই বল মন নরশূন্য স্থান।
"এহেন বিজন স্থান কেন পরিহরি,
"নাকারজনক স্থলে যেতে ইচ্ছা করি।
"যামিনী কামিনী ক্রমে আসি আবির্ভূত,
"প্রকৃতি ধরিল কিবা সৌন্দর্য্য অদ্ভুত।
"গগনমণ্ডল ক্রমে ক্রমে জ্যোতির্ম্ময়,
"এ ভবমণ্ডল হলো সুধু তমোময়।

" চলে নাহি সৃষ্টি আর চলিনু বাসায়,
" চিন্তাসতী আর কষ্ট দিওনা আমায়। '
অবতরি ধীরি ধীরি সে গিরি মোহন,
আপন বাসায় ধীর করিল গমন।

তৃতীয় সর্গ।

Loveliness
Needs not the foreign aid of ornament,
But is, when unadorn'd, adorn'd the most.
Thoughtless of beauty she was Beauty's self.

THOMSON

বামা-মুখ-বিনিঃসৃত-বাক্য-মধুময়-
প্রিয় যে পাঠকবৃন্দ সক্রোধ হৃদয়
না শুনি সে মধুমাখা কথা বহুক্ষণ।
বামা-মুখ-বিনিঃসৃত মধুর বচন
প্রিয় নহে কে ভুবনে? বটে বহুক্ষণ
হইল পাঠকবৃন্দ! সে স্বর শ্রবণ
তব শ্রুতি না করিল, ক্ষম অপরাধ।
স্থলন করিতে দোষ মনে হয় সাধ
বলি আমি দুটী কথা করহ শ্রবণ;
প্রেমিক না জানে কভু প্রেমের যতন
বিচ্ছেদ যদি না হয়। বিচ্ছেদ-অনল
কিছুক্ষণ দহে হৃদি বহিয়া প্রবল।
রক্ষিতে প্রেম-জীবন দেহ অভ্যন্তরে
বিচ্ছেদ উষ্ণতা অতি প্রয়োজন করে।
ঘটিলে জ্বর বিকার হিমাঙ্গ হইলে,
বিষাক্ত ঔষধি-ঔষ্ণ প্রয়োগ করিলে
উপকার করে যথা; প্রণয়-বিকারে
বিচ্ছেদ-ঔষধি-তাপ প্রেম প্রাণাধারে

রক্ষিতে দ্বিতীয় নাই পাঠক তেমনি,
বিচ্ছেদান্তে এক প্রাণ পুরুষ রমণী।
তাই হে পাঠকগণ ভুবনমোহিনী
আছিল আঁখি অন্তরে আনন্দদায়িনী।
মোহিনী - বদন-বিনিঃসৃত বাক্যসুধা
পিয়ে পারন্তর এবে কৌতূহল ক্ষুধা।
নিদ্রাদেবী তাজি হেথা মোহিনী-লোচন
আপন আবাসে ধনী করিল গমন।
শয্যা ত্যজি মোহিনী উঠিল ত্বরা করি,
কান্ত কাছে নাহি দেখি চিন্তিতা সুন্দরী।
বাহিরে আসিয়া দেখে রবি-রশ্মি-জাল
শোভিয়া রহিছে চারু মহীরুহ-ডাল।
জনে জনে জিজ্ঞাসিল মোহন বারতা,
অপ্রাপ্তে নাথের তত্ত্ব বৃদ্ধি ব্যাকুলতা।
গত রজনীর কথা কহি পুরজনে,
আকুল হলো সুন্দরী ভাবি মনে মনে।
মহাকোলাহল পড়ি গেলা পুর মাঝে,
মোহিনী হৃদয়ে যেন বজ্র হেন বাজে।
পুষ্পোদ্যানে কেহ যায় অন্বেষণ তরে,
কেহ ত্বরা করি ধায় সন্নিহিত সরে।
কেহ যায় মাঠে ছুটি কেহ আমোদস্থানে,
কেহ না পাইল তত্ত্ব এর কোন স্থানে।
যত্রা যথা মোহনের গতিবিধি ছিল,
পুরবাসিগণ তাহা সব অন্বেষিল।
কোন স্থানে কেহ তত্ত্ব নারিল কহিতে,
বাজিল বজ্রের সম পুরবাসি - চিতে।

"হা নাথ" বলি মোহিনী হইলা মূর্চ্ছিত,
একেবারে সংজ্ঞাশূন্য নয়ন স্তিমিত।
তালি পাখা আনি বারি সহচরী তার,
ব্যজনিল বারি দিল বদনে তাহার।
সম্পাদিত হলো সংজ্ঞা বহুল আয়াসে,
নয়ন আসারে মোহিনীর বক্ষ ভাসে।
'হা নাথ' বলিয়া ধনী করয়ে ক্রন্দন,
পার্শ্ববর্ত্তী জন-হৃদি করি বিদারণ।
"ওহে প্রাণনাথ ফেলি কোথা গেলে বল,
"তোমা বিনা অন্ধকার নেহারি সকল।
"হৃদয়গগনে তুমি সম্পূর্ণ চন্দ্রমা,
"মনুজ মাঝারে তব নাহিক উপমা।
"এ হৃদি-আকাশ করি আঁধারে আচ্ছন্ন,
"অস্তমিত কোথা হলে হয়ে অপ্রসন্ন।
"কি দোষ পাইয়া নাথ হয়ে অসদয়,
"অন্য দেশ উজ্জ্বলিতে ত্যজি এ হৃদয়
"করিলে প্রস্থান বল। তব কুমুদিনী
"মগ্ন হবে সরোবরে হইয়া মানিনী
"না ভাবিলে একবার! তব অদর্শনে
"আছি যে এখন প্রাণে তাই ভাবি মনে।
"ওরে রে নিষ্ঠুর প্রাণ, বিধি নিদারুণ
"কি দ্রব্যে গঠিল তোরে? লৌহাপেক্ষা ন্যূন
"কঠিন ত কভু নয় সে দ্রব্য সকল,
"হতো না পর্য্যবসিত শত চিরে বল
"তা হলে কি দগ্ধ হৃদি? তাই ভাবি মনে।
"দহ্যাগার শূন্যময় তোমার বিহনে।

"ওহে গুণধাম, তুমি প্রেমের সাগর
"তব প্রেমাধীন, আমি জুড়াও অন্তর
"একবার দেখা দিয়ে। এই মম পাশে
"আছিলে শয়ন করি; কেমনে প্রবাসে
"রহিবে বল হে নাথ, কে সেবা করিবে
"দাসী তব হেথা পড়ি। কেবা খাদ্য দিবে
"ক্ষুধিত হইলে তুমি করিয়া যতন?
"হলে তৃষাতুর, বল, কে দিবে জীবন?
"কোমল শয্যায় কান্ত করিলে শয়ন,
"না হতো তব নয়নে নিদ্রা আকর্ষণ।
"সামান্য শয্যায় এবে করিয়া শয়ন
"করিতে হইবে নাথ যামিনী যাপন।
"প্রবাসে বসতি কষ্ট কত সংঘটন
"প্রবাসে আছিল যেই জানে সেই জন।
"হেন যে প্রবাসক্লেশ ওহে প্রেমময়,
"তব সুকোমল অঙ্গ কেমনে বা সয়।
"ওরে রে দগ্ধ লোচন, তোর প্রীতিকর
"প্রেমপূর্ণ দ্রব্য যেটী হইল অন্তর।
"যার সুকোমল কান্তি করি সন্দর্শন
"হতিস্ প্রফুল্ল তুই কোথা সেই জন?
"কমলিনী সহ দেখ্ যত কবিগণ
"দেয়রে উপমা তোর, তার নিদর্শন,
"পলাশ পদ্মলোচন কহে পীতাম্বরে,
"কমলিনী সম তুই জানিনু অন্তরে।
"কিন্তু কোথা তোর নাথ বল্‌রে আমারে,
"রবি বিকসিত প্রাতে হেরিয়া যাহারে।

" মম প্রাণনাথ যেরে তোর দিনমণি,
" অস্তমিতে সেই মণি তুই রে অমনি
" না হলি কেন মুদিত? ছলে অশ্রুজল,
" নির্গলিছে বটে তোর রস অনর্গল।
" ছবি শুষ্ক বলি তাই? মিছা দোষ তোর,
" তবে কেন দিই আমি। উচিত না মোর
" কটু বাক্য তোরে বলা, তুই রে যখন,
" শুকাবার আশে এত রস বিসর্জ্জন
" করিছ তো অঙ্গ হতে। অরে রে শ্রবণ,
" শ্রবণ করিতে সেই মধুর বচন
" পাবি আর কোথা বল? সেই পিকস্বর,
" শ্রবণে বঞ্চিত হয়ে রবি নিরন্তর
" কেমনে বল্ রে তুই? হও রে বধির
" বিষাক্ত বাক্য বিশিখ নর ও নারীর
" তোর দ্বারে প্রবেশিলে হইবে নিষ্ফল,
" অন্য নর বাক্য তোর যেমন গরল।
" ওরে বাহুলতা দ্বয় ধূলায় লুণ্ঠিত
" রহিবি রে কত কাল? যাহার আশ্রিত
" দীন তোরা কোথা বল সেই তরুবর?
" আশ্রয় করিয়া কণ্ঠ যার নিরন্তর
" রহিতে হৃষ্ট অন্তরে?" সেই তরু তব
" হুতাশ পবনবেগে বহিয়া বিপ্লব
" ঘটাইল সুমহৎ; হয়ে ছিন্নমূল
" উড়িলা প্রচণ্ড বেগে প্রবাসে অকূল।
" তুই লতা অসহায় পড়িয়া এখানে,
" তোর দুঃখ দেখি কেবা না কাঁদিবে প্রাণে

"রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগণ আধে পরিণত
"হইয়াছ তোরা সব, আধই অঙ্গত
"সঙ্গ লইয়াছে সেই প্রাণনাথ অঙ্গ
"কদিন রহিবি বল্ আধ অঙ্গ ভঙ্গ ?
"আধ বিনা এ অর্দ্ধাঙ্গে মম সুখ সাজ,
"মম আধ অপদার্থ বিনা সে অর্দ্ধাঙ্গ।
"ওলো নিদ্রে, বল্ তোর কেমন এ রীতি
"গত নিশি তুই কেন বাড়ায়ে পীরিতি
"মম আঁখি ত্যজিবারে করিলি বিলম্ব ?
"হরিবার তরে কিলো মোর অবলম্ব ?
"অন্য দিন তন্দ্র ক্ষীণ প্রত্যুষে পলাও
"আহ্বানিলে একবার ফিরি নাহি চাও।
"গত কল্য দিতে শল্য আমার হৃদয়ে,
"বসেছিলি চক্ষে যেন জলৌকা লো হয়ে;
"কি করিছি অপরাধ বল তোর আমি,
"হরিতে জীবিতেশ্বরে হলি অগ্রগামী।
"বটে লো বটে লো তোর বড় অপরাধ
করিয়াছি আমি যবে মিটাইয়া সাধ
"প্রাণকান্ত সনে নিশি করি জাগরণ
"করিতাম দূর তোরে হতে এ নয়ন।
"তাই বুঝি তুই ওলো নিতে তারি শোধ,
"বসিছিলি আঁখি'পরে করি মহা ক্রোধ।
"রে মন্দ, দগ্ধ হৃদয় পুনঃ বলি তোরে,
"রহিয়া কদিন দেহে জ্বালাইবি মোরে ?
"গিয়াছিলি দেহ হতে মূর্চ্ছন কালে,
"পরাবৃত্ত কেন হলি ? পড়ি মোহজালে ?

" দগ্ধ দেহে পুনঃ কেন জ্বলিতে আসিলি ?
" বিষাদ বিষে মরুরে জ্বলি যেমনি কিম্বিলি।"
আক্ষেপ করিল বহু এরূপে মোহিনী,
অশ্রুধারে বক্ষবাস তিতিলা কামিনী।
মনোরমা নাম্নী এক রমণী সুশীলা,
প্রাণসখি মোহিনীর বহু প্রবোধিলা।
সান্ত্বনা সলিল মোহিনীর দগ্ধ দেহে
সিঞ্চনিলে মনোরমে দগ্ধ হৃদিগেহে
দ্বিগুণিত প্রজ্জ্বলিত শোকহুতাশন,
যথা দগ্ধীভূত শুক্তি পাইলে সিঞ্চন
নীর উত্তপ্ত হইয়া হয় চূর্ণে পরিণত,
মোহিনী কঙ্কাল হলো চূর্ণ সেই মত।
শোকসিন্ধু বেগে মনে হলে উচ্ছলিত,
প্রবোধ জাঙাল কোথা থাকে বল স্থিত।
দুঃখ দ্বিগুণিত করে অকালে সান্ত্বনা,
শোকাবেগ শান্ত হয় আপনি আপনা।
তাই মনোরমা যত্ন হইল বিফল,
করিতে সান্ত্বনা মোহিনীর অশ্রুজল
বহিল দ্বিগুণ বেগে। অশ্রুধারা শত,
মোহিনী কপোল দেশে বহে অবিরত।
দিবস রজনী ধনী কান্দিয়া রোদন,
লোহিত লোচনদ্বয় না সরে বচন।
আহার বিহার সুখে হইয়া বর্জ্জিত,
করিল সুন্দরী প্রায় সপ্তাহ অতীত।
দিন দিন তনু ক্ষীণ ভাবি ভাবি ধনী,
পূর্ণিমান্তে শশধর ক্রমশঃ যেমনি।

" কিম্বা মোমবাতী যথা রবি তীক্ষ্ণ করে
ক্রমে ক্রমে যায় গলি খর কর ভরে।
মোহিনী কোমলকায় মোমবাতী সম,
হুতাশ অনল অঙ্গে তাহাতে বিষম
কেননা করিবে ক্ষীণা সেই সুলোচনা
কেননা হইবে ধনী মলিন বদনা।
পুরজন সে বদন করি সন্দর্শন,
হইল বিষাদে সবে জর্জ্জরিত মন।
দিবানিশি মনোরমা মোহিনী সদন,
রহিত দুঃখে মগনা প্রবোধ কারণ।
ধৈর্য্য নামে মহৌষধ কাল সুভিষক্‌
প্রয়োগ করিল যাহা অসাধ্য সাধক।
বিচ্ছেদ বিষম রোগ ক্রমে উপশম,
ক্রমশঃ বিমুক্ত ধনী যন্ত্রণা বিষম।
একদা মোহিনী মনোরমা কর ধরি,
কহিল প্রাণ সখীরে সবিনয় করি।
" দেখ, সই, প্রাণনাথ প্রায় এক মাস,
" ত্যজি মোরে শোকনীরে গেলেন প্রবাস।
" এস মোরা যাই প্রাণনাথ পুষ্পোদ্যানে,
" করিতে শীতল সখি সন্তাপিত প্রাণে।
" সখার কর রোপিত হেরি তরুবর,
" জুড়াবে নয়ন সই জুড়াবে অন্তর।
" যত পুষ্পতরু আছে সখার বিহনে,
" শুষ্ক-প্রাণ নিঃসন্দেহ ব্যতীত সিঞ্চনে।
" অতি আদরের ধন তাহারা নাথের,
" সলিল সিঞ্চন বিনা রৌদ্রে নিদাঘের

" মরিবে জীবনে তারা ; বলি তাই সই,
" অন্তঃপুরোদ্যানে চল দণ্ড দুই রই "।
এত বলি দোঁহে প্রবেশিল পুষ্পোদ্যানে,
উদ্যান নেহারে দোঁহে উৎসুক বয়ানে।
দগ্ধীভূত দেহ আর সন্তপ্ত জীবন,
সন্তোষিতে পুষ্পোদ্যান হয় গো যেমন
কি দ্রব্য আছে ভুবনে বল হেন মন।
উথলিলে শোকসিন্ধু হয় নিবারণ।
মোহিনী-মানসে কিন্তু হেরি বিপরীত,
নেহারি উদ্যান ধনী শোকে বিমোহিত।
মোহন-সংক্রান্ত-কথা উঠি মনাকাশে,
আকুল করিল হৃদি; অশ্রুনীরে ভাসে
সুকোমল বক্ষ তার ; গদ গদ ভাষে
আপন প্রাণ সখীরে এ রূপে সম্ভাষে।
" আহা মরি মরি সই নাথের বিহনে
" শোভাভ্রষ্ট এ উদ্যান দেখলো লোচনে।
" যথা গৃহস্বামী যদি সহ পুরজন,
" গৃহদ্বার রুদ্ধ করি কোথাও গমন
" করে ওলো প্রাণসই মাস দুই তরে,
" হয়ে প্রত্যাগত হেরে বাটী অভ্যন্তরে
" কতই আছন্না দ্রব্য। যথা দূর্ব্বাদল
" আছিল না কিছু মাত্র তথায় শ্যামল
" সুন্দর চিক্কণ তৃণ ; কোথাও অঙ্গনে,
" জন্মিয়া বনজ তরু কষ্ট দেয় মনে।
" গৃহ সম্মুখীন স্থল, গৃহ মধ্য যত,
" পরিচ্ছন্ন পরিষ্কৃত হয়াতে বিরত

"আবর্জ্জনাবৃত ঘোর নয়নকণ্টক;
"মণ্ডূক গৃহের কোণে ক্রীবা মক্ মক্।
"জনশূন্য বাটী কলে শোভাভ্রষ্ট অতি,
"নাথশূন্য এ উদ্যান আমার তেমতি।
"জনশূন্য বাটী হেরি যে ভাব উদয়,
"সে ভাব ধারণ সই করে এ হৃদয়
"হেরিয়া এ পুষ্পোদ্যান। হৃদয় বিদরে,
"হেরি শোভাময় তরু শুষ্ক অনাদরে।
"দূর্ব্বাদল মধ্যবর্ত্তী শরণী উপরে,
"জন্মিয়া বনজ-তরু নয়ন কাতরে।
"যে পথ থাকিত সই কত্ত পরিষ্কার,
"শোভাহীন একেদেখ তাহার আকার।
"জন্মিয়া বনজ-তরু চানকা উপরে,
"চারু কিসলয় কীট কাটে হর্ষান্তরে।
"প্রাণনাথ বর্ত্তমানে ফলে এ উদ্যান,
"চিত্রকর ছবি সম হইত লো জ্ঞান।
"মম প্রেমময় আর ভৃত্য রামধন,
"করিত এ উদ্যানের কতই যতন।
"দেখ লো দেখ, সজনি, দশা মাধবীর,
"সহকার শাখাভ্রষ্ট করেছে সমীর।
"করি বিলোকন সই মাধবীর দশা,
"মনে হেন ভাব মোর আসিল সহসা
"যেন প্রাণকান্ত দুঃখে হইয়া কাতরা,
"ধূলায় লুণ্ঠিত আছে হৃদি দুঃখে ভরা।
"গত মধুমাসে যবে মাধবী প্রসব
"করিল নব প্রসূন, কতই উৎসব

"প্রকাশ করিল নাথ; মম কর ধরি
"কহিলেন প্রেমময় :—'দেখ লো সুন্দরি
"'মাধবী প্রফুল্ল কত পুষ্প প্রসবনে,
"'নাতিনী জামাই তব প্রমত্ত জীবনে
"'করিতেছে মধুপান মাধবী হৃদয়ে,
"'অই দেখ বিধুমুখী সুখীত উভয়ে।
"'কর অনুরোধ প্রিয়ে তোমায় সুধাই,
"'শুনাক সঙ্গীত এক নাতিনী জামাই'।
"এমন সময় অলি ত্যজিয়া প্রসূন
"পশিল অপর পুষ্পে করি গুন গুন।
"প্রাণেশ কহিল সই হাসিয়া তখন,
"'নাতিনী জামাই গীত কর লো শ্রবণ'।
"এত বলি মম গলা ধরি প্রেমময়
"কহিলেন পূর্ব্ব কথা প্রফুল্ল হৃদয়।
"'সহকার সহ মাধবীর পরিণয়
"'দিলাম যবে লো প্রিয়ে আমরা উভয়
"'কত আনন্দের দিন আছিল সে দিন
"'মাধবী প্রথমে যেন কত ইচ্ছাহীন
"'বেষ্টিতে নাথের অঙ্গ; সংযোগ দুবার
"'করিদিনু মোরা দোঁহে, খুলি পুনর্ব্বার
"'মাধবী পড়িল লাজে হয়ে নতশিরা,
"'প্রেমসূত্রে অবশেষে বাঁধিনু সুধীরা।
"'দিন দিন হেরি পরে মাধবী আপনি,
"'জাপটি ধরেছে অঙ্গ, ভুজঙ্গ যেমনি
"'শাখা জাপটিয়া থাকে খুলে সাধ্য কার,
"'মাধবী ঢেকেছে এবে অঙ্গ সহকার।

" 'তুমিও ত এক দিন ও বিধুবদনি,
" 'লাজুকা আছিলে অতি মাধবী যেমনি।
" 'মাধবীর মত আরো কত সুলোচনা,
" 'লাজুকা প্রথমে প্রিয়ে রহেনা বলনা।
" 'পতি অঙ্গ পরশনে পায় লজ্জা কত,
" 'বড় হলে কোথা তার লজ্জা রহে তত।
" 'প্রথম মিলন কালে নারী ভয়ে জড়,
" 'কোথা রহে সেই ভয় নারী হলে বড়।
" 'নিম্ব সম যেই দ্রব্য সপ্রথমে জ্ঞান।
" 'বিঁদিলে যৌবনরস সুধার সমান।'
" এত বলি প্রেমময় চুম্বিলা অধর,
" স্মরণ হইলে সই হৃদি জরজর।
" সুধাপূর্ণ কথা তাঁর মানস গগনে,
" হইলে উদয় মম করি মনে মনে
" এখনি এ দগ্ধ প্রাণ ত্যজিলো জীবনে,
" শূন্যময় এ সংসার সখার বিহনে।
" অই যে লতাটি সই সম্মুখে তোমার,
" পরিমলপূর্ণ পুষ্পগ্রস্থ, গন্ধ ভার
" কুসুম সময় সমীরণ সঞ্চরিলে
" আমোদ করে উদ্যান. প্রাণ উত্তাপিলে
" তখনি শীতল হয় লইলে আঘ্রাণ,
" আনন্দদায়িনী করে আনন্দ প্রদান।
" মালতী উহার নাম জেনো প্রাণ সই,
" সেহারে উহারে আমি চিন্তিছি কতই।
" সম্পূর্ণ সুধাংশু শোভে শরতে একদা,
" কুসুম সুরভি মালতীর প্রীতিপ্রদা

" সঞ্চরিছে তায় সখি ; আমি প্রেমময়,
" দোঁহে গলাগলি করি আনন্দ হৃদয়
" বসিলাম গিয়া অই সরোবর তটে,
" বাঁচিব যদিন প্রাণে রবে হৃদিপটে ,
" মম জীবিতেশ কথা জিনিয়া সুধারে,
" সে সৌভাগ্য কথা কি লো পারি ভুলিবারে।
" কহিলেন নাথ মোরে, 'দেখলো সুন্দরি,
" 'কিবা শোভাময় আজিকার বিভাবরী।
" 'সম্পূর্ণ শরত শশী শোভিছে গগনে,
" 'নয়ন জীবন তৃপ্ত শোভা নিরীক্ষণে।
" 'যতবার হেরি প্রিয়ে পূর্ণ চন্দ্রমারে,
" 'সুধারাশি এ শরীরে বর্ষে ততবারে।
" 'এরূপের উপমান জগতে বিরল
" 'ধরাস্থিত সৌন্দর্য্যের উপমার স্থল
" 'অইরে অম্বরমণি ; আছে এ ভুবনে
" 'একটী সামগ্রী শুধু যাহারে নয়নে
" 'হেরি সমসুখ বোধ হয় লো অন্তরে,
" '(সম কি অধিক সুখ সুরসিক নরে
" 'দেখুক বিচারি মনে) ; বল বরাননে
" 'বল দেখি কোন দ্রব্য সে বা এ ভুবনে।'
" আমি কহিলাম নাথ বল এ জগতে,
" কোন দ্রব্য আছে হেন উপমেয় হতে
" পারিবে সুধাংশু সহ দেখি না নয়নে।
" কহিলেন নাথ হাসি অমিয় বচনে
" 'দেখিবে যদি লো তুমি ওলো প্রাণেশ্বরি,
" 'সে সৌন্দর্য্যরাশি চক্ষে ফিরি গৃহে ধরি

" 'করে দেখগে দর্পণ, পাইবে দেখিতে,
" 'এই যে বদন খানি জেনো প্রিয়ে চিতে।'
" চিবুক ধারণ করি নাথ বামেতরে,
" কহিলেন হাসি হাসি সহাস্য অধরে।
" ইহাপেক্ষা রমণীর সৌভাগ্য গৌরব,
" কি আছে জগতে সখি, প্রভূত বিভব
" তুলনা হয় না জেনো ইহার নিকটে,
" কহিতেছি সই আমি ইহা অকপটে।
" 'কিবা শোভাময় আজিকার বিভাবরী।'
" কহিলেন নাথ পুনঃ, 'প্রকৃতি সুন্দরী
" 'কি শোভা ধারণ প্রিয়ে করেছে বল না,
" 'গগন প্রাঙ্গণ রুচি দেখনা দেখনা।
" 'নভস্তল নিরমল নীলিমা বরণ,
" 'সুধাংশু শোভিছে তায় জিনিয়া কাঞ্চন।
" 'কৌমুদী সুশুভ্র-বাস করি পরিধান,
" 'প্রকৃতি সাজিল কিবা জুড়ায় পরাণ।
" 'ঝলমলে তরুঅঙ্গ সে বাস কিরণে,
" 'অসীম আনন্দ হয় নিরখি নয়নে।
" 'মালতী প্রসূনে পড়ি কৌমুদীর রাশি,
" 'উজ্জ্বলিছে এ উদ্যান প্রতিভা প্রকাশি।
" 'মালতী কুসুম মোরা করিগে চয়ন,
" 'চল প্রিয়ে মনানন্দে করিব গ্রন্থন
" 'সুচিক্কণ মালা তার এই ঘাটে বসি,
" 'রজনী করেছে দিবা আজি পূর্ণ শশী।'
" তুলিনু আঁচল ভরি মালতীর ফুল,
" সৌরভে প্রমোদ তনু জীবন আকুল

"গাঁথিলাম চিকণিয়া মালা দুই জনে,
"কহিলেন নাথ হাসি অমিয় বচনে।
"'হের হের ইন্দুমুখি হার কি সুন্দর,
"'কোথা এ সাজিবে ভাল হায় মনোহর।
"'কবরী ভূষণ যোগ্য তব লো সুন্দরি,
"'কর লো শ্রম সার্থক কেশপাশে পরি।'
"এত বলি নাথ মম কুন্তল বেষ্টিয়া
"মালতীর মালা মোরে দিলা পরাইয়া।
"কহিলেন প্রভু হাসি 'দেখ চন্দ্রাননি
"'আহা মরি মরি মালা সাজিল কেমনি।
"'চিকুর বন্ধন তব মন-ধরা-ফাঁদ,
"'মালতীর মালে তাহে ঘটালে প্রমাদ।
"'করিনু যে এত শ্রম হইল সফল
"'নিরখিয়া হলো মম নয়ন শীতল
"প্রকাশিয়া অনুরাগ করিলা চুম্বন,
"হৃদি কেঁপে উঠে সই হইলে স্মরণ।
কহিতে দুঃখের কথা শোকের সাগর
উথলিয়া উঠিল রে কম্পিত অধর।
নিশ্বাস পবন দেখা সপ্রথমে দিল,
শোকের সাগর তাই উথলি উঠিল।
উথলিয়া শোকসিন্ধু ঝরিল নয়নে,
মনোরমা স্ব অঞ্চলে পুঁছান জীবনে।
মনোরমা ধরি পরে মোহিনীর কর,
কহিল সজল আঁখি দুঃখিত অন্তর।
"তব মনোদুঃখ-কথা শুনি প্রাণসই,
"ইচ্ছা হয় মনে মনে হই জলসই।

"তব দুঃখ মনে হলে কত দুঃখ সই,
"কহিবারে সেই দুঃখ মুখে পারি কই।
"রমণীর কেবা আছে প্রাণনাথ বই?
"মনে হলে তব কথা জর জর হই।
"এ দুঃখের অবসান হবে অবশ্যই,
আসিবে লো তব নাথ দিন কত বই।
"সখার সংক্রান্ত কথা কহিতে লো সই,
"দিবা অবসান হলো দেখ রসময়ি।
"অই দেখ অস্তাচলে চলে দিনমণি,
"প্রসূন পাদপে নীর সিঞ্চিবে কখনি।
"অথবা কি প্রয়োজন সিঞ্চিবারে নীর,
"সে কার্য্য সাধিল তব সলিল আঁখির।"
শুনিয়া সখীর কথা শোকসম্বরণ
করিয়া মোহিনী ধনী কহিল তখন।
"সখার সংক্রান্ত কথা কহিতে লো সই,
"কিছু না আছিল মনে প্রাণনাথ বই।
"এসো সই আলবালে করি জল দান,
"সলিল সিঞ্চনে তরু পুনঃ পাবে প্রাণ।"
এতবলি দুইজনে লইয়া কলস,
সিঞ্চিতে লাগিলা নীর হৃদয় সরস।
গোলাপ তরুর তলে মোহিনী সুন্দরী,
সিঞ্চিতেছে নীর সুখে গ্রীবা হেঁট করি।
মনোরমা হেন কালে কহিলা সম্ভাষি,
মোহিনীর মুখে চাহি উৎসুক প্রকাশি।
"এই মধ্যে তব গণ্ডে গোলাপি বরণ,
"লাগিল কেমনে সই নয়নরঞ্জন?"

মোহিনী এ কথা শুনি তুলি নিজ শির,
মনোরমা প্রতি চাহিলেক আঁখি স্থির।
নাহিক গোলাপী আর চম্পক বরণ,
নিরখিল তথি মনোরমার নয়ন।
হাসি কহে মনোরমা মোহিনীর প্রতি,
"নিরখিনু প্রাণসই আশ্চর্য্য লো অতি।
"করি যবে গ্রীবা হেঁট প্রদানিছ নীর,
"তব গণ্ডে নিরখিনু বর্ণ গোলাপীর।
"সে বর্ণ আর দেখি না একি হলো জ্বালা,
"লেগেছিল দিশে চক্ষে কবে হবো কালা।"
কবি কয় মনোরমা নাহি তব ভয়,
গোলাপিই দেখি চক্ষে প্রফুল্ল হৃদয়।
যবে লো মোহিনী ধনী সিঞ্চিল জীবন,
একটী গোলাপ পুষ্প উজ্জ্বল বরণ
মোহিনীর গৌর-গণ্ডে প্রতিবিম্ব পড়ি,
গোলাপীর বর্ণ ধরে ছিল আহা মরি।
মোহিনীর বর্ণটুকু এমনি নির্ম্মল,
প্রতিকৃতি পদার্থের পড়য়ে সকল।
মনোরমা-কথা শুনি মোহিনী সুন্দরী,
কহে কথা হাসি হাসি সখী কর ধরি।
"ওলো প্রাণসই তব বর্ণ গোলাপীর,
"তাই দেখ সেই বর্ণ তোমার সখীর।
"গণ্ডেতে গোলাপী বর্ণ কোথা পাব সই,
"পাণ্ডু বর্ণ ভাবি নাথে দেখ রসময়ি।"
অপ্রতিভ মনোরমা সখীর কথায়,
না সরে বদনে বাক যেন মৃতাপ্রায়।

তরুমূলে সিঞ্চে নীর পরে দুইজন,
লইয়া কলস কক্ষে মন উচাটন।
রজনী আগতা জানি, সভয় হৃদয়,
ইচ্ছাহীনা প্রবেশিল বাটীতে উভয়।
অন্য আর এক দিন মনোরমা সহ,
মোহিনী আকুলা অতি পতির দুঃসহ
বিরহ যন্ত্রণানলে, গ্রামস্থ দীর্ঘিতে,
অতীব উৎসুকমনা কৌতুহল চিতে
গাত্র ধৌত করিবারে করিলা মানস,
যথা প্রাণপতি তার রজনী দিবস
রহিতেন প্রায় বসি, হেরিবারে শোভা,
তড়াগ সলিলে প্রকৃতির মনোলোভা।
প্রিয়জন প্রিয়স্থান হয় যে সকল,
প্রণয়িনী পক্ষে তাহা যেন স্বর্গস্থল।
মোহিনী মানস তাই দীর্ঘিকা দর্শনে,
হলো সুচঞ্চল অতি, মধুর বচনে
কহিলেক প্রাণসখি মনোরমা প্রতি,
" দেখ লো দেখ সজনি আমার দুর্গতি
" নাথের বিরহে আজি; প্রাণ উচাটন
" হইতেছে কেন এত সখার কারণ।
" লইয়া শ্বশ্রূ - আদেশ চল দুইজনে,
" প্রেমময় প্রিয়স্থান দীর্ঘিকা দর্শনে,
" চল দুইজনে যাই যদি লো জুড়ায়
" মম সন্তাপিত প্রাণ, বল না আমায়
" ইহা ভিন্ন এ রোগের কি আছে উপায়,
" স্বামী ছাড়া কামিনীর কি বিষম দায়।

"পতিব্রতা কামিনীর পতির কারণ,
"যেমন আকুলমন হয় কি তেমন,
"পতির কভু লো সই রমণীর তরে,
"ইহার কারণ সখি বুঝেছি অন্তরে।
"পতি দেখ কতরূপে আপনার মন,
"নিযুক্ত রাখিতে ক্ষম সদা সর্ব্বক্ষণ।
"কভু অধ্যয়ন করি কভু বা শ্রবণ,
"কভু প্রিয়বন্ধু সনে করি আলাপন,
"কভু নানা দেশ করি সহর্ষে ভ্রমণ,
"অপূর্ব্ব প্রকৃতিশোভা করি সন্দর্শন,
"কভু বা কাব্যকুসুম করিয়া গ্রন্থন
"সক্ষম করিতে সই সময় হরণ।
"পুরুষ সহ পীরিতি রমণীর কাজ,
"রমণীর সর্ব্বকার্য্যে পীরিতি বিরাজ।
"পীরিতি-পথ ব্যতীত রমণীর মন,
"অন্য পথে কভু সেই করে না ভ্রমণ।
"হেন যে পীরিতি-পথে পড়িলে কণ্টক,
"দেহ-কারাগারে হ'য়ে হৃদয় আটক
"ছট্‌ফট্‌ করে যেন পিঞ্জর-বিহঙ্গ,
"প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে বিনা পতিসঙ্গ।
"তুমি লো প্রাণের সই তাইলো তোমায়,
"খুলি মন দেখাইছি হৃদয়জ্বালায়।"
এত বলি দুই জনে গাত্র ধৌত তরে,
চলিলা বিকালে সেই মনোহর সরে।
বিমল-সলিল-পূর্ণ সেই সরোবর,
ঢলঢল করে নীর পেয়ে বায়ুভর।

সেই যে নিদাঘকাল তবু তারি জল,
থর থর করিতেছে এত যে অতল।
অপরাহ্নে এর শোভা কিবা মনোহর,
কেমনে বর্ণিব আমি আমি দীন নর।
সুদীর্ঘ সরসী সেই সলিল নির্ম্মল,
মৃদুল মলয়ানিলে হইলে চঞ্চল
কি অপূর্ব্ব রূপছটা করে যে ধারণ,
ভেবে দেখ সুধীবর কেমন সে ধন।
হংস হংসী মনসুখে দেয় সন্তরণ,
নেহারি রে সে মাধুরী জুড়ায় জীবন।
কালিমা বরণ নীরে হংসশ্রেণী-শোভা,
তড়াগ পরেছে যেন হার মনোলোভা।
কিম্বা জ্ঞান হয় যেন কাল কাদম্বিনী,
আদরে ধরেছে ধনী চপলা দামিনী।
দামিনী চঞ্চলা অতি দেখা ক্ষণে ক্ষণে,
হংসশ্রেণী সহ তুলা সাজিবে কেমনে।
হংসশ্রেণী ভাসমানে হাসে সৌদামিনী,
মগন হইলে জলে প্রচ্ছন্ন দামিনী।
মধ্যে মধ্যে এক একটী কমলিনীদল,
করিতেছে নৃত্য নীরে সমীরে চঞ্চল।
মধ্যে মধ্যে বারিবিন্দু হয়ে উৎক্ষেপণ,
পদ্মপর্ণে পড়ি কিবা মাধুরী ধারণ
করিতেছে মরি মরি; মনে জ্ঞান হয়,
পদ্মরাগ মণি যেন পদ্মিনী-হৃদয়
উজলিয়া রহিয়াছে। এঁকে কমলিনী
অমূল্য মাণিক্য তায় ধরি সুহাসিনী

করিতেছে নৃত্য নীরে কোমল শয্যায়,
মসৃণ চিক্কণ শয্যা শোভে চারু তায়।
নানা জাতি মীন নীরে আনন্দে মাতিয়া
সন্তরিছে ঘুরি ঘুরি সদলে বেষ্টিয়া।
নাহি জানে শোক দুঃখ সদা সুখ মনে,
নিরখি তাদেরি সুখ জুড়ায় নয়নে।
মধ্যে মধ্যে বারি'পরে প্রমোদে ভাসিয়া,
মনোহর শব্দ করে পুচ্ছ ঘুরাইয়া।
গোলাকৃতি জলরেখা তাহাতে উদ্ভুত,
সারি সারি ভাসি যায় সৌন্দর্য্য অদ্ভুত।
চারি তীরে পাড় উচ্চ অতি মনোহর,
শ্যামল নবীন দূর্ব্বা আবৃত সুন্দর।
তদুপরি বিচরণ করে গাভীদল,
নিরখি উত্তপ্ত প্রাণ হয় সুশীতল।
পাড় সহ গাভীদল প্রতিকৃতি জলে
পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা; নয়নযুগলে
কি আনন্দ বিতরণ সে দৃশ্য যে করে,
সে আনন্দ বর্ণিবারে দক্ষ কোন নরে?
সরোবর সরণীর দুই ধারে শোভে,
বকুল পাদপ শ্রেণী; অলি মধুলোভে
গুঞ্জরে প্রসূনে তার শ্রবণরঞ্জন,
সৌরভে পুলক তনু জুড়ায় জীবন।
ইষ্টকে নির্ম্মিত ঘাট অতি মনোহর,
দুই ধারে শোভে দুটী ঝাউ তরুবর।
মন্দ মন্দ সমীরণ বহি তদুপরে,
কিবা সুমধুর স্বর সমুত্থিত করে।

সোঁ সোঁ শব্দ হয় তায় কিবা সুললিত,
বীণাধ্বনি তার কাছে হয় গো লজ্জিত।
চারিধারে উচ্চ পাড় তাহার উপরে,
নানা চারু তরুবর কিবা শোভা করে।
তরুশ্রেণী প্রতিবিম্ব পড়িয়া সরসে,
কি প্রান্তি প্রদানে চক্ষে কি প্রীতি মানসে।
নির্ম্মল শীতল জল নীলিমা বরণ,
সরসীতে কিবা শোভে নয়নরঞ্জন।
প্রকৃতি-সুন্দরী যেন সন্ধ্যা আগমনে,
চিন্ময় পুরুষ সহ ব্যস্ত সম্মিলনে,
তাই পরিধিয়ে ধনী বেশ মনোহর,
সরসী আরসি ধরি প্রফুল্ল অন্তর
নিরখিছে মত্ত হয়ে বেশ আপনার,
সে শোভা নিরখি মুগ্ধ নহে মন কার?
চিন্ময় পুরুষ হরিবারে বেশ যেই,
কি আশ্চর্য্য হরিবেক নরমন সেই।
হে পাঠক সহৃদয় দিবা অবসানে,
কি অপূর্ব্বসুখ মনে এস্থান প্রদানে।
নগরাভ্যন্তরে যার হয় কর্ম্মস্থল,
তার পক্ষে হেন স্থান যেন স্বর্গতল।
পবন-প্রক্ষিপ্ত নগরীর রেণু-রাশি,
উদর পূরেছে তার শ্বাস সহ আসি।
নানাবিধ দুর্গন্ধে সম্পূর্ণ পূরিত,
স্বেদজলে পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ প্লাবিত।
কেশগুলি লাল ধূলি করেছে রঞ্জিত,
কভু প্রভু শিঠালাপে নয়ন লোহিত।

তার পক্ষে হেন স্থল কিবা প্রীতিকর।
যদি রে তাহার হয় কবির অন্তর।
দিয়া মনঃদ্বার খুলি তুমি পুরজন,
পরিহরি অর্থচিন্তা আর রিপুগণ।
বারেকতরে দিয়া গণ্ড বাঁধা ঘাটে বসি,
হেরিতে কি প্রীতিকর প্রকৃতিরূপসী।
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখরাশি পিয়ে সমীরণ,
নিদাঘে উত্তপ্ত অঙ্গ তৃষিত জীবন;
আসি ছুটে সরোবরে পান করে নীর,
শীতল করি শরীর সমীর সুস্থির।
সরসীর নীর পিয়ে সমীর শীতল,
কেলি করে সকৌতুকে সরোবর স্থল।
কভু লুটে পরিমল বকুলপ্রসূনে,
কভু ঝর ঝর বহে তরুশ্রেণী শুনে।
কভু মাধবীর গ্রীবা করিয়া গ্রহণ,
মনের আবেশে হৃষ্ট করয়ে চুম্বন।
নারীর অঞ্চল টানে কভু বা লম্পট
কভু বা চুম্বে অধর মারিয়া সাপট।
এই বাপীতটে আসি মোহিনী সুন্দরী,
সহচরী সহ তার বিলোকন করি
প্রেমময় প্রিয়স্থল, চিন্তাকুল মনে,
মনোরমা প্রতি ধনী মধুর বচনে
কহিল সজল আঁখি;—"ওলো প্রাণসই,
"ইচ্ছা এ সরসী-তীরে সর্ব্বক্ষণ রই।
"সরসীর পূর্ব্ব পাড় কর বিলোকন,
"অই স্থলে প্রেমময় করিতা হরণ

"প্রাহ্ন অপরাহ্ন কাল বকুলের তলে,
"উদয়াস্ত নিরখিতে মন কুতূহলে।
"অপার আনন্দ তাঁর শোভিত লোচন,
"দিনমণি অস্তে যবে করিত গমন।
"স্বভাবের শোভা হেরি গোধূলি সময়,
"আনন্দনীরে আপ্লুত হতো সে হৃদয়।
"মম সন্নিধানে সই রজনী সময়,
"প্রকৃতি-গুণকীর্ত্তন করি প্রেমময়
"আনন্দে তাঁহার আঁখি হতো বিস্ফারিত,
"এই সরসীর শোভা বর্ণন অতীত
"কহিতেন ফুল্লহৃদি মম সন্নিধানে
"হতো চরিতার্থ প্রাণ শুনি তাহ কাণে।"
সখার সংক্রান্ত কথা কহিতে কহিতে,
গাত্র ধৌত করি দোঁহে চলিলা বাটীতে।
হেনকালে সেই স্থানে পুরুষ সুন্দর,
একটী আসিল সহ কত সহচর।
বয়স হইবে ত্রিংশ মোহন মূরতি,
নিরখিলে বোধ হয় বসুধনপতি।
পড়িল মোহিনী মনোরমা দুইজনে,
সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষের চটুল নয়নে।
নিরখিয়া মোহিনীর রূপ অনুপম,
আঁখি ঝলসিয়া গেল, যেমন বিষম
নয়ন ঝলসে জ্বলি উজ্জ্বলা দামিনী,
বিচিত্র কি বল যদি জগৎ মোহিনী
যে মনুজ আঁখিদ্বয় দেয় রে মোহিয়া,
বিধি সে অমূল্য ধনে কি রবে যে দিয়া

বিজনে গঠিল যত্নে কহিব কেমনে,
সে রূপের উপমান নাহিক ভুবনে।
ঈষদ্ কুঞ্চিত কেশ কাল সুচিক্কণ,
আচ্ছাদিয়া পৃষ্ঠদেশ পরশে চরণ।
দাঁড়ালে সুন্দরী আলুলায়ে কেশপাশ,
পিছন হইতে অঙ্গ না পায় প্রকাশ।
পৃষ্ঠদেশ আবরিয়া যেন কাদম্বিনী,
সম্মুখে বরণদ্যুতি জিনি সৌদামিনী।
নিরখিয়া পার্শ্ব হতে মনে জ্ঞান হয়,
কাল কাদম্বিনী পরে দামিনী উদয়।
কাটি সিঁথি সুকেশিনী বাঁধিলে কবরী,
ঘনপার্শ্বে রশ্মিরেখা যেন শোভে মরি।
বদন শরদ বিধু নিন্দিত প্রকাশিয়া
দিয়া সীমন্তের দুধারে যেন উজলিয়া
দুখানি নীরদপার্শ্বে শোভা চমৎকার,
না ঝলসে কার আঁখি হেরি রুচি তার।
সুন্দর কপালখানি অনুপম শোভা,
বিন্দু বিন্দু স্বেদ শোভে অতি মনোলোভা।
যেন শতদল দলে হিমবিন্দু রয়,
সন্দর্শনে সে সৌন্দর্য্য জুড়ায় হৃদয়।
সুবঙ্কিম ভুরু চারু দ্বিতীয়ার শশী,
লজ্জায় হয়েছে কাল সে বদনে পশি।
তার তলে ঝলমলে যুগল লোচন,
এমনি বৃহৎ সে যে পরশে শ্রবণ।
ঢল ঢল তারাদ্বয় পদ্মপর্ণে বসি,
খেলিতেছে লজ্জা তথি প্রেমানন্দে পশি।

কুরঙ্গ গঞ্জিত আঁখি সহ দুটী বাণ,
বিঘূর্ণিত চারু তারা যেন কাল ফণি,
আকর্ষণী শক্তি কি যে করয়ে ধারণ,
কেমনে কহিব আমি ভাবুক সুজন।
যে দ্রব্যে চুম্বক সৃষ্টি বিধাতা করিল,
সেই দ্রব্যে ইহাদের অঙ্গ গঠনিল,
এ বিশ্ব-সৃজন-দাতা নাহিক সংশয়,
পুরুষ লোচন সৃষ্টি সূচি দ্রব্যময়।
রমণী-চুম্বক-মুখ নিকটস্থ হলে,
পুরুষ-সূচি-লোচন ধায় সেই স্থলে।
মোহিনী চরণ যুগ গঠন সুন্দর,
আরক্ত বরণ কিবা অতি মনোহর।
মরাল গমনে যবে চলি যায় ধনী,
তনু রোমাঞ্চিত হয় স্থির চক্ষুর্মণি।
মোহিনী সুন্দরী বলি বিখ্যাত ভূপরি,
মোহিনী জানেনা শুধু মোহিনী সুন্দরী।
ফলে হে পাঠকজন মোহিনীর রূপ
বর্ণিতে যাইয়া আমি করিনু কুরূপ।
শরদিন্দু রূপ ওহে কোন্ চিত্রকর
চিত্রিত করিতে ক্ষম, বল সুধীবর?
কিম্বা কোন্ চিত্রকর পদ্ম বিকসিত,
সক্ষম সাদৃশ্য তার করিতে চিত্রিত?
চিত্রকরপদ্ম প্রকৃতিরপদ্মস্থানে,
হাস্যাস্পদ শুধু মাত্র সুধী সন্নিধানে।
তেমনি কবি-মোহিনী সহৃদয় জন,
প্রকৃতি-মোহিনী স্থানে লজ্জার ভাজন।

আধ বিকসিত পদ্ম করি উত্তোলন,
শিশু-করে করা যায় যদি সমর্পণ,
স্বল্প ক্ষণে সে সৌন্দর্য্য হয় অন্তর্দ্ধান,
মনুজনয়নে করে বিরক্তি প্রদান।
সরোজিনী মোহিনী পড়িয়া সেইরূপ
মম করে হলো তার সৌন্দর্য্য বিরূপ।
ফলে হে পাঠকজন সে অমূল্য ধন,
অতীব বিরল ভবে, প্রকৃতি যতন
করি বিজনে বসিয়া তুলি দিয়া তার
তনুখানি গঠনিল অতি চমৎকার।
যে দ্রব্যে নবনী কিম্বা নলিনী সৃজন
সেই সুকোমল দ্রব্যে শরীর গঠন
হইল সম্পন্ন তার করি বিলোকন,
চরিতার্থ হয় যদি নয়ন জীবন।
নয়ন জীবন নাহি হবে চরিতার্থ?
অসার সংসারে সার সেই সে পদার্থ।
শিথিল হইছে ধৈর্য্য পাঠক তোমার,
বহুক্ষণ এক দ্রব্য নিরীক্ষণে তার
মাধুরী রহেনা তত; যদিও মোহিনী
তথাপিও ক্ষান্ত হকে হতে আদরিণী
তব সন্নিধানে জেনো। দেখহে পাঠক,
যদিও পূর্ণেন্দু তব নয়ন-হারক,
সে ধনেও পাছে তব হয় অনাদর,
রক্ষিতে তাই হে ঈশ সুধাংশু আদর
হ্রাস বৃদ্ধি গুণ দিয়া সৃজিলা তাহায়,
অমানিশা প্রতিপদে সম্পূর্ণ বিদায়।

তাই শ্যাম-ধনু-তনু ক্ষণে অন্তর্দ্ধান,
তাই বিকসিত পদ্ম সৌন্দর্য্য প্রস্থান
করে সন্ধ্যাকালে জেনো, তাই সুধীবর,
ক্ষণপ্রভা ক্ষণে দেখা ক্ষণেতে অন্তর।
নাহি দোষ তাই হে পাঠক তব বলি,
যদি তব দেহ হতে ধৈর্য্য যায় চলি।
ভুবনমোহিনী পাছে তব সন্নিধানে,
নবীনতা বিবর্জ্জিতা হয় এই জ্ঞানে
আমার ব্যাকুল চিত্ত; তাই স্বল্পক্ষণ
রহিবে সুধাংশুমুখি তোমার নয়ন
অন্তরালে; তুমি হেরিবে পুনঃ যখন,
সমাদরে আহ্বানিবে সে অমূল্য ধন।
আরো দেখ হে পাঠক তোমার মোহিনী
পাছে ঈর্ষান্বিতা হন হেরি এ কামিনী;
পাছে ঈর্ষান্বিতা হন এরূপ বর্ণনে,
তা হলে বড় বিপদ যামিনী যাপনে।
তাই বলি হে পাঠক ত্যজি এ মোহিনী,
তোষহে যতনে ধরি তোমার কামিনী।
বল তাঁরে ধরি করে "কোথায় মোহিনী
লাগে তব কাছে প্রিয়ে আনন্দদায়িনি।"

চতুর্থ সর্গ ।

"Power at thee (Freedom) has launch'd
His bolts, and with his lightnings smitten thee;
They could not quench the life thou hast from heaven."

"Thou shoutest to the nations who return
Thy shoutings, while the pale oppressor flies."
W. C. BRYANT.

কোথায় মোহন ? যদি পাঠক সুজন,
জিজ্ঞাসা কর আমায়—কেবা জিজ্ঞাসন
করিবে ? কেবা পাঠক ? কেবা ত্যজি সুধা,
তিক্তময় দ্রব্যে করে পরিতৃপ্ত ক্ষুধা ?
কাব্যহার সুসুরভি জীবনহারিণী,
নব মালিয়ারে যথা আনন্দদারিনী ।
আঘ্রাণ যখনি লও আনন্দ তখনি,
ব্যাপিয়া সে পরিমল রহে এ অবনী ।
হেন কাব্যহারগন্ধ ত্যজি কোন্ চিত,
উত্তমাঙ্গ প্রপীড়ক প্রসূন-গ্রথিত
কাব্যহার-গন্ধে বল প্রফুল্ল হইবে ?
পিকস্বরে ত্যজি কেবা শ্রবণ অর্পিবে
দিবাভীত-স্বরে বল ? সন্তোষিতে প্রাণ,
সান্ত্বনা আছয়ে এক সদা সুধাপান
করে যেই সুধীবর, সময় সময়,
তিক্তরস পানে তার বাসনা উদয়

হয়তো জানি মানসে। কাব্যহার মম
সাধিবে সে কার্য্য যেন তিক্তরস সম।
ভরসা আমার এই—এই আশা-হাল,
সহায় করিয়া সুধি তুফান ভয়াল
সমাজ সিন্ধুর নীরে মম গ্রন্থতরী,
ভগ্ন, ভাসানু সভয়ে, কত শত অরি
আছে সে সিন্ধুর নীরে; দ্বেষ ঝটিকায়,
প্রবল প্রচণ্ড বেগ বহে অনিবার।
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তাহে সতত উত্থিত,
ঈর্ষা রূপে, মমস্কার, নিরীক্ষণে ভীত
মন তাহে গ্রন্থতরী ভগ্ন কতক্ষণ
রহিতে সক্ষম বল? পলকে মগন
হইবে সে তরী খানি, যার কর্ণধার,
দীন আমি জ্ঞানহীন। সে সিন্ধু আকার
করি বিলোকন ধরে হৃদি কম্প ভয়ে,
কত কর্ণধার দক্ষ ভাসান সভয়ে
নিজ নিজ গ্রন্থতরী হন হাস্যাস্পদ।
সে সিন্ধু হইব পার? আমি? কি আপদ
সমাজসিন্ধুর পার আছে বটে মন
সুধী-সুকুমার-কর স্থান সুমোহন।
পঁহুছিতে তথি দক্ষ যদি কেহ হয়,
বিপদান্তে নিরাপদ লভয়ে আশ্রয়।
কুটিল ঈর্ষা কুম্ভীর প্রকাশিয়া বল,
বিপর্য্যস্ত করি তরী করে যে অচল।
যাইব কেমনে তবে, ছিনিব কেমনে
কোন্‌টী সুধী-কর-পদ্ম-স্থান? রতনে

মণ্ডিত অঙ্গার যেনো নয় ভবস্থিত,
বিষধর, বিষ রে পীযূষ আচ্ছাদিত।
কুসুম কোমল সম নিরীক্ষণে জ্ঞান,
পরশনে সম্ভাষণে পাষাণ সমান।
সম্ভাষণে কেহ যেন বোধ সুধাসম
আস্বাদনে ভুজঙ্গম গরল বিষম।
ভাসাইনু গ্রন্থতরী সমাজ সাগরে,
ঈর্ষা-নক্র-করে যদি যায় ইহা তরে।
পড়ে গিয়া যদি ইহা সুধী সন্নিধানে
চরিতার্থ হবো আমি কেবা অপমানে?
কোথায় মোহন? যদি পাঠক সুজন
জিজ্ঞাসা কর আমারে করহ শ্রবণ।
মোহন করিছে বাস জলধির তটে,
প্রকৃতি-মোহন-রূপ তারি হৃদিপটে
তথিকায় মনোসুখে করিছে চিত্রিত,
সপ্তাহ হইল গত কৌতূহল-চিত,
তথাপি নহিল তুষ্ট আশয় তাহার
উদ্দীপ্ত বাসনা-শিখা হেরি বারবার
সাগরের রূপ নিরুপম। এক দিন
অপরাহ্নে মোহন সুধীর করি মন লীন
প্রকৃতি অপূর্ব্ব প্রেমে পুলিনে দাঁড়ায়ে,
নিরখিছে সিন্ধুশোভা উদ্বেগ বিদায়ে।
নির্দ্দয় নিদাঘকাল গ্রীষ্ম এক শেষ,
নড়িছে না তরুপত্র যন্ত্রণা অশেষ।
নিরীক্ষণে তরু-রাজি মনে জ্ঞান হয়,
নিস্তব্ধ রহিছে তারা পেয়ে মহা ভয়।

পবন রহে যেমন শিকারী শ্বাপদ,
তুষ্ণীভূত নিরখিয়া মৃগ প্রীতিপ্রদ।
প্রকৃতি-সুন্দরী-মুখ করি নিরীক্ষণ,
জ্ঞান হয় আছে ধনী উদ্বেগে মগন।
যেন কোন মহা ঘোর বিপদ আগত,
প্রফুল্ল মুখানি তাই বিষণ্ণ এমত।
রঙ কুহেলিকা ঘেরি অখিল ভুবন,
আচ্ছাদিয়া আহা মরি সোণার তপন।
করি বিলোকন রবি হেন জ্ঞান হয়,
গগন প্রাঙ্গণে যেন হীরা রক্তময়
ধূলি অভ্যান্তরে পড়ি, আহা মরি মরি
ভব ভাবিচ্ছিন্ন ভাবি অংশুমালী ধরি
যেন রে মলিন মুখ, বিদরে হৃদয়,
সে মুখানি মনাকাশে হইলে উদয়।
উত্তর পশ্চিমে ঘোর কালিমা বরণ
ঘনাবলী হেন কালে দিলা দরশন।
ক্ষণ সন্দর্শনে মনে যেন জ্ঞান হয়,
ঘন বলি কিন্তু উহা ঘনাবলী নয়।
পবন করি ধারণ কালিমা বরণ,
সুযোগ প্রার্থিছে সেই পড়িবে কখন
তাহার শিকারোপরি ভীরু তরু দল;
দাঁড়ায়ে শঙ্কিত তারা বলির ছাগল।
নিপট লম্পট ঝড় করি নিরীক্ষণ
প্রকৃতি সতীর রূপ, হইয়া মগন
কাম কূপে হয়ে শূন্যজ্ঞান দস্যুমত,
অন্বেষণ করিতেছে কাঁদ অভিমত

হরিবারে প্রকৃতির চারু বিমলতা,
বিষণ্ণ বদনখানি ধরি স্বর্ণলতা.
বিষাদে রহিছে তাই, যেমন কামিনী
পতিব্রতা, পতিরতা, পতি প্রণয়িনী,
লম্পটের পরশনে রহে শঙ্কাতুর,
আতঙ্কে বিহ্বলা ধনী বরণ পাণ্ডুর।
মোহন দাঁড়ায়ে তটে হয়ে শূন্য-মন,
প্রকৃতি মলিন আস্য করি নিরীক্ষণ
চিন্তায় মগন ধীর; ক্রমে ঘনাবলী
আচ্ছাদিল বায়ুকোণ. অচল আবলী
দূর হতে শোভে যথা, বায়ু লুক্কায়িত
তারি পার্শ্বে ব্যাঘ্র যথা রহে গুল্মাবৃত।
ধীরি ধীরি পাদক্ষেপ করিয়া পবন
ঘোরনাদে একবারে প্রদানি লম্ফন
পড়িল পাদপমাথে। ভীরু তরুদল
করি নত-শির যেন ভয়েতে বিহ্বল
ধরিছে পবন পদে জীবনের তরে,
দুর্দ্দান্ত দুঃখিত কোথা হয় রে অন্তরে
দীনদুঃখ ভাবি মনে; হেরি পরদুঃখ
পাষণ্ড-পাষাণ-প্রাণ পায় মহাসুখ।
দস্যুর হৃদয়ে কোথা কারুণ্য উদয়,
উদ্যুক্ত যখন সেই পথিক সভয়
নাশিতে দণ্ড প্রহারে সুবিজন পথে,
পথিক ধরিলে পদে দস্যু মনোরথে
সাধিতে বিরত কোথা ? হলে নতশির,
অমনি ভাঙ্গিবে গ্রীবা ছেদিবে শরীর।

তদ্রূপ শাখীর শির আরম্ভ ভাঙ্গিতে
করিল পবন, মড়্‌মড়ি চারি ভিতে
পড়িছে পাদপপুঞ্জ হয়ে ভগ্নদেহ,
হয়ে ছিন্নমূল হলো ধূলিসাৎ কেহ।
উড়ি গেল কাক শাখা শোভার আকর,
সমস্ত শরীর কাক কাঁপে থর থর।
পর্ণ নিপতন ছলে তরুদল যত,
বিসর্জ্জন করে অশ্রু চক্ষে অবিরত।
প্রসূন ভূষণ ত্যজে কোন তরুবর,
কোন তরু পরিভ্রষ্ট ফল মনোহর।
বায়ুচর বিহঙ্গম বায়ুমুখে পড়ি,
বসুধায় উড়ি পড়ি যায় গড়াগড়ি।
অরে রে বিহগকুল, দেখি দশা তব,
কাঁদিয়া উঠে যে প্রাণ, রঞ্জিতে এ ভব
তোরা যে শোভা আকর, পক্ষ সুচিক্কণ
নিরীক্ষণে না জুড়ায় কাহার নয়ন?
প্রকৃতি সতীর তোরা তুষিবারে প্রাণ,
বেণু বাদ্যকর যেরে, শুনি তোর গান
নহিবে মোহিত কেবা? মানবনিকর,
সংসার জ্বালায় যবে দেহ জরজর
তোর সুমোহন স্বর করিয়া শ্রবণ,
জুড়ায় সন্তপ্ত প্রাণ ওরে পাখিগণ।
আহা মরি মরি এবে ওরে রে বিহঙ্গ,
দুর্দ্দান্ত পবনকরে হয়ে পুচ্ছভঙ্গ
রহিছ ধূলায় পড়ি দুঃখ কহি কারে!
কবির কোমল প্রাণ কাঁদে যে ফুকারে

বর্ণিতে তাঁদের দুঃখ বর্ণিব কেমনে?
আঁখিনীর পুঁছি দেয় এ মম বর্ণনে।
ছুটিছে বারিদকুল গগন প্রাঙ্গণে
আঁধারিয়া এ সংসার জ্ঞান হয় মনে
জলদ তুরঙ্গে শত করি আরোহণ,
পবন ধাইছে রড়ে নাশিতে ভুবন।
নীরদ নির্ঘোষ মিশি পবন হুঙ্কার,
রুদ্ধ করে শ্রুতিপথ শুনে সাধ্য কার।
পড়িছে অশনি বাণ করি ঘোরনাদ,
উত্তুঙ্গ তরুর তাহে বিষম প্রমাদ।
জ্বলিছে শাখীর শির করি ধপ্ ধপ,
লাগিছে গিরির গায় বৃষ্টি সপ্ সপ্।
পড়িছে পর্ণকুটীর শব্দ ধুপ্ ধাপ্,
কাঁদিছে দরিদ্র শিশু করি বাপ্ বাপ্।
ভাঙ্গিছে পাদপ কুল শব্দ মড় মড়ি,
গর্জ্জিছে জলদকুল শব্দ গড় গড়ি।
বহিছে তুমুল ঝড় শব্দ গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ,
লাগিছে বায়ু কোটরে শব্দ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ।
উঠিছে কল্লোলকুল গরজি গম্ভীর,
ভাঙ্গিছে পুলিনে, করি শ্রবণ বধির।
মিশিয়া এ সব শব্দ কি শব্দ উত্থিত,
সে শব্দের দিতে শব্দ মম সাধ্যাতীত।
ঝটিতি ঝটিকা দেখি হলো সমুত্থিত,
মোহন সুধীর সুরেশিলা চিন্তান্বিত
নিকটস্থ গিরিগুহা সচকিত মন,
দাঁড়ায়ে গিরিগহ্বরে। দেখিল মোহন

এই ভয়ঙ্কর ঝড়, কিন্তু শঙ্কাশূন্য,
মোহন মানস কভু নহিবারে ক্ষুণ্ণ।
কাচ-দীপাধারে দীপ-শিখার মতন,
এ ভুবনে হে পাঠক সুধীজন মন।
বহিলে বাহিরে ঝড় মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
চঞ্চল কি হয় দীপ তদ অভ্যন্তর।
সুধীর দেহ লাণ্টানে দীপ-শিখা মন,
সচঞ্চল করিবারে হুতাশ পবন
অক্ষম সম্পূর্ণ জেনো, কেনবা অস্থির
হইবে মোহন-মন পাঠক সুধীর।
জলধি ভীষণ মূর্ত্তি করি বিলোকন,
কহে কথা মন সনে সুধীর মোহন।
"ওহে রত্নাকর তব প্রশান্ত বদন,
"এই যে আছিল কত গম্ভীর দর্শন।
"এই যে তোমায় দেখি মনে হলো জ্ঞান,
"তোমার হৃদয়ে ক্রোধ নাহি পায় স্থান।
"গাম্ভীর্য্য আপনি আসি ছিলা বসি মুখে,
"অটল অচল ভাব ধরিছিলা সুখে।
"সে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত কেন হলো হেন?
"উন্মত্ত মতন এবে সাজিলে হে কেন!
"প্রশান্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট নীর শিষ্ট নয়,
"নেহারি বিশ্বাস কেবা করে অতঃপর?
"অথবা হে পয়োনিধি নাহি দোষ তব,
"চলিতেছে এই ভাবে এ বিশাল ভব।
"ভয়ঙ্কর দৃষ্টি কিবা হেরি কাঁপে প্রাণ,
"উঠিছে হিল্লোল কুল পর্ব্বত সমান।

"একটী একটী ঊর্ম্মি একটী পাহাড়
"লুক্কি করে সিন্ধুতীরে করিছে প্রহার।
"সহস্র সহস্র হেন ঊর্ম্মি ভয়ঙ্কর,
"ভাঙ্গিছে ভীষণ গর্জ্জি বেলার উপর।
"উঃ! উঃ! কি ভীষণ শব্দ তাহে সমুত্থিত
"এ শব্দ সাদৃশ্য দিতে নর সাধ্যাতীত।
"শুনেছে যে জন কূলে কল্লোল-ভঞ্জন
"এ ভাব বুঝিতে দক্ষ শুধু সেই জন।"
নিশীথিনী সমাগত, ক্রমে তমোরাশি,
বিস্তারিল নিজ রাজ্য গাম্ভীর্য্য প্রকাশি।
একে অন্ধকার নিশি তাহে ঘনাবলী
আবরিল পৃথ্বীস্থিত পদার্থ সকলি;
মনে মনে জ্ঞান হলো যেন তমোরাশি
পূরিল নিজ উদরে ত্রিসংসার গ্রাসি।
তাহাতে তুমুল ঝড় বহিছে সঘনে,
মুষলের ধারে তায় বৃষ্টি বরষণে
বহিছে সলিলস্রোত; একাকী মোহন
বসিয়া গিরি-গহ্বরে শঙ্কাশূন্য মন।
হিংস্র জন্তু-বিবর্জ্জিত আছিল সে স্থল,
মোহন-মানস তবে কিহেতু চঞ্চল
হইবে, পাঠকবর্গ! ভূত-প্রেত-ভয়,
বিচলিত করিবারে মোহন-হৃদয়
অক্ষম সম্পূর্ণ জেনো; জ্ঞানালোক যথা
সমুজ্জ্বল করি মন, বিভীষিকা তথা
কি করিতে পারে বল? মোহন সুধীর,
বিজনে পরমসুখী সঙ্গে প্রকৃতির।

প্রকৃতি সতীর রূপ নিরীক্ষণ করি,
দুর্দ্দান্ত পবন ভয়ঙ্কর ভাব ধরি
করিল বহুল চেষ্টা হরিতে সতীর
সতীত্ব ভুষণ, হয়ে জীবনে অস্থির।
যবে দুরাশয় কিছু করিল দর্শন,
পতিব্রতা সুসতীর সতীত্ব ধ্বংসন
অতীব দুরূহ কার্য্য, তাই ক্রোধভরে,
প্রকৃতির চারু শোভা নিল দুষ্ট হ'য়ে।
লণ্ড ভণ্ড করি দিল শোভা অনুপম,
সন্দর্শনে মর্ম্মাকাশে যন্ত্রণা বিষম।
লম্পটের মনোবৃত্তি হলে প্রজ্বলিত,
দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয় মূঢ়চিত্ত।
কোন কামিনীর কাছে হইলে লজ্জিত,
অপর রমণী কাছে বাসনা বাঞ্ছিত
প্রকাশিতে লজ্জাশূন্য। প্রকৃতি সতীর
সঙ্গ-সহবাস-লিপ্সা নিষ্ফলেতে অস্থির
হইলা পবন; নিশীথিনী সমাগত
হেরি, হেনকালে দস্যু যন্ত্রণা-বিগত
হইল মানস তার; আনন্দে অধীর
হইয়া দুর্দ্দান্ত অবশেষে রজনীর
পরশি সে কোমলাঙ্গ হ'ল অচেতন
একে ঘোরা নিশীথিনী তাহে প্রভঞ্জন।
দৈত্যাকার ভীমমূর্ত্তি কে করে বর্ণন?
চিন্তাবেশে স্পন্দহীন হইল দুজন।
স্পন্দহীন তরুদল বিশ্ব স্পন্দহীন,
প্রকৃতি রমণী-মুখ হইল মলিন।

ক্রমে তিরোহিত ঘন, ক্রমে তারাদল
বাহিরিল একে একে; গগনমণ্ডল
ক্রমে হলো সুশোভিত, অর্দ্ধ চন্দ্রোদয়
হলো প্রাচীদিকে আহা, কিবা শোভাময়!
তমোরাশি তিরোহিত, কৌমুদী বিমল,
আবির্ভূত এভুবনে; আবরি সকল
তরু, লতা ভস্মকায়; জ্ঞান হলো মনে
বিশ্বপাতা খিন্নহৃদি দুঃখসন্দর্শনে
প্রকৃতির কালিমা বসন দূর করি,
শুভ্রবাস সতী-অঙ্গে যত্নে করে ধরি
সুখে পরাইলা; কুন্তলে কাঞ্চনফুল
শুকতারা নাম (যাহা হেরি মনাকুল)
যতনে স্থাপিলা, ললাট নভোমণ্ডলে
রত্নসিঁথি তারাকারে, যে জ্যোতি উজ্জ্বলে
গগন প্রাঙ্গণ কিবা, সুখে সাজাইলা।
অন্য অঙ্গ খদ্যোৎ ভূষণে উজ্জ্বাইলা।
যে খদ্যোৎ আভরণ প্রকৃতি রমণী
পবনের পরশনে ত্যজিয়া অমনি
দূর করি দিয়াছিল; জানকী যেমন
রাবণের পরশনে, যতেক ভূষণ
মর্ম্মভেদি মনোদুঃখে ভূমে নিক্ষেপিল।
হেরি নব রূপ ছবি মোহন ভাসিল
অপার আনন্দে, তার হলো চিন্তা দূর,
নির্ঝর পতন শব্দ অতীব মধুর,
শুনি শ্রুতি জুড়াইল; প্রকৃতি সুন্দরী,
প্রিয় পুত্র মোহনেরে, যেন, আহা মরি!

নিযুক্ত করণ ভরে সে মধুর ধ্বনি
করিতে লাগিল সতী, যদিও সে ধনী
নিজ দুঃখে দগ্ধীভূতা, যেমন জননী
আপনি যন্ত্রণা সহি করে, সুত-মণি
লইয়া তোষে তাহারে। মোহন-আঁখিতে
নিদ্রা উপস্থিত হলো দেখিতে দেখিতে।
একটী উপলখণ্ডে রাখি নিজ শির
শয়ন করিল সুখে মোহন সুধীর।
আঁখি গৃহে নিদ্রাদেবী ত্বরা প্রবেশিল
দ্বার রূপ পক্ষ দুটী অমনি মুদিল।
সুনিদ্রা উদ্বেগ-নিশি কোথা বল হয়?
সে রজনী স্বপ্নদেবী মনোরাজ্য লয়
জোরে অধিকার করি; সুধীর মোহন
যেমনি মুদিল আঁখি অমনি স্বপন
নেহারিল ভয়ঙ্কর—মুরতি ভীষণ
নিরখিল এক, তার মুদিত লোচন।
অঙ্গ যেন তালতরুসম দীর্ঘাকার,
মস্তক প্রকাণ্ড জালা অতি কদাকার।
শিরোপরি লম্বমান দীর্ঘ জটাভার,
বটবৃক্ষে শোভে যেন শিকড় শাখার।
গজকর্ণ সম তার শ্রুতির গঠন,
ললাট বিশাল তার ভীষণ-দর্শন।
নাসিকাটী দুই হস্ত হবে পরিসর,
নাসারন্ধ্র দুটী তার কামার গহ্বর।
চক্ষু দুটী গোলাকার যেমন তপন,
কটমটে দুটী মণি ঘূরিছে সঘন।

দন্তগুলা শ্বেতমুলা সম জ্ঞান হয়,
নিরীক্ষণে রক্ত শুষ্ক, কম্পিত হৃদয়।
হস্ত দুটা মোটা মোটা বৃহৎ কদলী,
নাড়ি ভুঁড়ি তুলে তার বদনে কেবলি।
পেট মোটা দীর্ঘাকার বায়ুভরা পাল,
পদ দুটা স্তম্ভপ্রায় অতীব ভয়াল।
ভীষণ দশনে রাখি ভীষণ দশন
কড়মড়ি শব্দে করি সম্বোধি মোহন
কহিল নীরদনাদে—“ওরে রে মোহন,
আজি নিরখিব তোর সাহস কেমন।
চির অবহেলা তুই করিস আমারে,
ভাঙ্গিব দশন এক চাপড় প্রহারে
আজি রে, নির্ব্বোধ, তোরে সাগরসলিলে
ডুবাইব তোর অঙ্গ: মাথা এক কিলে
প্রবেশ করিবে তোর উদর ভিতরে
এমনি মারিব মুষ্টি মস্তক উপরে।”
এত বলি ভীষণ-শরীরী ধরি মুষ্টি,
ধাইল মোহন প্রতি করি মহা রুষ্টি।
নিকট বিপদ দেখি মোহন সুধীর,
বাঁধিলেক পরিকর, পলক আঁখির
না লড়িতে, করি ঘোরদর্প সম্বোধিল,—
“ওরে ভীমকায় তোর ক্রোধ জনমিল
কি কারণ? নিরখিলি কিবা অপরাধ
মোর বল? তাই তোর হইয়াছে সাধ
মম সনে বাদ করা; কারসাজিরে মনে,
তোর ভীম অঙ্গ ভয় দেখাবে মোহনে।

কলেবর ভীমসম দেখি বটে তোর,
কভু না তোহার সনে বিসম্বাদ মোর
সম্ভব হয় রে দুষ্ট ; কিম্বা ভীমকায়,
দেখি তোর দুরাশয় কেন রে আমায়
করিবে শঙ্কিত বল্ ? দেখ্ তৈলপায়ী
যদিও বৃহৎ-কায় হয় ধূলিশায়ী
ক্ষুদ্র কাচকীট কাছে, যায় গুড়ি গুড়ি
যেমন রে মলিম্লুচ যবে যেরি ঘুরি
লয়ে যায় চৌকিদারে : বলি আমি তাই,
তোর ভীমঅঙ্গ দেখি কভু না ডরাই।"
এত বলি মোহন ধাইল তার প্রতি,
লয়ে থর অসি যেন সচকিত-মতি।
মোহনে অগ্রগ দেখি সে ভীষণকায়,
চারি পা পিছন হাটি সম্ভাষিল তায়।
"প্রচুর প্রশংসা তোর, করি রে মোহন,
অতুল সাহস তরে, শোন্ দিয়া মন
তোরে দুটা কথা বলি, বৃত্তান্ত আমার,
অবিহিত চিত্তে শোন্ মম মহিমার
বাক্যাবলী ;—বঙ্গরাজ্যে রাজ্য করি আমি,
অসীম বিভবপূর্ণ বঙ্গভূমি-স্বামী।
এই যে বিশাল রাজ্য, বন, উপবন
নিকুঞ্জ মনোরঞ্জন, আঁখি আকর্ষণ
করে বিলোকন করি, সকলি আমার,
এ বিশাল বঙ্গভূমি মম অধিকার।
বঙ্গবাসিগণ—চিত্ত-সিংহাসনোপরি,
করি আরোহণ আমি নিজ রাজ্য করি

নিষ্কণ্টকে নির্ব্বিবাদে, জেনো হে মোহন,
অধিকার কি প্রকারে করি তব মন,
তে কারণে মম আশা; তোমার সাহস,
করি নিরীক্ষণ মম হৃদয় বিরস
হইয়াছে সাতিশয়, করি ভয় মনে.
তব সম সহস্রটী জন্মে বীর জনে
যদি হে কভু এদেশে, মম রাজ্যভার
ত্যজিয়া পলাতে হবে কি সন্দেহ তার।
বিজনে পেয়েছি তোরে একাকী মোহন
আজি হে নিশ্চয় তোরে বধিব জীবন।"
বলি হেন ভীমকায় বজ্রমুষ্টি ধরি,
হলো অগ্রসর পুনঃ মার মার করি।
শঙ্কিত হবার ছেলে মোহন ত নয়,
সে দুষ্টের কথা শুনি ক্রুদ্ধ অতিশয়
হয়ে, মোহন বলী ধাইল তখনি,
গরজি সঘন যেন ভেক-হারা ফণি।
করিল প্রহার লয়ে খর অসি করে,
বিফল প্রহার যথা ছায়ার উপরে।
করিল আঘাত যেই, কোথা ভীম অঙ্গ,
ভীম অঙ্গ অঙ্গশূন্য যেমন অনঙ্গ।
প্রহার করিল অসি যেমন মোহন,
নিদ্রা পলাইল ত্যজি মোহনলোচন।
কোথা সেই ভীমকায় যুদ্ধ আড়ম্বর,
মোহনের মাথা এক শিলার উপর।
হে পাঠক সহৃদয়! কেবা ভীমকায়,
জানিবারে কুতূহল যন্ত্রণা তোমায়

দিতেছে কত্রই বুঝি ; শুন দিয়া মন,
ভীষণ-শরীরী এই হয় কোন্ জন।
আশঙ্কা ইহাঁর নাম হে পাঠক জন,
শত শত মানবের কষ্টের কারণ।
মানবের যত কষ্ট এই দুষ্ট মূল
অন্ধকারে নিজ শব্দে আতঙ্কে ব্যাকুল।
আশঙ্কায় বশীভূত হয়ে কত নরে,
ছায়া দেখি মনে মনে ভূত জ্ঞান করে।
কেহ বা শঙ্কায় ডরি বিদেশ গমন
মনে করে ঠিক যেন কুটিল শমন।
কেহ আশঙ্কার করে হইয়া পতন
শমন ভবন ভাবে পোত-আরোহণ।
ইহাতে উন্নতি-পথ কত রুদ্ধ হয়,
কে তাহা বর্ণিতে পারে বল সুধীচয়।
'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' সুধামাখা কথা,
মর্ম্ম জ্ঞান হয় কার শঙ্কা রহে যথা ;
সাহসী মানবগণ এক বার মরে,
লক্ষ বার মরে জেনো যত ভীরু নরে।
আশঙ্কাই এ কষ্টের মূলীভূত হেতু,
আশঙ্কাই সুধু ভাঙে উন্নতির সেতু।
আশঙ্কাই মানবের মরণ সমান,
আশঙ্কা জীয়ন্তে মৃত্যু মনে করি জ্ঞান।
উঠ উঠ বঙ্গজন ধর বিদ্যা-অসি,
হান হান আশঙ্কার শিরোদেশে কসি।
উঠ বঙ্গজন কর নেত্র-উন্মীলন,
চাহি দেখ তব দশা খুলিয়া লোচন।

হয়ে আছে অশঙ্কার সদা পদানত,
কাহারে বা কবে। আমি মনোদুঃখ যত।
কত দেশে কত জাতি ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জিছে
জয়কেতু যশ-ভরে সমীরে উড়িছে।
দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বল—জ্ঞানরবি করে,
উঠি জয়ধ্বনি সদা প্রতিধ্বনি করে।
হেথায় মোহন যেই মেলিল লোচন
নিরখিল কিবা দূরে নর একজন
সঞ্চারিণী দীপ করে আসিছে সম্মুখে,
পশিল গিরিগহ্বরে সে দীপ-মুখে।
একে জনশূন্য স্থান তাহে তমস্বিনী,
ভীষণ ঝটিকা অঙ্গে পশিছে মেদিনী।
তাহে ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিয়া অন্তরে,
মোহনে জাগ্রত করি ফেলিল সত্বরে।
নিদ্রাভঙ্গে দীপ-আলো করি নিরীক্ষণ,
ভীষণ-শরীরী মায়া ভাবিল মোহন।
মোহন চিন্তিল মনে বুঝি ভীমকায়,
মায়া ধরি আলোকরে আসিছে তথায়।
কুসংস্কারশূন্য হয় যে জনার মন
তাঁর হৃদে হেন ভাব রহে কতক্ষণ?
পরক্ষণে চিন্তিলেক মোহন সুধীর,
পাইয়া সুযোগ দস্যু এ নিশি গভীর,
হরিয়া কাহার ধন আসিছে গহ্বরে,
লুকাতে লুণ্ঠিত বস্তু সভয় অন্তরে।
আলো অগ্রসর ক্রমে, মোহন তখন
বাঁধি পরিকর করে করিল ধারণ

নিজ যষ্টি, নির্ভয় অন্তরে সচকিতে
সে আলোক উপস্থিত দেখিতে দেখিতে।
নহে উহা ভীমকায়, দস্যু উহা নয়,
নিরখিয়া দুইজনে উভয়ে উভয়,
হলো উল্লাসিত মন, পাঠক এখন,
জিজ্ঞাসিতে পার উহা হয় কোন্ জন।
ভৃত্য রামধন এই প্রভুপরায়ণ,
নিজ প্রভু অন্বেষিছে সে নিশি ভীষণ।
বাত্যাসমুত্থিত ভৃশ করি বিলোকন,
নিজ প্রভু জন্য হয়ে আকুলিত মন
করিল বহুল চেষ্টা পর্ব্বতে আসিতে,
নাহি দিল মহাঝড় সে আশা পুরিতে।
বৃক্ষের বৃহৎ শাখা ভাঙ্গি পড়ি করে,
ভাঙ্গিল তাহার বাহু বাথিলা অন্তরে।
কাজে কাজে প্রত্যাগত হইয়া বাসায়,
নিজ প্রভু জন্য যেন ছিলা মৃতপ্রায়।
গভীর রজনীকালে যে বাত্যা থামিল,
প্রভুপরায়ণ ভৃত্য অমনি উঠিল!
আলোক লইয়া করে ভাঙ্গি তরু ভয়,
কষ্টে সৃষ্টে পঁহুছিল ঘোর দুঃখে মগ্ন।
ভৃত্য হেরি নিজ প্রভু, প্রভু ভৃত্যে হেরি,
উথলিয়া উঠিল রে সুখসাগরেরি
সুন্দরীর সে দৌহার; সে নিশি গভীর,
যাপন করিল দোঁহে হৃদি করি স্থির
কথোপকথনে নানা, ক্রমে নিশা শেষ,
রামধন মোহনের দূর হলো ক্লেশ।

হে পাঠক সহৃদয় কর বিলোকন
নারী এক করিবেক হৃদি আকর্ষণ।
পবনসঙ্গমে ছিলা রজনী গর্ভিনী,
প্রসব করিল কন্যা নয়নহারিণী।
নবরাগে সুরঞ্জিত বটে কিসলয়,
নবরাগযুক্ত আধ ফুল্ল কুবলয়।
নবরাগে সুরঞ্জিত নবদূর্ব্বাচয়,
মধুমাস সমাগমে নবরাগময়।
তরুণ যৌবনা নারী পূর্ণ নবরাগে,
নবরাগ বিরাজিত নব ধান্য আগে।
নবরাগময় কিন্তু এ নারী যেমন,
নয়নে ত নিরীক্ষণ না করি তেমন।
নাম এর উষাসতী সহৃদয় জন,
নহে ইহা সেই উষা নিত্য বিলোকন
করহ যাহারে কিন্তু, যদিও সে ধনী,
নবরাগময় হের দেখহ যখনি।
জেনো ইহা সেই উষা জন্ম যে নারীর,
প্রবল ঝটিকাবীর্য্যে গর্ভে রজনীর।
তমোময় নিশীথিনী তাহে প্রভঞ্জন,
মিলনে কম্পিত ধরা ত্রস্ত জীবগণ।
নির্ম্মল গগন পরে চারু সুশোভন,
নিশান্তে উদিত উষা নয়নরঞ্জন।
বল দেখি সহৃদয় এ উষা কেমন?
এ হেন মনোহারিণী রমণীরতন
নবরাগে পূর্ণ ভবে দেখেছ কখন?
উদয় হইবে উষাসতী কতক্ষণ,

নাহি করে কোন জন্তু বল অপেক্ষণ।
করে প্রতিক্ষণ জীবে হেন প্রতীক্ষণ।
আলো করি প্রাচীদিক্ এলো উষাসতী,
আলোকে উজ্জ্বল ধরা জীবে ফুল্ল মতি।
কিবা কমনীয় কান্তি কহি কহিস্থুর,
লজ্জায় না বাহিরায় সেই সে চতুর
বঙ্গরাজী কর হতে থাকে লুকায়িত,
পাছে উষাসতী রূপে হয় গো লাঞ্ছিত।
করি বিলোকন জীবে উষা আগমন
হইল তখনি তারা প্রমোদে মগন।
শাখী'পরে পাখীগণ পশি হৃষমন,
উষাসতী আগমন করিছে ঘোষণ।
আহা কি মধুর স্বর শ্রবণরঞ্জন,
শ্রবণে না করে তৃপ্ত বল কার মন!
বাত্যাবৃষ্টি ভয়ে করি যামিনী যাপন,
পশি শাখী'পরে মধু বর্ষিছে এখন।
কোন বিহঙ্গম বসি শাখার উপরে,
চঞ্চু দিয়া পুচ্ছগুচ্ছ পরিষ্কার করে।
বৃষ্টিবরষণে ছিলা সিক্ত পুচ্ছদল,
নিযুক্ত বিযুক্ত তরে সে বৃষ্টির জল
সুখে ধরি পুচ্ছগুচ্ছ রবির কিরণে,
শুকাইছে পুচ্ছগুলি প্রফুল্লিত মনে।
মঞ্জুল নিকুঞ্জ বন প্রভঞ্জন বলে,
ছিন্নভিন্ন হইয়া গো লোচনযুগলে,
অব্যক্ত অপরিমিত দিতেছে যন্ত্রণা:
করি কলরব পাখী করিছে মন্ত্রণা

শাখায় পশিয়া যেন ভগ্নবাস তরে,
করিবে নির্ম্মাণ পুনঃ সে নীড় কি করে।
ক্রমে দিনমণি প্রাচীদিকে সমুদিল,
নর-সুখ-সিন্ধু-নীর উথলি উঠিল।
প্রভঞ্জন পরাক্রমে মনঃপদ্ম যার,
ছিলা আকুঞ্চিত হয়ে প্রভাকর তার
সংকোচ সঙ্কীর্ণ দল দিলা ফুটাইয়া,
নরসমূহের হলো বিস্ফুরিত হিয়া।
জনরবে জনস্থান হইল পূরিত,
নিলয় লইয়া সবে হলো ব্যাকুলিত।
দুঃখীজন দুঃখমন ভগ্ন গৃহোপরি,
দাঁড়ায়ে দেখিছে তার গৃহখানি মরি।
একখানি ঘর সবে প্রভঞ্জন বলে,
উৎপাটিত হয়ে পড়ি রহে ভূমিতলে।
দাঁড়াবার নাহি স্থল ছেলেগুলি তার
জননীর গলা ধরি করে হাহাকার।
কোন স্থানে কোন জন ভগ্ন গৃহ তার
উদ্যুক্ত করিতে গৃহ পুনঃ সংস্কার।
বর্ত্ম সংস্কার তরে কেহ কাটে শাখী,
সারি সারি রহে পড়ি নাহি পথ রাখি।
জননী কাঁদিছে কোথা পুত্ররত্ন তরে,
আসেনি বলিয়া সে গো সে যামিনী ঘরে।
শিরে হানি কর কারু কাঁদিছে জননী,
তরীমধ্যে বঞ্চিত হইয়া সুতমণি।
বামেতরে কপোল রাখিয়া কোন ধনী,
অতীব চিন্তিত চিত্ত সত্রপা তরণী

মগন যন্ত্রণার নীরে হইয়াছে বলি,
নাহি অন্য কথা মুখে ভাবিছে কেবলি।
মোহন ও রামধন আসি উপস্থিত,
হইল বাসায় দোঁহে মন চমকিত।
বাসা-গৃহ উৎপাটিত আছে ধরাতল,
গৃহোপরি পড়িয়াছে পাদপ সকল।
কিছুদিন সে প্রদেশ করিয়া ভ্রমণ,
অন্য দেশ ভ্রমিবারে উৎসুক মোহন।

পঞ্চম সর্গ।

" The gush of joy, the balm of wo,
The soul o' life, the heaven below,
Is rapture giving woman."
Burns

সৌম্যমূর্ত্তি নর কোথা? যাহার নয়নে,
পড়িছিল মনোরমা মোহিনী দুজনে।
হে পাঠক সহৃদয় ভবদীয় মন
কোমল কমল সম, না জানি কেমন
করি তব সন্নিধানে সে কথা কহিব,
কেমনে বা তার দশা লিখিয়া বর্ণিব।
প্রকৃতি বিচিত্র শোভা গোধূলি সময়,
নিরীক্ষণ তরে হয়ে উৎসুক-হৃদয়
গমন করিতেছিল তটে সরসীর,
সেই সৌম্যমূর্ত্তি নর প্রফুল্ল শরীর।
স্বভাবের শোভা দেখা দূরে গেল তার,
মোহিনী দামিনী হেরি সংসার আঁধার।
মোহিনী সৌন্দর্য্য ঊর্ম্মি সে সুন্দর নরে
লইয়া ফেলিল এক অন্ধকার ঘরে।
স্তিমিত নয়নমণি শূন্যজ্ঞানপ্রায়,
অন্তর বিলীন তার মোহিনী চিন্তায়।
বহুক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য পড়িয়া শয্যায়,
আছিল সেজন জেনো যেন মৃতপ্রায়।
বহুক্ষণ পরে জ্ঞান হইল উদয়,
কহে কথা মন সনে ব্যাকুল হৃদয়।

" কোথা আমি ? কি আপদ ! হেথা কে আনিল,
"কোন্ নরাধমে মোরে মেধনে বন্ধিল।
" আহা কি অপুর্ব্বরূপ কি কান্তি মধুর,
" সন্দর্শনে সে সৌন্দর্য্য হৃদিগ্লানি দূর।
" বরণ চম্পক পুষ্প বরণ জিনিয়া
" আহা কি মাধুর্য্য মরি মনোমোহনিয়া।
" বরণ উজ্জ্বল গৌর, সুগাঢ় কজ্জল,
" জিনিয়া বরণ শোভে শিরোরুহদল।
" কাল চিকণিয়া চুল গউর বরণে,
" অলিশ্রেণী শোভে যেন শ্বেত পদ্মাসনে।
" কি চারু যুগল ভুরু কাল চিকণিয়া,
" শোভাস্পদ হয়ে রহে শ্রুতি পরশিয়া।
" কি সুন্দর আঁখি দুটী তার নীচে শোভে,
" ভব অন্বেষণ মিছা সে তুলনা লোভে।
" চাউনিটী কি সুন্দর, চাহিল যখন,
" মম অঙ্গে হলো যেন সুধা বরিষণ।
" বহু রমণীর দৃষ্টি দেখিয়াছি আমি,
" এমনটী তো কারু নাহি হয় হৃদি-গামী।
" কালিমা চিকণ মণি করে চল চল,
" ইচ্ছা হয় সদা হেরি সে তারা যুগল।
" আঁখি দুটী শ্বেতসিন্ধু মণি সে হিল্লোল,
" সে তরঙ্গোপরি পড়ি লাগে গণ্ডগোল।
" সুচারু অধরখানি সুপক্ক বিম্বিকা,
" জযুগ শোভিছে সহ সুন্দর নাসিকা।
" ক্ষণ সন্দর্শনে মনে যেন জ্ঞান হয়,
" অধর-বিম্বিকা লোভে প্রফুল্ল হৃদয়,

" পশিতেছে যেন তায় সুচারু বিহঙ্গ ;
" ভ্রূযুগ বিস্তৃত পাখা নাসা তার অঙ্গ।
" নাসিকাগ্রভাগ চঞ্চু নাসারন্ধ্র আঁখি,
" তাই নাসা নিরখিয়া মনে গণি পাখী।
" একান্ত বাসনা মনে হয়ে বায়ুচর,
" সুখে ভুঞ্জি গিয়া তার বিম্বিকা অধর।
" কিম্বা হয়ে সমীরণ মিশি সমীরণে,
" সার্থক করি জীবন সে মুখচুম্বনে।
" কিম্বা স্বর্ণকার কাছে করিয়া গমন,
" হইগে আনন্দে ওর অঙ্গ-আভরণ।
" অয়ে রে রতন হার ! কি কপাল তোর.
" আছিস্ রে হৃদয়ে শুয়ে হয়ে সুখে ভোর।
" ওরে রে কাঞ্চি চিকণ কি প্রমোদ তোর,
" দেখি সুখ তোর হৃদি জ্বলে উঠে মোর।
" ওরে রে নূপুর সুখী রুণু রুণু স্বরে,
" ঘোষণা করিছ সুখ প্রফুল্ল অন্তরে ?
" কণ্ঠহার, কাঞ্চি, আর নূপুর ভূষণ,
" সমধিক সুখী তোরা বল্ কোন জন ?"
কণ্ঠহার দর্প করি কহিছে তখন,
" এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর বল কি কারণ ?
হৃদয়ের রাজা হয়ে আছি হৃদি'পরি,
কামিনী কমলকলি কমনীয় করি।"
কাঞ্চি কয় " এত নয় কর অহঙ্কার,
হের দেখ মম শোভা কিবা চমৎকার।"
নূপুর মিঠাল বাজি কহিছে তখন,
" কে শোনেরে তোর মূঢ় গর্ব্বিত বচন।

হেরিলে হঠাৎ চক্ষে সুখী জ্ঞান করে,
বটে কণ্ঠহার কাঞ্চি অরসিক নারে।
যে কামিনী পদপার্শ্বে নাহি দেয় স্থান,
বিষকুম্ভ পয়মুখ হৃদি, পাছা জ্ঞান।”
ওরে রে নূপুর তোর কথা রাখি শিরে,
তোরি সহচর কর থাকি পদে ঘিরে।
কি কহিতে কিবা কহি হইনু পাগল,
কবে রে দেখিব পুনঃ মন তারে বল।
এহেন রমণীরত্ন সংযোগে জীবন,
জীবন বলিয়া গণি বিয়োগে মরণ।
বাঁচি যদি এক দিন সম্ভোগি ইহারে,
ভুঞ্জিব সুসার সুখ অসার সংসারে।”
নিদ্রা নাহি হলো তার চিন্তিয়া কামিনী,
ছট্ ফট্ শয্যোপরি সারা নিশিথিনী।
নিদ্রা লভিবার তরে মুদিলে নয়ন,
মোহিনীর প্রতিকৃতি করে নিরীক্ষণ।
ধন্য রে অনঙ্গ তোরে শত ধন্যবাদ,
তোর তরে এ ভুবনে যত পরমাদ।
যত সে অনিষ্টপাত হয় এ ভুবনে,
অধিকাংশ তোরি তরে গণি মনে মনে।
তোর ফুলবাণ্ যারে করেছে প্রহার,
তাহার প্রবোধ কিরে কভু আছে আর
কত কুলকামিনীর কর সর্ব্বনাশ,
কত যুবকের গলে দেহ প্রেমফাঁস।
কত পুরুষেরে কর বাতুল সমান,
কত বৃদ্ধ তব করে নাহি পায় ত্রাণ।

পাপ পিশাচের যে রে এত পরাক্রম,
তুই তার মূল শুধু নাহি তার ভ্রম।
কি মানী কি জ্ঞানী সে হউক না যে জন,
তোর করে কভু কার নাহিক মোচন।
কেবা এ সুন্দর নর! কোথা বা নিবাস?
জানিবার তরে সুধী অবশ্য প্রয়াস
হইয়াছে তব মনে? তব কুতূহল
তৃপ্ত করা মম বাঞ্ছা জানহ কেবল।
বাস এর শূন্যপুর নামটী জীবন,
গণনীয় ব্যক্তি ইনি অর্থ অগণন।
চিন্তাপুর পল্লিগ্রাম নিরীক্ষণ তরে,
রহিছেন বাস করি সে পল্লীভিতরে।
এমন সময় কাল হইল মোহিনী
সুখ-সরোবর তার শুকালো ভামিনী।
পরদিন প্রত্যূষেতে করি গাত্রোত্থান,
জীবন আপন সঙ্গী করিল আহ্বান।
বসন্ত নামেতে তার প্রিয় সহচর,
আহ্বানিবা মাত্র এলো প্রভুর গোচর।
কহিল জীবন তায় "শুন হে বসন্ত,
"গত সন্ধ্যাকাল হতে মম প্রাণ অন্ত।
"কহিতে পার কি সখা কোন্ সে কামিনী,
"নিরখিনু সরোবরে জিনি সৌদামিনী।
"তাঁহার রূপমাধুরী করি নিরীক্ষণ,
"বাঁচিতে বাসনা নাই বিহনে মিলন।
"উহার সংযোগ যদি কর সংঘটন,
"রাখিব তবেতো এই তাপিত জীবন।

"নতুবা নিশ্চয় নষ্ট করিব জীবন,
"নাহিক সন্দেহ তায় শুন হে বচন।"
বসন্ত প্রভুর কথা শুনি শিহরিল,
জীবনে মৃদুবচনে কহিতে লাগিল।
"ঠেকিলাম ঘোর দায় বাবু মহাশয়,
"নারিনু পুরিতে আশা বুঝি মহোদয়।
"বহুল বড়র-বধূ সঙ্গ সংঘটন,
"করিয়া দিয়াছি তব করহ স্মরণ।
"যে কামিনী কথা এবে কহিছ আমায়,
"তার সঙ্গ সংঘটন অতি বড় দায়।
"পতিব্রতা সতী সেই পতিপরায়ণা
"একান্ত শুদ্ধচারিণী সেই সুলোচনা।
"পতিজ্ঞান পতিধ্যান পতি সে জীবন,
"পতি ভিন্ন পর নর না করে দর্শন।
"পতি গতি, পতি মুক্তি, পতিই ভূপতি
"মনোরাজ্যের মনে করে সেই সে যুবতী।
"পতি কথা নাহি যথা তথা নাহি রয়,
"পতিকথা শুনি ধনী প্রফুল্ল হৃদয়।
"পতিকথা হয় যথা শ্রবণে অস্থির,
"পতিভিন্ন পরকথা শ্রবণে বধির।"
পতি পতি পুনঃ পুনঃ করিয়া শ্রবণ,
জীবন বসন্তে কহে সক্রুদ্ধ বচন।
"পতি পতি করি যে হে হইলে পাগল,
"পতিব্রতা সতী কেবা আছে ভূমণ্ডল?
"নারীজাতি পাতিব্রত্য গুণে বিভূষিত,
"শ্রবণে আসয়ে হাসি জেনো যথোচিত।

"শিশু বলি গণি তারে এমন যে কয়,
"নারীর অন্তর সে যে জানে না নিশ্চয়।
"সতী বলি করে ভান রমণীমণ্ডল,
"মুখে হাস্য-সুধা সদা অন্তরে গরল।
"যে যুবতী নিজ পতি ভালবাসে বড়,
"তাহার হৃদয় জেনো শঠতায় দড়।
"নারীর অন্তর যদি হতো দেখাবার,
"হৃদয়-দর্পণে তার শত বঁধুযার
"দেখাতাম প্রতিকৃতি জানহ নিশ্চয়,
"দাহ্যগুণশূন্য কি হে বহ্নি কভু হয়।
"ভূমিখণ্ড দেখি নবতৃণ-আচ্ছাদিত,
"গাভীদল ধায় যথা মন প্রফুল্লিত
"ভুঞ্জিবারে সে সুখাদ্য; রমণীমণ্ডল,
"পুরুষ নিরখি হয় তেমনি চঞ্চল।
"সে যুবতী পতিব্রতা কিম্বা পররতা,
"জিজ্ঞাসিনে ওহে সখা শুনহে বারতা।
"সে রমণী কাহার কামিনী মোরে বল,
"অসতী কি সতী সে যে সুস্পষ্ট সকল
"বাহির হইবে পরে, জানহ নিশ্চয়,
"অর্থের অসাধ্য কার্য্য কিবা সংসারময়।"
নিপুণ গায়কে দিয়া তাল বাদ্যকর
যায় যথা তেমনি রে ধনী-সহচর
ধনী-বাক্য পিছুগামী কিম্বা জেনো যথা
প্রতিধ্বনি ঘোরধ্বনি কাছে কহে পিছে কথা।
তেমনি বসন্ত প্রভু-বাক্যে দিয়া সায়,
কহিল মৃদু বচনে সম্ভাষিয়া তায়।

"কহিনু বাবুগো যাহা কিছু মিছা নয়,
"এ বিষয়ে দৃঢ় মোর আছয়ে প্রত্যয়।
"তবে যে কহিনু তায় পতিব্রতা নারী
"বুঝিবার ভ্রম বুঝি হইবে আমারি।
"এই গ্রামে মম বন্ধু আছে একজন,
"সে কামিনী-গুণকথা তাহার সদন
"শ্রবণ করিয়া কহি পতিব্রতা তায়,
"আমি কব পতিব্রতা এমন আমায়
"নির্ব্বোধ না ভাব মনে বাবু মহাশয়,
"দারু গুণশূন্য কি সে বহ্নি কভু হয়।
"মোহন নামেতে এক যুবক সুজন,
"তাহার রমণী এই ইন্দুনিভানন।
"হলধর বাড়ুর্য্যের হয় পুত্রবধূ
"শ্রবণ তৃপ্ত শ্রবণে যার বাক্যমধু।
"উত্তম সজ্জতিশয় হয় এই জন,
"ধার্ম্মিক সুবিজ্ঞ অতি প্রিয়দরশন।
"একটী সন্তান সবে মোহন তাহার,
"সুশীল বিদ্বান বলি সর্ব্বত্র প্রচার।
"জগতের প্রতি দ্বেষ করিয়া প্রকাশ,
"বিদেশে ভ্রমণ তরে গিয়াছে প্রবাস।"
মোহন বিদেশে আছে করিয়া শ্রবণ,
জীবন-জীবন হলো প্রমোদে মগন।
বসন্তে কহিল পরে বাক্য সুমধুর,
মুখমিষ্ট বড় তার হয়ত্বে চতুর।
"মোহন রমণী এই হয় সুলোচনা?
"মনোমত স্বামী বটে পেয়েছে ললনা।

"মোহনের সহ মম আছে পরিচয়,
"বুদ্ধিজীবী বটে সেই সুবালক হয়।
"কিন্তু হায় পরিহরি এমন রমণী,
"প্রাণ ধরি প্রবাসেতে আছে সে কেমনি।
"লেখা পড়া শিখি বুঝি হয়েছে বাতুল,
"ত্যজিতে রহিলে পারে সে ধন অতুল।
"কিম্বা বুঝি মম সুসৌভাগ্যে সেই জন,
"ত্যজিয়া গিয়াছে হেন রমণী-রতন।
"তাহার অবর্ত্তমানে পূর্ণ মনোরথ
"করিব নিশ্চয় আমি দেখ হেন পথ।
"না হইতে পারে ভ্রষ্টা মোহন-কামিনী,
"অর্থের অসাধ্য কার্য্য কি আছে মেদিনী।"
কবি কয় অর্থে হয় সকলি তোমার,
সামর্থ্য না হয় অর্থ ধর্ম্ম-অবতার
যথার্থ-সতীর স্থিতে সতীত্ব-ভূষণ,
সতীর সতীত্ব হরে কে [illegible] এমন ?
মস্তক উপরস্থিত ভুজঙ্গিনী মণি
জীবন থাকিতে তার কে আছে ধরণী
হরিতে সক্ষম বল ? জেনো হে তেমনি,
হরিতে দুরূহ অতি সাবিত্রী রমণী।
জীবন-বচন শুনি বসন্তকুমার,
সম্ভাষি কহিল তায় বাক্য সুধাধার।
"পতিব্রতা সতী যদি হয় এই নারী,
"তবেতো তাহারে নষ্ট করিবারে নারি।
"সতীর সতীত্ব যদি হরা যায় ছলে,
"সতীর সতীত্ব যদি হরা যায় বলে;

" জগদীশ-সন্নিধানে হবে অপরাধ,
" যমদণ্ডে যমদূত মিটাইবা সাধ,
" প্রহার করিবে কষি নিরয় মাঝারে,
" সতীরে করিতে ভ্রষ্টা না কহ আমারে।"
হাস্য-ঝড়ে বাক্যতৃণে দিয়া উড়াইয়া,
জীবন বসন্তে কহে তবে সম্ভাষিয়া।
" তোমায় সুবুদ্ধিমান বলি ছিল জ্ঞান,
" শিশুসম কথা শুনি এবে তবস্থান।
" কে কহিল তব স্থানে নিরয়-সম্ভোগে
" সতীর সতীত্বহারী জীবনবিয়োগে।
" জ্ঞান হয় পুরাণেতে করেছ শ্রবণ,
" বুদ্ধিভ্রষ্ট করিবারে কি আছে এমন ?
" পুরাণপ্রসঙ্গ-কালে প্রত্যয় যে করে,
" বুদ্ধিস্থানে ডিম্ব সম চিহ্ন সেই ধরে।
" অল্পবুদ্ধি-জীবীদের ভুলাবার তরে,
" পুরাণলেখক ফাঁদ এদেশ ভিতরে
" পাতিয়াছে জেনো মনে, ক্ষুদ্রবুদ্ধি পাখী
" পড়ে গিয়া হেন ফাঁদে আস্থা মনে রাখি।
" হইলে এদেহ ধ্বংস কোথা আত্মা রয় ?
" দেহধ্বংসে আত্মাস্থিতি শিশুবুদ্ধি কয়।
" বড় বড় চিন্তাশীল সুবিজ্ঞ পণ্ডিত,
" ঈশ্বরস্থিতি বিষয়ে সুসন্দিগ্ধচিত।
" যাহার আছয়ে দৃঢ় ঈশ্বরে বিশ্বাস,
" যাহার বিশ্বাস আছে স্বর্গস্থলে বাস;
" তাহারা সতত লিপ্ত ঈশ্বর-চিন্তায়,
" ঐহিক সুখের তরে যত্ন নাহি পায়।

" বড় কার্য্য অনুষ্ঠান হেন লোক কাছে,
" আশা করা সম আর মূর্খতা কি আছে?
" অবনীমণ্ডলস্থিত যদি সর্ব্ব নর;
" ঈশ্বরধেয়ানে লিপ্ত করিত অন্তর
" কোথা পাইতাম ভবে সব জনস্থান,
" মজার সংসার হতো অরণ্য সমান।
" অধিক বসন্ত আর কি কব তোমারে,
" জগদীশ পরকাল কথা সে আমারে
" শিশুসম কথা জ্ঞান হয় জেনো মনে,
" ঈশ্বর থাকিলে কষ্ট কভু এ ভুবনে
" নহিত সৃজন শুন, জনক কখন
" পুত্রেরে পীড়িতে এত কৌশল স্থাপন
" করিতে পারে হে সখা? যেই দয়াময়,
" সে কি হে কখন দক্ষ জননী-হৃদয়-
" স্থিত পুত্রবরে নিতে? যেই দয়াময়,
" তার হেন কার্য্য কভু সম্ভব না হয়।
" দয়াময় নাহি পারে অন্ধ সৃজিবারে,
" দয়াময় জন কি হে পঙ্গু করে কারে?
" অতএব কহি শুন বচন সুসার,
" ঈশ্বরে বিশ্বাস করে অল্প বুদ্ধি যার।
" জীবনে যদিন জীবে ওহে বুদ্ধিহীন,
" মজার সংসারে মজা লুঠ সে কদিন।
" যে কার্য্য সাধিলে সুখ হৃদয়ে উদয়,
" সে কার্য্য করহ সখা নির্ভয়-হৃদয়।
" যে কার্য্য সাধিলে সুখ সে করমে পাপ?
" এমন যে কয় তার সহিত আলাপ"

জীবনের কথা শুনি বসন্তকুমার,
অপ্রস্তুত হয়ে কহে বচন সুধার।
"আজি কেন শুনি বাবু তব অন্যমত,
"জগদীশে সম্বোধন করহ সতত।
"পুরাণপ্রসঙ্গ হলে উঠে ভাব-রস,
"সে প্রসঙ্গে আজি কেন এমত বিরস।
"কত ভক্তি অনুরাগ প্রকাশ পুজায়,
"সে কার্য্যে বিরাগ আজি শোভা নাহি পায়।
জীবন তখন কহে মৃদু মৃদু হাসি,
নষ্টামির-রেখা তায় প্রকাশিছে আসি।
"শুনহে বসন্ত কহি সুসার বচন,
"খোকা ভুলাবার ফাঁদ ঈশ্বরে পূজন।
"ঈশ্বরে যদি না পূজি যত মূর্খদল,
"মোর অপযশ পুরি পূরিবে ভূতল।
"রহিতে সংসারে হবে মূর্খদল লয়ে,
"তাই হে বসন্ত রহি সভয়ে সভয়ে।
"করিবে তাহারা ভয় ঈশ্বরে নিতান্ত,
"করিবে অভক্তি মোরে ভাবি বুদ্ধিভ্রান্ত।
"তুষিতে তাদের মন পূজি হে ঈশ্বরে,
"ঈশ্বরে ভাবিনা কভু এ মম অন্তরে।
"ঈশ্বরে করুক্ ভয় সকল মানব
"মজালুঠি মোরা এস সিদ্ধ করি সব
"মানসবাসনা সুখে না ডরি ঈশ্বরে,
"ঈশ্বরের ভয়ে কুণ্ঠ নহিব অন্তরে।
"মুদিত করিয়া আঁখি যবে বসি ধ্যানে,
"ভাবি শুধু রমণীর সুচারু বয়ানে।

"করযোড় করি যবে প্রণমি ঈশ্বরে,
"বামারে প্রণাম করি জানিহ অন্তরে।
"বামাজাতি পুরুষের ঈশ্বর সমান,
"ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, লভি নারী স্থান।
"যা কিছু সুখসামগ্রী আছে এভুবনে,
"সেটী সে রমণী-রত্ন শুনহ শ্রবণে।
"বসন্ত হে তুমি অতি বিশ্বাসী আমার,
"বন্ধুভাব অন্যে জ্ঞান নাহি মম আর।
"গূঢ় কথা তাই হে তোমায় বলি আমি,
"হয় না এসব কথা যেন অন্যগামী।
"এরমণী সঙ্গ যাতে হয় সম্মিলন,
"উপায় ভাব বসন্ত তাহার এখন।"
শ্রবণে এ সব কথা বসন্ত বিস্মিত,
জীবনে কহে তখন বদন লম্বিত।
"ওগো বাবু মহোদয় আপনি পণ্ডিত,
"তর্ক করা তব সনে না হয় উচিত।
"কালেজে বহুল শাস্ত্র করি অধ্যয়ন,
"সার্থক করেছ বাবু আপন জীবন।
"যা কহে পণ্ডিত জনে মূর্খের তা নীতি,
"মূর্খে অনুরূপ করে পণ্ডিত সুরীতি।
"আপনার কথা বাবু রাখি শিরোপরি,
"তব সঙ্গে তর্ক করি কিবা বুদ্ধি ধরি!
"না থাকিলে মম পূর্ব্বে পরকালভয়,
"সৌদামিনী সমনারী সনে মহোদয়
"দিতাম মিলন করি কত যে কেমনে
"কহিব এখন তাহা নাহি আসে মনে।

"যা হবার হইয়াছে চারা নাহি তার,
"হৃদয় নির্ভয় এবে হইল আমার।
"যে আজ্ঞা করিবে বাবু করিব সম্পন্ন,
"পরকাল ভয়ে মম মানস আচ্ছন্ন
"কখন নহিবে আর কহিনু নিশ্চয়,
"মানস করিব সিদ্ধ নির্ভয় হৃদয়।"
এত বলি প্রভুস্থানে লইয়া বিদায়,
বসিল বসন্ত জন্য মিলন উপায়।
অপরাহ্ণ সমাগত হেরিয়া বসন্ত
উঠিল ত্বরিত মন যুক্তি করি অন্ত।
নাপিতিনী বাস অন্বেষিতে চলে ত্বরা,
একটী বালক সঙ্গে ভাবি ধরাসরা।
বালক বসন্তে কহে কিছু দূর গিয়া,
"অই নাপিতিনী বাটী দেখুন চাহিয়া।"
এত বলি বসন্তরে প্রস্থান করিল,
নাপিতিনী ভবনে বসন্ত উত্তরিল।
"নাপিতিনী মাসি" বলি করিল আহ্বান,
খুলিল গৃহের দ্বার বাটীদ্বারখান।
বাহিরিল নারী এক বয়স আন্দাজ
তিরিশের ন্যূন নহে সঙ্গে নানা সাজ।
যৌবন-প্রসূন তার হয়ে বিকসিত,
নবরাগ ধনে সে গো যদিও বঞ্চিত
তথাপিও মাধুর্য্যের কিছু আছে গুঁড়া,
সুরম্য হর্ম্ম সে যথা হইলেও বুড়া
থাকে অধিকার করি কিছু সুশোভন,
হেরিয়া যাহারে ভাব কতই নূতন

উঠে বলি মনাকোশে; যথার্থ তেমনি
নব ভাবোদয় হয় হেরি এ রমণী।
মাজামাজা বর্ণটুকু উজ্জ্বল শ্যামল,
সে সৌন্দর্য্য কাছে কোথা গোউর উজ্জ্বল?
বদনমণ্ডল তার করে ঢল ঢল,
পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের এবে পরিচয় স্থল।
অপাঙ্গের ভাব তার হায় কি সুন্দর,
বশীভূত করে যাহা যুবক অন্তর।
একলে মনোহর দুটী পয়োধর,
তুলি শির গরিমায় র'তো নিরন্তর।
স্বভাব বক্ষ কুলান এবে গেছে তার,
সৌভাগ্য সুধাংশু অস্ত হয়েছে যাহার।
তাই তারা নতশিরে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
নিজ অঙ্গ বাসে ঢাকি রাখিয়াছে মান।
এহেন রমণী এক বসন্ত-সম্মুখে,
দাঁড়াল ভঙ্গিমা করি হাসি হাসি মুখে।
দাঁড়াল শরীর তার হেন ভঙ্গি করি,
দর্শকের মন যেন লইবেক হরি;
ক্ষৌরিকবধূরে হেরি বসন্ত কুমার,
সম্ভাষি কহিল তায় বচন সুধার।
"ওগো নাপিতিনী মাসী মম তব সনে,
"আছে গুপ্ত কথা কোন কহিব গোপনে।
"অতএব চল বসি তব দরজায়,
"গুপ্ত কথা কহা নয় বসিয়া রাস্তায়।"
শুনিয়া বসন্তবাক্য নাপিতিনী কয়,
"অনাথিনী বাসে আজি চাঁদের উদয়।

" অনাথিনী নাপিতিনী সনে তব কথা,
" পণ্ডিতের সঙ্গে কথা রাখালের যথা।
" যার মুখ দেখি আজি উঠিয়াছি প্রাতে,
" নিত্য তার মুখ আমি দেখিব প্রভাতে।
" কি কথা আছে গো বাবু তব মোর সনে,
" চৌকি আনি দিই বৈস, কহুন গোপনে
" এ পথে কদাচ লোক যাতায়াত করে,
" কহুন কি কথা আছে নিঃশঙ্ক অন্তরে।"
এত বলি নাপিতিনী বাটী-অভ্যন্তরে,
চলিল চৌকি আনিতে সহাস্য অধরে।
ক্ষৌরিকবধূর কেন, হে পাঠক জন,
বসাতে বসন্তে দ্বারে না সরিল মন,
অবশ্য বুঝেছ ভাবে সন্দেহ সে নাই,
বেদে সে সুদক্ষ ভাল চিনে সর্প-হাই।
শশব্যস্ত নাপিতিনী প্রবেশিয়া ঘরে,
কার সনে কহি কথা যেন মৃদুস্বরে
বাহির করিল চৌকি বাঁধিল শিকল
গৃহদ্বারে, মুখে তার হাসি খল খল।
সচকিতে নাপিতিনী আনি চৌকি দিল,
বসিয়া বসন্ত তাহে তারে সম্ভাষিল।
" ওগো মাসি শুন শুন জিজ্ঞাসি তোমায়,
" (পরকর্ণে গুপ্ত কথা নাহি যেন যায়)
" মোহন ভবনে তব আছে যাতায়াত ?
" চিন কি মোহন-নারী কহি গো পশ্চাৎ।
" কেমন স্বভাব তার বিবরিয়া কহ,
" ওগো মাসি বল বল যদ্যপি জানহ।"

কহে সে ক্ষৌরিকবধূ মুচকিয়া হাসি,
মৃদু মৃদু মধু বাক্যে বসন্তে সম্ভাষি।
"ওগো বাবু মহোদয় মোহন-ভবনে,
"সদা করি যাতায়াত জানি পুরজনে।
"মোহন-রমণী সহ আছে পরিচয়,
"কি গুণ তাহার কব ওগো মহাশয়।
"যেগুণে দক্ষের গৃহে পতিনিন্দাভরে,
"ত্যজিল সতী গো দেহ নির্ভয় অন্তরে,
"যে গুণে জানকী নিজ পতিভক্তি তরে,
"পতিসঙ্গে বনবাসে গেলা হর্ষান্তরে;
"যে গুণে লক্ষ্মীর এত ভাব সমাদর,
"যেই গুণে সরস্বতী পুজে সর্ব্ব নর,
"সে সর্ব্বের গুণ তাহে রহে উজলিয়া,
"সে গুণ বর্ণিব আমি কেমন করিয়া।
"যে গুণে রমণী জাতি মানবের হীরা,
"সেই গুণে বিভূষিতা এইগো সুধীরা,
"যে গুণে রমণী হয় নর-কণ্ঠহার,
"সেই গুণে সমুজ্জ্বল অন্তর ইহার।
"বাখানে পুরুষ জাতি যত নারী-গুণ,
"বসি কেহ যদি তায় করে লক্ষ গুণ,
"তবুও তাহার গুণ না হয় বর্ণন,
"আমি নাপিতিনী তাহা বর্ণিব কেমন।
"কুলবালা গুণী নারী কথা মুখে তব,
"শরীর শিহরে শুনি আর কিবা কব।"
নাপিতিনী-কথা শুনি বসন্ত-বদন
হলো ম্লান—রবিতেজে কুমুদ যেমন।

স্ফুরেনা বদনে বাক্ হলো যেন মূক,
শিশু-আস্য হয় যথা পেলে তার ভুক।
চালাকি ঢাকন দিয়া বদনে তাহার,
কহে কথা অবশেষে বসন্ত-কুমার।
"কহিছ তুমি যা তাহা পারে সত্য হ'তে,
"পড়েছি বিপাকে বড় কহিব কিমতে।
"আমাদের এক বাবু হেরি সে কামিনী,
"পাগলের প্রায় ভাবি দিবস যামিনী।
"যদি না তাহার সনে হয় সম্মিলন,
"নিশ্চয় বধিবে বাবু আপন জীবন।
"অতএব ওগো মাসি ইহার উপায়,
"করিতে হইবে তব কহিছি তোমায়।"
শুনি নাপিতিনী-বউ দিল কাণে হাত,
বসন্তে সম্ভাষি কহে তাহার পশ্চাৎ।
"ওগো বাবু মহাশয় আর বোলো নাই,
"আমি সে কেমন মেয়ে জানেন গোসাঁই।
"বয়স হলো যে এত বলুক্ দেখি কেহ,
"আমার চরিত্রে কারু আছে গো সন্দেহ।
"অনাথিনী নাপিতিনী থাকি একাকিনী,
"উদর পূরি গো খাটি দিবস যামিনী।
"প্রণয়ীর প্রেমভঙ্গ মম কর্ম্ম নয়,
"আপনি বলিয়া তাই রক্ষা মহাশয়।"
কবি কয় ভাল ভাল খোল দেখি দোর,
হাতে মাল বলে চোর "নহি আমি চোর।"
বসন্ত বুঝিয়া মর্ম্ম টাকা- মুটাভরা,
দিল নাপিতিনী-করে সর্ব্বদোষহরা।

হেরি রৌপ্যচন্দ্র-মুখ নাপিতিনী মন,
হলো দ্রবীভূত ননী তপনে যেমন।
না হইবে কেন দ্রব নাপিতিনী-মন,
গলাতে মানব মন কি আছে এমন!
সুধীমন দ্রব করে পূর্ণ সুধাকর,
সুধীমন দ্রব করে মৃদু মধুস্বর,
কিন্তু রৌপ্যচন্দ্র-মুখ মিঠাল যেমন,
কি দ্রব্য আছে ভুবনে মিঠাল এমন?
যে পামরে কোন দ্রব্য দ্রব নাহি করে,
মুদ্রা ঝণু ঝণু স্বরে তারো মন হরে।
কিসে সত্য মিথ্যা করে? মিথ্যা সত্যসম?
কিসে ধর্ম্ম অধরম? অধর্ম্ম ধরম?
এ প্রশ্ন উত্তর দিতে দুরূহ ত নয়,
দোষহর-রজত-চন্দ্রমা প্রীতিময়।
রূপচাঁদ-বদন করিয়া নিরীক্ষণ,
নাপিতিনী শির নত না সরে বচন।
চাতুরীবসনে ঢাকি তাহার বদন,
বসন্তে মুচকি হাসি কহিছে তখন।
"কি বলিব ওগো বাবু তব সন্নিধানে,
"এক জন ধনী কষ্ট পাইছেন প্রাণে।
"প্রাণ দিয়া উপকার করিবারে হয়,
"মোর অপযশে বল তবে কিবা ভয়।
"যাহাতে তাঁহার হয় পূর্ণ মনোরথ,
"করিব উপায় হেম করিনু শপথ।"
বসন্ত তখন কহে "শুন ওগো মাসি,
"হলো তৃপ্ত প্রাণ শুনি বচন হিতাশী।

"মোহন-ভবনে তব এখনি গমন
"করিতে হইবে ওগো শুনহ বচন।
"চলিনু এখন আমি আপন বাসায়,
"সন্ধ্যাকালে আমি আসি ডাকিবো তোমায়
"যদি তুমি কার্য্য সিদ্ধ পার করিবারে,
"দুই শত টাকা বাবু দিবেন তোমারে।"
এতেক কহি বসন্ত করিল গমন,
হলো উচাটন অতি নাপিতিনী-মন।
একদিকে অর্থলোভ অন্যদিকে ভয়,
আকুল করিল অতি তাহার হৃদয়।
কহে কথা নাপিতিনী নিজ মন-সনে,
"বিষম বিপাকে আমি ঠেকিনু একণে।
"পতিব্রতা সতী অতি মোহন-রমণী,
"কহিব এসব কথা না জানি কেমনি।
"অথবা আশঙ্কা কিবা দিয়া প্রলোভন,
"হরিতে তাহার মন করিব যতন।
"যদি কার্য্যসিদ্ধি হয় লভিব রতন,
"না হইলে কার্য্যসিদ্ধি ভয় কিবা মন?
"টাকা দশ হলো লাভ আমার এখন,
"দিবে কি এ টাকা হ'লে বিফল যতন।"
সাত পাঁচ ভাবি নাপিতেনী গিয়া ঘরে,
পরিধিল ধৌতবাস অতীব সত্বরে।
দাঁতভরা কালমিসি গালভরা পান,
অলক চূর্ণুড়ি করে হেরি কাড়ে প্রাণ।
চলিল দামিনী শীঘ্র (নাপিতিনী নাম)
মৃদু মধু হাস্য আস্যে তার অবিরাম।

ঘোমটা টানিয়ে আধ ধরিয়া দশনে,
দর্শকে কটাক্ষবাণ হানিয়া সঘনে;
ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা করিয়া প্রকাশ,
চলিল দামিনী, ত্বরা মোহন-আবাস।
হে পাঠক সহৃদয় শুনহ বচন,
ঘোমটায় সুবিশ্বাস না কর কখন।
ঘোমটা বলিয়া যারে কর সম্বোধন,
ঘোমটা তো নহে সে যে চাতুরী ঢাকন।
অবগুণ্ঠন অভ্যন্তরে রমণী-নয়ন,
মনে করি জেনো রহে পুরুষ-শমন।
ঘোমটা তো নহে সে যে কারাগারবাস,
ভ্রষ্টতা রাস্তা ঢাকিতে যেন, ঘোরা বাস।
উপস্থিত নাপিতিনী মোহন-ভবন,
" কোথা গো বড়র মেয়ে " পরে সম্ভাষণ।
মোহিনী সুন্দরী হেথা বসিয়া বিজনে,
নিযুক্তা আছিলা রামায়ণ অধ্যয়নে।
রামায়ণে সেই অংশ পড়িছে কামিনী,
যথায় অশোক বনে জনক-নন্দিনী
বেষ্টিতা রাক্ষসীগণে মলিনবদনা,
ব্যাঘ্রী মাঝে মৃগী যেন রাঘব-বাসনা।
জানকী-দুঃখ-কাহিনী করি অধ্যয়ন,
মোহিনী-অন্তর ঘোর বিষাদে মগন।
নবনীত সম মন যাহার কোমল,
তার হৃদে পরদুঃখ যেন রে অনল।
কমলিনী পক্ষে হয় কণ্টক যেমন,
পরদুঃখ কোমলার অন্তরে তেমন।

পড়িতে পড়িতে চক্ষু অশ্রুনীরে ভাসে,
সীতাদুঃখ সহ নিজ বিষাদ প্রকাশে।
" ওগো মা জানকি সতী রমণীমণ্ডলে
" রমণীর শিরোমণি তুমি ধরাতলে।
" তব দুঃখ সনে নিজ দুঃখের তুলনা,
" করিলে পলায় দুঃখ ইন্দুনিভাননা।
" স্বামীর বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়-মাঝারে,
" পুনঃ শত্রুপুরে বাস পারাবার পারে;
" মধ্যে মধ্যে চেড়িদের কথার যন্ত্রণা,
" মধ্যে মধ্যে দশাস্যের কাম-উদ্দীপনা;
" কতই যে ধৈর্য্যগুণ আছিল তোমার,
" তার কিছু অনুভব হয়না আমার।
" লক্ষাংশের এক অংশ তব ধৈর্য্য দেহ,
" মম ক্লেশ হবে দূর আছে কি সন্দেহ।"
এমন সময় দামিনীর বাক্যস্বর,
পঁহুছিল মোহিনীর শ্রবণ কুহর।
সুপ্তোত্থিত ব্যক্তিসম উঠিল মোহিনী,
দেখিল সম্মুখপানে দাঁড়ায়ে দামিনী।
দামিনীরে মৃদু বাক্যে করি সম্ভাষণ,
কহিল মোহিনী ধনী প্রফুল্লিত মন।
" এসো নাপিতিনী বউ বসো কিছুক্ষণ,
" বহু দিন দেখা নাই বল কি কারণ।"
দামিনী তখন কহে উৎসুক প্রকাশি,
" নারি গো দেখিতে ক্লেশ যারে ভালবাসি।
" যে অবধি কর্ত্তাবাবু গেছেন প্রবাসে,
" আসিলে এ বাসে মম চক্ষে কান্না আসে।

" এ হেন যৌবন তরু প্রফুল্ল কমল,
" যৌবন-প্রসূন-মধু করে টল মল।
" এ দুঃখ কহিব কারে তাহে নাই অলি,
" হুতাশ তপন মধু শুষিছে কেবলি।
" কর ক্রোধ কি করিব যদি বলি আমি,
" অতি অরসিক জন হন তব স্বামী।
" ছিটা ফোটা রস বোধ থাকিলে তাঁহার,
" এমন নারী ত্যজিতে ইচ্ছা হয় তাঁর?"
পতিনিন্দা নিজ কর্ণে করিয়া শ্রবণ,
মোহিনী তখন কহে সন্তাপিত মন।
" ওগো নাপিতিনি নিন্দা না কর নাথের,
" সকলি জানিবে মম অদৃষ্টের ফের।
" মম প্রেমময় ওগো দয়ার সাগর,
" নাহি কর নিন্দা তাঁর না জানি অন্তর!
" সহিতে সকল কষ্ট পারি এ ভুবনে,
" নাথের নিন্দা শুনিতে না পারি শ্রবণে।"
দামিনীর মুখে আর স্ফুরে নাহি বাক্
মোহিনী ভাঙ্গিয়া দিল নাপিতিনী জাঁক।
বহু কষ্টে মুখে তার কথা বাহিরিল,
মোহিনীরে এই রূপে পরে সম্ভাষিল।
" স্বামী মোর বর্ত্তমান আছিল যখন,
" তাঁর নিন্দা শুনি কর্ণে জ্বলিত শ্রবণ।
" বৎসরেক হলো গত হইয়াছে কাল,
" এবে নিন্দা শুনি তার হা পোড়া কপাল
" জন্মে কি ক্রোধ অন্তরে? ক্লেশ দিনকত,
" কোথা রহে সেই ক্লেশ পেলে মনোমত

" রসিক পুরুষে বল, সুখ দ্বিগুণিত
" হয় অন্য সঙ্গে প্রেম হলে সংঘটিত ।
" অপর পুরুষ সহ প্রেম যে নারীর
" নাহি, ওগো, জেনো তার বিফল শরীর ।
" সেজন প্রেমের ধার কভু নাহি ধারে,
" প্রেম কি অমূল্য ধন নাহি জান তারে ।
" আরো দেখ তব দুঃখ নাহি যে ভাবিল,
" তার সনে প্রেমালাপ কিবল হইল । "
দামিনীর কথা শুনি মোহিনী সুন্দরী,
কাঁপিতে লাগিলা ক্রোধে থর থর থরি ।
কহিতে যাইয়া কথা কথা নাহি স্ফুরে,
তর্জ্জন করিয়া কহে ক্ষৌরিকবধূরে ।
" ওলো দুষ্টা ভ্রষ্টামতি তোরলো এমন,
" কভু নাহি ভাবিতাম জানিনু এখন ।
" মিষ্ট কথা কহি তুষ্ট করিতে অন্তর,
" মুখে মধু হলাহল অন্তর ভিতর ।
" দূর হ লো বাটী হ'তে ভাল যদি চাও,
" শ্বশুরে কহিব যদি ক্ষণেক দাঁড়াও ।"
পলাবার পথ নাহি পায় নাপিতিনী,
দূরে গেল বাক্‌জাল ভজাতে মোহিনী ।
উপস্থিত একবারে আসি নিজ ঘরে,
দেখিল বসন্তে বসি খাটার উপরে ।
দামিনী বসন্তে দেখি ক্রোধে জ্বলে প্রাণ,
কহে কথা কাঁদি কাঁদি তার সন্নিধান ।
" ওগো বাবু তব তরে কত দুঃখ সই,
" সে দুঃখ কহিতে মুখে কথা সরে কই ।

" পরের ইষ্ট সাধিতে, সুমিষ্ট প্রহার,
" হলো ভাল দেখ বাবু পৃষ্ঠেতে আমার।
" কি কহিব নারী জাতি দেখাবার নয়,
" নতুবা বসন খুলি বাবু মহাশয়
" দেখাতাম পৃষ্ঠদেশে প্রহারের চিহ্ন,
" হইয়াছে ভগ্ন হাড় মাংস ছিন্ন ভিন্ন।
" আমি জানি সতীলক্ষ্মী মোহন-রমণী,
" তার সমা পতিব্রতা কে আছে অবনী?
" বুদ্ধিমন্তা সে যুবতী কথা বুঝে ঠারে,
" প্রলোভনে ভুলে সে কি বলোগো আমারে।"
এত বলি বসনেতে আবরি বদন,
আরম্ভিল নাপিতিনী করিতে ক্রন্দন।
বলিহারি ও সুন্দরি তোমার কান্নায়,
ভুলাতে বসন্তে কর কতই উপায়।
নাহি লবে টাকা ফিরে সে শঙ্কা লো নাই,
কেন কর অশ্রুপাত বলি আমি তাই।
দামিনীর কথা শুনি বসন্তকুমার,
পড়িল নৈরাশ-হ্রদে কথা নাহি আর।
ধীরি ধীরি উপস্থিত আপন বাসায়,
কহিল নিজ প্রভুরে কথা সমুদায়।
জীবন এ সব কথা করিয়া শ্রবণ,
বিষাদে মানস তার হইল মগন।
পাগলের প্রায় চাহি বসন্তের পানে,
কহিতে লাগিল কথা সুম্লান বয়ানে।
" ওহে সখা তার দেখা পাইব কেমনে,
" করহ উপায় হেন বাঁচি না জীবনে।

" সে সুন্দরী প্রাণ কাড়ি লয়েছে আমার,
" প্রাণছাড়া হইয়াছে মম দেহাগার।
" শূন্যদেহ হইয়াছে, রব কত দিন,
" জীয়ে কি জীবনশূন্য সরে কভু মীন।"
বসন্ত তখন কহে " বাবু মহাশয়,
" সে ভার আমার রহ নিশ্চিন্ত হৃদয়।
" মিলাইয়া তার সঙ্গ শীঘ্র আমি দিব।
" কোন্ সতী সে যুবতী নয়নে দেখিব।"
হে পাঠক, বসন্তের হৃদয়-গগনে,
পাপ রূপ চিন্তা-রাহু ভয়াল এক্ষণে
সমুদিত গ্রাসিবারে সতীত্ব-তপন;
উজলি যে মোহিনীর মানস-গগন
চির মরি রহিয়াছে; মুখচন্দ্র তার,
সতীত্ব তপন কাছে আস্পদ লজ্জার।
রমণী-বদন সহ চাঁদের তুলনা
হয় হে যদ্যপি সুধি তবে কি বলনা
সতীত্ব-রতন সহ উপমা রবির,
প্রদানিলে উদ্ঘাটিবে সুদোষ কবির?
পাতিব্রত্য দিনমণি যে হৃদি গগনে,
কেবা চাহে তার পানে লম্পট লোচনে?
বাহ্যিক সৌন্দর্য্য পূর্ণ রমণী আনন,
আন্তরিক সুষমায় সতীত্ব রতন
সম্পূর্ণ পূরিত জেনো; যথা দিনকর,
খর-সম-তীক্ষ্ণ-করে দেখে কোন্ নর?
যথার্থ তেমনি কে চাহে সতীর পানে?
দেহ দগ্ধীভূত করে অলসে বয়ানে।

বসন্ত-হৃদয়াকাশে দেখি পাপ রাহু,
দিনমণি সঙ্কোচিয়া শত রশ্মি-বাহু
কাঁদিতে কাঁদিতে দিলা রত্নাকরে ঝাঁপ,
ধরিয়া রক্তিমা বর্ণ পেয়ে মনস্তাপ।
দিবস বিরস মুখে করিল প্রস্থান,
বায়ুচর পলাইল নিজ নিজ স্থান।
গগন তারকারূপ মেলিল লোচন,
নিরখিতে বসন্তের পাপারূঢ় মন।
সমীরণ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে রহে,
বসন্ত মনন জ্ঞাত হয়ে পরে বহে।
দুঃখ ভার সমাচার কহে তরুগণে,
ঝর ঝর শব্দে তরু নিযুক্ত ক্রন্দনে।
মেলিল তাহারা তাই সহস্রলোচন,
খদ্যোত নয়নরূপ করিয়া ধারণ।
তিমির গম্ভীর ভাব করিয়া ধারণ,
সাহায্য করিতে এলো বসন্ত মনন।
বসন্ত-বাসনা যে হে কিবা ভয়ঙ্কর,
শ্রবণ করিলে সুধি কাঁপিবে অন্তর।
না জানি কেমনে আমি করিব বর্ণন,
শরীর শিহরে উঠে কম্পিত জীবন।
করিবারে আরাধনা কল্পনাসুন্দরী,
প্রার্থনা করি পাঠক তব কর ধরি
ক্ষণকাল ; পুর বাঞ্ছা দয়া প্রকাশিয়া,
এ অবধি দেখা শুনা ভুল আশ্বাসিয়া,
হয় না হে শেষ যেন ; ধৈরয তোমার
নিঃশেষিত করিয়াছে লেখনী আমার।

যামিনী শ্রমহারিণী ক্রোড়ে নিদ্রা গিয়া,
ধৈর্য্যাধার পুর সুধি নব ধৈর্য্য নিয়া।

ষষ্ঠসর্গ।

"The cloud-capped towers, the gorgeous palaces
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit shall dissolve"
The Tempest

আগত প্রাবৃটকাল, গগনমণ্ডল
কাল কাদম্বিনী ঘেরি এই ভূমণ্ডল
করিল আঁধারময়; হেমন্ত উদয়
হলো যেন স্বর্গস্থলে, কুহেলিকাময়
গগন প্রাঙ্গণ ভূমি কাদম্বিনী রূপে,
মোদের জলদকুল কুয়াসা স্বরূপে
দেবের প্রতীয়মান, স্বর্গসরোবরে,
বিকসিত কমলিনী সুধাংশু আকারে,
হলো বুঝি শুষ্ক তাই দেখা নাহি যায়,
নক্ষত্র কমল কলি, অন্তর্হিত তায়।
কাদম্বিনী ঈর্ষান্বিতা নলিনী সৌভাগ্যে
রোধিল রবির পথ দাঁড়াইয়া আগে
বুঝি তাই দিতে দোঁহে বিরহ-যাতনা
ঈর্ষান্বিতা কামিনীর, এমনি কামনা।
দিবসে রজনী ভ্রম এমনি আঁধার,
বরষার বরিষণ বড়ই মজার।
কার পক্ষে? সম্পত্তিসম্পন্ন যেই জন,
রমণী-রতন পুনঃ মনের মতন:
যদি যুটে ভাগ্যে তার সোহাগা সোণায়,
এ সুখের সম সুখ কোথায় ধরায়?

ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি হয় শ্রবণ জুড়ায়,
তরুণ যৌবনা নারী শোভে কাছে তায়।
গুড় গুড় ডাকে মেঘ ঢালে গুড় কাণে,
ঝর ঝর ঝরে জল কুলশর হানে।
তড় তড় তড়ে তোয় তরুর পাতায়,
কড়মড় কড়ে বাজ দম্পতী রসায়।
সুসার দাম্পত্য-সুখ অসার সংসারে,
উথলে বরষাকালে প্রেম-পারাবারে?
লক্ষ্মীমন্ত দম্পতীর মিঠে বর্ষাকাল,
দরিদ্রের বর্ষাকাল কি বল ভয়াল।
পর্ণের কুটীরখানি তাহে ছিদ্র শত,
টুপ টুপ পড়ে নীর তাহে অবিরত।
বসন তিতিয়া যায় বরিষণ জলে,
নিদ্রা নাহি হয় যদি আর্দ্র ভূমিতলে।
ভিক্ষার্থে বাহির হ'য়া বড়ই দুষ্কর,
ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি হয় রুদ্ধ দ্বার ঘর।
কর্দ্দমে পূর্ণিত পথ কার সাধ্য চলে,
বাহিরিলে ভিজে অঙ্গ বরষার জলে।
বহু কষ্টে এক মুষ্টি যদি ভিক্ষা জুটে,
উনন ভিজিয়া যদি ভিজা কাষ্ঠ, ঘুটে,
ফুৎকারিতে ফুৎকারিতে চক্ষে নীর ঝরে,
অর্দ্ধ সিদ্ধ অন্ন তাও জুটেনা উদরে।
মজার সংসার এই সুখ-দুঃখ-ময়,
এক চক্ষে খেলে হাসি অশ্রু অন্যে বয়।
এক পার্শ্বে স্নিগ্ধকর সুগন্ধি চন্দন,
অন্য পার্শ্বে বিষ্ঠা গন্ধে যায় রে জীবন।

এক পার্শ্বে সৃজন-কৌশলে স্তব্ধ মন,
অন্য পার্শ্বে বিশৃঙ্খলে কাঁদায় জীবন্।
আগত বরষাকাল ধরাপূর্ণ জলে,
যে পার্শ্বে ফিরাও আঁখি নীর টলমলে।
সুরধুনী পূর্ণকায় স্রোত খরতর,
গৈরিক বরণ নীর পানে গ্লানিকর।
জুয়ার বহিছে জোরে; হইতে দক্ষিণ
বায়ু বহে বেগবান তরী ছুটে মীন।
তরণী বিশেষ এক ছুটে পাল ভরে,
দাঁড়ি চারি জন বসি মাঝি হাল ধরে।
ভিতরে দুইটী নর, তার এক জন,
বামেতরে দিয়া গণ্ড সুউদাস মন।
নয়ন জাহ্নবী তীরে আছে সংলগন,
উত্তরে কোম্পাসসূচী থাকে রে যেমন।
জনকের মন কিম্বা থাকয়ে যেমন,
যবে দারা সুত ফেলি বিদেশে গমন।
কি দেখিছে তরীস্থিত সচিন্তিত নর
অনিমিষে? নাহি যেন শরীরে অন্তর।
প্রকৃতি-সুন্দরী শোভা স্রোতস্বিনীতটে।
কার চারু শোভা হেন কহ অকপটে?
কোথাও পাদপশ্রেণী নদীতটে শোভে,
যে মাধুরী দূরীকৃত করে মনক্ষোভে!
কদম্ব কুসুম কোথা রহে বিকসিত,
যাহার সৌন্দর্য্য হেরি মন প্রফুল্লিত।
সুচারু সৌরভ তার কাড়িয়া পবন,
পৃথ্বীসতী প্রীতি করে আদরে অর্পণ।

চক্ষুর্ম্মণি স্বরূপ অলি সেই মানবের,
পুষ্প গন্ধে হয়ে অন্ধ উড়ি কুসুমের
উপরে বসিতে আছে শুধু যত্নবান,
সে আশ্বাসে অনিমিষে আছে মতিমান।
কেতকী কুসুম কোথা আছে বিকসিত,
সু-সুরভি চারিদিক করি আমোদিত।
কেতকী কুসুমসহ বারবণিতার,
অতীব সে উপযোগী উপমা দিবার।
কেতকী কুসুম গন্ধ, বারাঙ্গনা স্বর,
পৃথ্বী আমোদিতকারী টানে অলি, নর।
পড়িলে দুঁহার কাঁদে দুঁহ কাঁটা খায়,
জীবন ভুঞ্জিতে গিয়া স্বজীবন ক্ষয়।
কামিনীকুসুম কোথা শোভে তরুময়
যাহার আঘ্রাণে হৃদিগ্লানি দূর হয়।
কামিনীকুসুম তরু, বিধবা তরুণী,
তুলনায় সম দোঁহে এই বঙ্গে, গুণি।
কামিনীপাদপ নাহি হতে কুসুমিত,
দুই চারি দিন মধ্যে সৌন্দর্য্য বর্জ্জিত।
তেমনি বঙ্গরমণী যৌবন সময়ে,
দুই দিন সুখে কাটি পতির হৃদয়ে
পরে পতিমৃত্যুসহ বিশুষ্ক-বদন,
যৌবন অঙ্কুর শুষ্ক বর্জ্জিত শোভন।
কোন তরুবরে বসি বিহঙ্গমগণ
মধুস্বরে গানকরে প্রফুল্লিত মন।
কোন তরুবর-পদে জাহ্নবীর জল,
পরশি কি বলিতেছে করি কল কল।

কি বলিছে? যদি হে পাঠক সহৃদয়
জিজ্ঞাসা কর আমারে শুন সমুদয়।
"ওহে" তরুবর তুমি নাহও দুঃখিত,
"যদি হে দর্পণ তব এবে কলুষিত।
"লতিকা-দয়িতা-গ্রীবা করিয়া গ্রহণ,
"পড়িয়াছ মত্ত হয়ে দেখিতে আনন
"জাহ্নবী-জীবন রূপ কলুষ দর্পণে,
"কেমনে দেখিবে স্পষ্ট তোমার শোভনে!
"আসুক বসন্ত, পুনঃ কুসুম-ভূষণে
"সুশোভিত হ'য়ে মুখ বিমল জীবনে
"(তোমার দর্পণ চারু) দেখো হে প্রমোদে,
"বাড়াইয়া অনুরাগ বাড়ায়ে আমোদে।"
প্রবঞ্চক যথা কহি মধুর বচন,
সরল স্বভাবাপন্ন মানবে বঞ্চন
করি অনায়াসে নিজ কার্য্যসিদ্ধি করে,
তেমনি জাহ্নবীজল সেই তরুবরে
(সরল অন্তর যার) কহি মিঠা কথা,
সমূল নির্মূল তরে কামনা সর্ব্বথা।
ময়ূর ময়ূরী কোথা নীরদ-নির্ঘোষে,
আঁখি-রূপ পুচ্ছ ধরি বিতরে সন্তোষে।
জলহংসবৃন্দ কোথা দেয় সন্তরণ,
দেখিয়া তাদের হর্ষ সন্তুষ্ট জীবন।
নূতন জীবন পেয়ে কোথা ভেকগণ,
উচ্চৈঃস্বরে রব করে প্রমোদে মগন।
ভাগীরথী তীর কোথা শুধু বালিময়,
শ্বেতবর্ণ প্রীতিকর জুড়ায় হৃদয়।

তদুপরি পাড় উচ্চ পূর্ণ দূর্ব্বাদলে,
উচ্চ তরুপুঞ্জ পরে পুলকিত শ্যামলে।
উচ্চতর তরুদল শোভে তারি পরে,
তাল নারিকেল শির শোভে সর্ব্বোপরে।
ক্রম-উচ্চ কাষ্ঠাসন অতীব সুন্দর,
শোভিত থাকয়ে যথা নগরাভ্যন্তর;
বক্তৃতা শ্রবণ জন্য সুসভ্য প্রদেশে,
জনশ্রেণী শোভে যথা সুশোভিত বেশে।
প্রকৃতি সুন্দরী যেন তেমনি আসন,
গঠনিল সুকৌশলে দিয়া তরুগণ।
তদুপরি নানা জন্তু বসি হৃষ্টমন,
জাহ্নবীর কলকল মিঠাল বচন
শ্রবণ করিছে সবে একাগ্র হইয়া,
সুরধুনী-সুবক্তৃতা শুনে মন দিয়া।
"ওহে বিহঙ্গম, কীট, পতঙ্গ নিচয়,
"ভ্রমিয়াছি বহুদেশ হতে হিমালয়।
"দেখিয়াছি বহু জন্তু-স্বভাব, আচার,
"মানবের মত কিন্তু নহে রীতি কার।
"সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প আদি হিংস্র জন্তুগণ,
"ভয়ঙ্কর বটে এরা এই সে ভুবন।
"মানব মতন কিন্তু ক্রূর কেহ নয়,
"কোথা লাগে সিংহ ব্যাঘ্র? পায় পরাজয়।
"ব্যাঘ্র, সর্প আদি জন্তু এরা বটে খল,
"মানবের মত খল নাহি ভূমণ্ডল।
"শ্রীবৃদ্ধি কাহার এরা দেখিবারে নারে,
"অন্ন পরে কিবা কথা সোদর ভ্রাতারে

" বিপদে ফেলিতে করে সতত যতন,
" সমধিক বুদ্ধিমান হলে সেই জন।
" সমধিক অর্থ উপার্জ্জন যদি করে,
" ঈর্ষা উছলিয়া উঠি ধরে না অন্তরে।
" ঈর্ষা পরবশ হয়ে তাহার ধ্বংসন,
" একাগ্র মানসে করে সদা অন্বেষণ।
" অপরের কাছে তার সদা নিন্দা করে,
" বিপদ হইলে সুখ ধরে না অন্তরে।
" জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা,
" শঠতা, লাম্পট্য দোষ, বীভৎস কামনা,
" ডাকাইতি চৌর্য্যবৃত্তি, আর কপটতা,
" তাঁড়াবি, ভণ্ডামি আর নষ্টামি, ধূর্ত্ততা;
" ইহা ভিন্ন আর আর যত দুষ্প্রবৃত্তি,
" আছে অধিকার করি মানব প্রকৃতি।
" বরঞ্চ বিশ্বাস কর ব্যাঘ্র, ভুজঙ্গম,
" না কর বিশ্বাস নরে বর্জ্জিত ধরম।
" সত্যপ্রিয় বলি কারে উপলব্ধ হয়?
" মিথ্যা ভিন্ন নাহি জানে তাহার হৃদয়।
" সরল স্বভাবাপন্ন জ্ঞান কর কারে?
" তার মত বক্রমন নাহিক সংসারে।
" দয়াবান্ বলি কেহ দেখায় অন্তর?
" দয়া যে কেমন দ্রব্য না জানে সে নর।
" কেহ দানশীল বলি দেখায় তোমায়?
" দণ্ডবৎ করি দানশীলতার পায়।
" অপর কামিনী কেহ মাতৃ জ্ঞান করে?
" লম্পট তাহার সম কোথা পৃথ্বী'পরে।

" বান্ধব বলিয়া কেহ দেখায় তোমায় ?
" শত্রু শত সহস্রং বন্ধুতায় পায়।
" হাসি হাসি মুখখানি দেখিছ কাহার ?
" পুষ্প নিয়ে আছে তার তীক্ষ্ণ ক্ষুর ধার।
" সংক্ষেপে শ্রবণ কর—দেখাবে যে রীত,
" অবশ্য ভাবিবে তাকে তায় বিপরীত।
" ধর এই কথাগুলি তব হৃদি মাঝে,
" জীবনে যদিন জীবে লাগিবে হে কাজে।
" দেখিছ কোথায় কেহ যাইতেছে নর,
" সহস্র করের তার থেকো হে অন্তর।
" এমনি মানব জেনো, হইয়া মানব,
" মানবের প্রাণহিংসা অতীব উৎসব।
" গৌউর বরণ জাতি শ্যাম বর্ণ নরে,
" মানব বলিয়া তায় জ্ঞান নাহি করে।
" শ্যাম বর্ণ নর পুনঃ গৌর-বর্ণ নরে,
" স্পর্শিতে অরুচি হয় ভাবয়ে অন্তরে।
" শারীরিক দুর্ব্বল হ'লে কোন জাতি,
" তার ভাগ্যে কষ্ট ভোগ শুধু দিবা রাতি।
" কাড়ি লয় রাজ্য তার। দাসত্ব শৃঙ্খলে
" বাঁধিয়া তাহার পদ পড়ে না ভুতলে।
" অন্য অপরাধ নাই শরীর দুর্ব্বল,
" অপরে পীড়িতে কোথা আছে হেন ছল ?
" নিশাকালে ডাকাইতি যদি করে কেহ,
" পড়ি ধরা যায় মরা আছে কি সন্দেহ।
" দিবসে ডাকাতী কিন্তু যেই জাতি করে,
" বীরত্ব প্রকাশ তার হয় পৃথ্বী'পরে।

"নিশার ডাকাত যদি নাশে এক নর,
"দিবস-ডাকাত নাশে প্রকুল অন্তর
"সহস্র সহস্র লোক এক দণ্ড মাঝে,
কার সাধ্য ঘ্যাসে কাছে অগ্নি অস্ত্র ঝাঁজে।
"একের সম্পত্তি হরে রাত্রির ডাকাত,
শতের সম্পত্তি হরে দিন-দস্যু-হাত।
"অধিক আশ্চর্য্য এর ওহে জন্তুগণ,
"দিবস-ডাকাতী অতি গৌরব কারণ।
"দিবার ডাকাত কীর্ত্তি ঘোষে কবিগণ,
"পাঠক সুজন সুখী পাঠে যে বর্ণন।
"অতএব জন্তুগণ মানবে বিশ্বাস
কভু না করহ শুন থাকিতে নিশ্বাস।"
জাহ্নবী জীবন করি কল কল রব।
সম্ভাষিছে এই রূপে জীব জন্তু সব।
উভ তীরে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তরুগণ,
একমনে সে বক্তৃতা করিছে শ্রবণ।
কিবা রমণীয় বেশ করিয়া ধারণ।
সে শোভা নিরখি মুগ্ধ নহে কার মন?
অনিমিষে তাই সেই তরীস্থিত নর,
দেখি শুনি ভাবি ভাবি উদাস অন্তর।
অন্তর-বীণার-তারে যেন রে তাহার,
প্রকৃতি-সুন্দরী কর করিল প্রহার।
অমনি বাজিি উঠিল সে অন্তর-বীণা,
সেধ্বনি শুনিতে পেলে রাজত্ব চাহি না।
সুজন-অন্তর-বীণা স্বর সুমধুর,
তাহার মরম বুঝে সুধী সুচতুর।

সুজন-অন্তর-বীণা-স্বর সুমধুর,
এজগতে হে পাঠক অতি অপ্রচুর।
প্রকৃতির প্রীতিকর শোভা বিলোকন
করি তরীস্থিত নর প্রমোদে মগন।
তাহার পঞ্চইন্দ্রিয় স্বীয় স্বীয় সুখে,
ছিল নিমগন হয়ে উৎসব উৎসুকে।
প্রকৃতির দ্রব-কারী শোভার আলোকে
পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রবীভূত দেখি সেই লোকে
তাই গণ্ডে দিয়া কর সচিন্তিত মন;
শ্রবণ না শুনে চক্ষু না করে দর্শন।
নাসিকা না ঘ্রাণ পায় ত্বক না পরশ,
জিহ্বা আস্বাদন ভ্রষ্ট সকলি অবশ।
চিত্র পুত্তলির সম তাই সেই নর,
সংজ্ঞা-শূন্য হয়ে বসি গণ্ডে দিয়া কর।
হে পাঠক সহৃদয় কেবা এই নর,
জানিতে উৎসুক অতি তোমার অন্তর।
এজন তব জানিত হে পাঠক জন,
চলিছে তরণী চড়ি সুধীর মোহন।
পশ্চিম প্রদেশ দেখিবারে বাঞ্ছা তার,
ভূমি-বাষ্প-যানে গতি বৈমুখ যাহার।
সেই সে কারণ তরী করি আরোহণ,
বিদেশ ভ্রমণ তরে চলিছে মোহন।
ঘনদলে নভস্থল আছিল আচ্ছন্ন,
দিনমণি ছিলা তাই বিষম বিপন্ন।
যথা পানিকৌড়ী পক্ষী ডুবি এক স্থান,
সরসীর অন্য অংশে হয় ভাসমান।

তেমনি তপন ডুবি জলদ-সাগরে,
একবারে ভাসমান পশ্চিম প্রান্তরে।
বহিছিল প্রভঞ্জন হইতে দক্ষিণ,
ঘনাবলী যার জোরে ক্রমে হয়ে ক্ষীণ
নিঃশেষিত হ'য়ে অপরাহ্নে পলাইল,
অমনি রে দিনমণি ভাসিয়া উঠিল।
সমস্ত দিবস ছিল আঁধারে আচ্ছন্ন,
দিবস বদন ছিলা বিষম বিষণ্ণ।
বন্ধুর বদন হেরি দিবস সুখিত,
হাসিয়া উঠিল যেন হয়ে আনন্দিত।
সে দিবা সহাস্যমুখ কিন্তু হে পাঠক
ক্ষণস্থায়ী মত জেনো প্রদীপ-পাবক
শীঘ্র নির্ব্বাণ উন্মুখে; যেমন হাসিল,
পশ্চাৎ হইতে তমঃ অমনি গ্রাসিল।
যদি অতিক্ষণস্থায়ী সে দিবস-হাসি,
কিবা মিষ্ট হেন সুধি বলনা প্রকাশি?
অস্তমিত রবি-কর তরু-শিরে শোভে,
কবির মানস-পাখী যে সৌন্দর্য্য লোভে
মনোল্লাসে বসে গিয়া ক্ষুদ্রগিরি'পরে
দূরীকৃত করিবারে আবিল অন্তরে;
হেরিবারে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রীতিকর,
জুড়াতে দগ্ধ লোচন, সন্তপ্ত অন্তর;
সংকীর্ত্তন করিবারে প্রকৃতি সুষমা,
ধরিবারে ব্যস্ত করে সুখের চন্দ্রমা।
কিন্তু হায় সুখ-শশী ধরে কেবা আরে?
সে বাঞ্ছা বিফল যথা ধরা চন্দ্রমারে।

স্রোতস্বতী স্রোত ক্রমে চলিল দক্ষিণ,
ভাঁটা হলো বলবন্ত জোর বল-হীন।
জুয়ার সময় সিন্ধু বাহু প্রসরণ,
করিয়া আছিল নদী করি আলিঙ্গন।
দোঁহে করি রসালাপ সুখে সমাপন,
রত্নাকর নিজ কর করিলা কুঞ্চন।
নাথের বিরহে নদী তাই ভাবি ক্ষীণ,
সিন্ধুর পশ্চাৎ কাঁদি চলিলা দক্ষিণ।
সন্ধ্যা সমাগত হলো তিমির আইল,
নৌকায় নোঙর গাড়ি নাবিক বসিল।
একে সে প্রদোষ কাল, তরণী উপর
পুনঃ তাহে, পুনঃ সেই মোহন-অন্তর।
বুঝি দেখ সহৃদয় সে অন্তর-ভাব,
সে ভাব বর্ণিতে মম বুদ্ধির অভাব।
সুবিরল পত্র হেতু পাদপ মাঝারে,
কিছু পূর্ব্বে রবিকর আসি আঁখি দ্বারে
উজ্জ্বল হীরক খণ্ড হতো জ্ঞান মনে,
তরুআঁখি বলি কিম্বা প্রবোধ নয়নে।
এখন সে জ্যোতিঃ আর দেখা নাহি যায়,
তিমির রোধিল যরি সে চারু শোভায়।
বোধ হলো অহে মনে যেন তরুগণ,
নিদ্রা লভিবার তরে মুদিল নয়ন।
কোন কোন তরুবর পর্ণ আকুঞ্চন
করিলা অলস ভাব করিল গ্রহণ।
নিবিড় পাদপ পত্র সৌন্দর্য্য আলয়,
শুস্ক-পর্ণ শাখা হলো যেন পর্ণময়।

উড়িছে খদ্যোৎকুল মনের উল্লাসে,
নিশীথিনী আঁখি যেন মানসে বিকাশে।
মনে মনে জ্ঞান হয় যেন নিশীথিনী,
চক্ষু মেলি নিজ রাজ্য করে মায়াবিনী।
জ্বালিল নাবিকগণ দীপ তরী'পরে,
তারি প্রতিবিম্ব পড়ি বারির ভিতরে
মানসে প্রবোধ যেন ফুল্ল কুমুদিনী,
আছিল বিষণ্ণ যেই হয়ে অনাথিনী।
শিবাগণ বাঁধি দল করে অন্বেষণ
মৃতদেহ নদীতটে হরষিত মন।
দাঁড়ের পতন-শব্দ নদীর উপরে,
রজনীতে কিবা স্বর সমুত্থিত করে।
শুনি সেই মধুস্বর সুধীর মোহন,
দেখি স্বভাবের শোভা, সন্তুষ্ট জীবন।
বিরামদায়িনী নিদ্রা ধীরে কোলে লয়ে,
তরী'পরে বসিলেক প্রফুল্ল হৃদয়ে।
চিন্তাদগ্ধ মন পক্ষে সুনিদ্রা যেমন
মহৌষধ, সুহৃদয়, কি আছে এমন
মন-গ্লানি-হর সুঔষধি এ ভুবনে!
নিদ্রাদেবী দিয়া নিদ্রা তুষিল মোহনে।
যামিনী যাপন করি তরণী-উপরে,
পর দিন তরী বাহি হরিষ অন্তরে
চলিল নাবিকগণ মোহন-আদেশে,
চলিল তরণী উড়ি ছাড়ি নানা দেশে।
স্রোতস্বতী হলো শেষ এই হলো জ্ঞান,
ক্ষণ পরে নদী শোভা পুনঃ দৃশ্যমান।

এইরূপে নদীবাঁক বেষ্টন করিয়া,
চলিল নাবিকগণ তরণী বাহিয়া।
আসি উপস্থিত তরী সিন্ধুপোত মাঝে,
শত শত সিন্ধুপোত যথায় বিরাজে।
আহা মরি কিবা শোভা গুণবৃক্ষ যায়,
গগন পরশি আছে ছাপি ঝাউ সায়।
লাগিল আসিয়া তরী রেলওয়ে ঘাটে,
খুলি দিল মোহনের মানস কবাটে।
শত শত তরীশ্রেণী আরোহী পুরিত,
সর্ব্বক্ষণ হয় পার হরি বিমোহিত
দর্শক জনের মন; দশ ঘটিকার
সময় বিশেষ হয় শোভা চমৎকার।
নানা জাতি নর তার বেশ নানা রূপ,
দেখিয়া যাহার ভাব টলে ভাবকূপ।
কর্ম্মস্থান কলিকাতা সহরে গমন
করিছে সকলে ত্বরা শশব্যস্ত মন।
গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ, জন কলরব,
লৌহে লৌহ দণ্ডাঘাতে কি শব্দ উদ্ভব।
হোঁস হোঁস শব্দ কলে হইছে উত্থিত,
মিশিয়া এ সব শব্দ কি শব্দ বিকৃত
সমুত্থিত হয়ে লাগে কর্ণ-কুহরে,
মানসে লাগয়ে ধাঁধাঁ ভুলায় অন্তরে।
তরী হতে অবতীর্ণ হইয়া মোহন,
গাড়ী চড়ি কলিকাতা সহর দর্শন
করিতে চলিলা ত্বরা মানস উল্লাসে,
কতই আশ্চর্য্য বস্তু আঁখিদ্বারে আসে।

ত্রিতল চৌতল বাটী শোভে সারি সারি,
চূর্ণে ধবলিত অঙ্গ কি শোভা তাহারি।
শ্বেতহংস-বর্ণ জিনি স্তম্ভ-শোভা,
রবি প্রতিবিম্ব পড়ি প্রভা মনোলোভা।
স্তম্ভ-শিরে কারুকরি কতই প্রকার,
যাহার সুষমা দেখি লাগে চমৎকার।
এ হেন ভবন কত কে করে গণনা,
জীবন তোষিতে কত কৌশল স্থাপনা।
পণ্যবীথি পরিপূর্ণ নানা জাতি নরে,
নয়ন-হারক-দ্রব্য শোভে থরে থরে।
দেখিতে দেখিতে শোভা সুধীর মোহন
আসি উপস্থিত মধ্য রাজার ভবন।
আহা মরি কিবা রাজপ্রতিনিধি-বাটী,
সুরম্য উদ্যানে যার শোভা পরিপাটী।
রাজপ্রতিনিধি-বাটী পার্শ্বে চারি তার,
দেখি দূরীকৃত করে মানস আঁধার।
ধন্য হে ইংরাজজাতি, ধন্য ধরাতলে,
নর নাম সার্থক করিলে বিদ্যাবলে।
মানব তোমরা বট, নর-শিরোমণি,
জনম গ্রহণ করি পবিত্র অবনী
করিলে হে বুদ্ধিবলে; কোথা বাস তব!
কোথা আসি বাহুবলে ভুঞ্জিছ বিভব।
পঞ্চবিংশ শত অব্দ হইল হে গত,
কি দশা আছিল তব? বন্য নর মত
অরণ্য নগরে তব আছিল বসতি,
করিতে চিত্রিত অঙ্গ দেখাতে মূরতি।

অরাতিকুলেরে ওহে ঘোর ভয়ঙ্কর,
সামান্য যানেতে চড়ি হয়ে ধনুর্দ্ধর
সমর করিতে ঘোর শত্রুদল সনে,
রোমানের ভুজবলে থাকিতে দমনে।
তব বাসদ্বীপ-দশা কি ছিল তখন?
পর্ণের কুটীরময় কর হে স্মরণ।
ভুবনমহিষী এবে লণ্ডন নগরী,
কি ছিল তাহার দশা দেখ দেখি স্মরি।
অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কিছু শত শকে,
মানসে স্মরিলে ওহে হৃদি ধক্ ধকে।
অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কারণান্বেষণ,
কর্‌হ যদ্যপি কেহ, কর্‌হ শ্রবণ।
অক্লান্ত শরীর শ্রম, নিঃশঙ্ক-হৃদয়,
উন্নতি সাধন ইচ্ছা, আর ধর্ম্মভয়,
একতা, সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা, সত্যপথে মন,
জাতির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে কারণ।
এ সদ্গুণ বিবর্জ্জিত হয় যেই জাতি,
তার ভাগ্যে সার শুধু অরাতির লাথি।
অন্য জাতি কাড়ি লবে রাজ্য এক চড়ে,
ঝুলিতে হইবে চিরু দাসত্ব কামড়ে।
ওহে বঙ্গজন দেখি ইংরাজ-চরিত,
জ্ঞানোদয় তব চিতে না হয় কিঞ্চিৎ?
ইংরাজের কুপ্রবৃত্তি অনুবৃত্তি-ক্ষম,
তাহাদের সুপ্রবৃত্তি তব পক্ষে যম।
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর বঙ্গজন,
পরীক্ষা করিয়া দেখ তব আচরণ।

আলস্য ক্রোড়েতে নিদ্রা যাবে কত কাল,
অজ্ঞতা কূপেতে ডুবে যন্ত্রণা ভয়াল
সহিবে, হে কত দিন? নব্য বঙ্গজন,
তোমরা বঙ্গের আশা, ভরসা, ভূষণ।
কিন্তু বঙ্গসতী দেখি তব ব্যবহার,
মনোদুখে ম্রিয়মাণ বদন তাহার।
বিশ্ববিদ্যালয়ে যবে কর অধ্যয়ন,
তব বুদ্ধি কাছে বল কাহার গণন?
কোন্ জাতি পরাস্তবে বুদ্ধিতে তোমায়?
পৃথ্বীপরে হেন জাতি না দেখি কোথায়।
ছাত্রাবস্থা তব যেন সৌদামিনী খেলা,
দেখিলে ঝলসে চক্ষু, শক্ত আঁখি মেলা।
তারি পরে আলস্য আঁধারে ঘোরে মন,
আধ ফুল্ল গোলাপেতে কীটের দংশন।
ওহে নব্য বঙ্গজন হেন আচরণ,
তব পক্ষে অতি দূষ্য করহ শ্রবণ।
যে দেশে হইল জন্ম তার উপকার,
না করিল যেই জন ধিক্ জন্ম তার।
কাজ কি জীবনে ছার যদি জন্মি ভবে,
দেশের শ্রীবৃদ্ধি ইচ্ছা মানসে না রবে।
হেন ইচ্ছা যার নাই, ধিক্ সে জনমে,
পাপ হয় নিরখিলে সেই নরাধমে।
ওহে নব্য বঙ্গজন হয়ে এক-চিত,
সাধ উপকার সবে দেশের কিঞ্চিৎ।
দেশের বিপদ ঘোর ওহে বঙ্গজন,
একবার তব চক্ষে না কর দর্শন।

বঙ্গ-বিদ্যা-উদ্যানেতে কাটুরা জয়াল
আসিয়াছে একটা হে জ্ঞানতরু-কাল।
প্রশস্তবুদ্ধিবিশিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ নরে,
গুটি কত জ্ঞানতরু রোপিলা আদরে
কাটুরার তীক্ষ্ণধার কুঠারের তরে,
এদুঃখ কেমনে কহি হৃদয় বিদারে।
কাঙ্গালিনী বঙ্গসতী দুর্দ্দশা দর্শনে,
কাঁদি মাটী তিতাইল দুখী বঙ্গজনে।
ক্রন্দন শুনে কি কভু দুরাত্মা যে জন,
নির্দ্দয় চিত্তের কাছে বিফল ক্রন্দন।
দেখ নিজ পথ সবে ওহে বঙ্গজন,
থাকিতে এ কাল তব নিশ্চয় পতন।
সাহায্য যদি না কেহ করে বিদ্যাদানে,
শৈথিল্য কি হবে তব সাহায্য প্রদানে?
হয়ে সবে একচিত্ত ওহে বঙ্গজন,
বঙ্গবিদ্যা-উদ্যানের মঙ্গল সাধন
করহ একাগ্রচিত্তে, নাম রাখ ভবে,
জাতি মধ্যে গণ্য হও তোমরা হে সবে।
উচ্ছন্ন বিনাশ জন্য জ্ঞানতরুগণে,
হইছে কত কৌশল, বর্ণিব কেমনে।
প্রতিকার কিছু যদি নাহি, কর এর,
কি ক্ষতি হইবে তব দশবর্ষে টের
পাইবে ইহার ভাল, বুঝোনা এখন,
ভুলিছ বাহির দেখি চ্যাকণ চোকণ।
দাঁড়ায়ে মোহন হেথা বিজ্ঞ গণে কয়,
রাজপ্রতিনিধি-বাটী দেখে হর্ষান্তর।

তক্ষিকার শোভা দেখি সুধীর মোহন
কহে' কথা মন-সনে সচিন্তিত মন।
"কি সুরম্য হর্ম্ম মরি কি চারু গঠন,
"চক্ষের বালাই যায় করি দরশন।
"যে পার্শ্বে ফিরাই আঁখি দেখি দ্রব্যচারু,
"নয়ন কাড়িয়া লয় চারু শোভা কারু।
"ভবন-অঙ্গন-ভূমি ঘেরা লৌহ রেলে,
"ফটকে প্রহরী ফেরে রক্ত চক্ষু মেলে।
"সম্মুখে সুরম্যোদ্যান চারু তরু শোভা
"লতা পুষ্প রেলে ঘেরি দৃশ্য মনোলোভা।
"নানা জাতি তরুপরে পড়িলে নয়ন
"নগরাভ্যন্তরে যেন পল্লীর সৃজন।
"উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বে, প্রাসাদ সুন্দর,
"সারি সারি শোভা পায় জুড়ায় অন্তর।
"দক্ষিণে দুর্জ্জয় গড় অরাতির জুজু
"শত্রুকুল শাসিবারে মত্তকরী কজু।
"তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে কি ছিল এস্থল।
"কি সন্দেহ ছিল ইহা পুণিত জঙ্গল।
"কি সন্দেহ ছিল ইহা ব্যাঘ্র নিবসতি,
"কালসর্প বাসস্থলী ভয়ঙ্কর অতি।
"বিচরিত যেই স্থলে হিংস্রজন্তুগণ,
"সেই স্থলে বিচরিছে নর অগণন।
"সেই স্থলে লক্ষ লক্ষ নর নিবসতি,
"পূর্ণ কোলাহলে সদা আপণ যেঅতি।
"কালস্রোত গতি অতি বিচিত্র দর্শন,
"চিন্তিলে হৃদয় মাঝে কম্পিত জীবন।

" কোথা কাল-স্রোত-তটে উঠে জনস্থলী
" কোথা বা নগর ভগ্ন হইছে কেবলি।
" কোথা বনস্থল কাটি উঠে জনস্থল,
" কোথা জনস্থলে পূর্ণ হইছে জঙ্গল।
" কোথা ধরাধর মগ্ন হইছে সাগরে,
" কোথা বা সাগর শোভে সুউচ্চ ভূধরে।
" কোথা গ্রীসিয়ান রাজ্য ? কোথা বা রোমান ?
" এককালে যার দর্পে পৃথ্বী কম্পমান।
" কোথা রামরাজ্য ? কোথা কুরুরাজ্য বল ?
" কালস্রোতে নিমগন হইল সকল।
" কোথা রবে এই যে নগর কলিকাতা
" কিছু শত শক পরে ? জানেন বিধাতা।
" এই যে নগরপূর্ণ লক্ষ লক্ষ নরে,
" কোথা রবে এরা বল বর্ষ শত পরে !
" এই শত শত নর সুমোহন বেশ,
" কতই যতনে মরি ফিরাইছে কেশ।
" হৃদে একলাই বাঁধি বানাইয়া ফুল,
" ওয়াচ গার্ড ঝুলে গলে গর্ব্বে মনাকুল।
" চিনাকোট দেহোপরি একটী বোতামে
" সংলগন কণ্ঠোপরি, দক্ষিণে ও বামে
" স্খলিত হইয়া উড়ে শোভা পরিপাটি,
" কাল মিস্‌মিসে বুট বকলোসেতে আঁটি।
" চরণাবরণ খানি জুতার উপরে,
" বিকচ ধুতুরা পুষ্প শোভা আছে ধরে।
" করে ষ্টিক রোপো বাঁধা ঘূর্ণিত সঘনে,
" চলিয়া যাইছে ভাবি শরাব ভুবনে।

"কোথা রবে তোমরা হে দিনকত পরে ?
ভাব না ভুলিয়া ক্ষণে সেচিন্তা অন্তরে।"
শুন হে মোহন ধীর এদের উপর,
ক্রোধ তব অনুচিত এরা খোলা নর।
বাহিক সৌন্দর্য্য তরে শশব্যস্ত যারা,
বড় মন্দ লোক সুধি কভু নহে তারা।
দিল-খোলা লোক তারা সুখ লুঠিবারে,
ধরিয়াছে জন্ম এই মজার সংসারে।
মোরা হই গ্রন্থকার মানব বিষম,
মিটমিটে ভান মোরা ছেলে খেতে যম।
পুস্তক যখন লিখি ধর্ম্ম অবতার,
কার্য্যকালে সামান্য নরের ব্যবহার।
'আমি গ্রন্থকার মম নাম শ্রীঈশ্বর,
আমার লেখনী কাছে লিখে কোন্ নর।'
'আমি কবি মম কাছে কোথায় সূদন ?
রচনা অমিত্রাক্ষর যার প্রবর্ত্তন।
অমিত্রাক্ষর যোজনা বাঙ্গলা ভাষায়,
হাস্যাস্পদ শুধু মাত্র শুনি হাসি পায়।
কটমটে কথা গুলা শ্রবণ কঠোর
শুনি শ্রুতি জ্বলি যায় ক্রোধে হৃদি ভোর।
না হইবে ক্রোধ কেন ? কবিত্ব শকতি
না হইয়া মম কিনা দত্তে হলো গতি!'
'মম রচনার কাছে সাগরের লেখা ?
কালিদাস কাব্য কাছে নব্য কাব্য দেখা।'
'বঙ্কিমের গল্প গুলা শুনি হাসি পায়,
যেমনি লেখার ছটা লক্ষ ভুল তায়।

মধ্যে মধ্যে রসিকতা শুনি অপ্লে কাণ,
অশ্লীল ভাষায় পূর্ণ শুনি দূরে প্রাণ।
'সোমপ্রকাশ সম্পাদক বিদ্যাভূষণ,
লিখিবার কি ধার ধারে বল সুধীজন।
বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ প্রায় ভাল নাই,
লিখিয়াছি তু এ'খানি আমি যাই তাই।'
মম গ্রন্থ প্রচলিত তরে সুধীজন,
করিতে সকলি ক্ষম এ মম জীবন।
গুপ্ত ভাবে ছোট লাটে পত্র লিখি কত,
সংস্কৃত উঠাইয়া বাঙ্গালা অন্তত
প্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়ে করা সমুচিত,
(মনসারে ধূনাগন্ধ বড়ই বিহিত।)
সংস্কৃত না উঠাবো কেন হে পাঠক ?
নইলে কৈ চলে মম বাঙ্গালা পুস্তক ?
নিজ গ্রন্থ রচনার প্রশংসা লিখিয়া,
গুপ্ত ভাবে সম্পাদকে দিই পাঠাইয়া।
নূতন লেখক দেখি ঈর্ষায় কাতর,
হোক্‌না সে বন্ধু কেন বন্ধুতা অন্তর।
সহস্র কৃতজ্ঞ-পাশে থাকিনা আবদ্ধ;
বান্ধব লেখক যদি জন্মে উপলব্ধ,
হেন বন্ধু সনে কভু রাখিনা আলাপ,
এর পেটে এত বুদ্ধি একি মনস্তাপ।
ভাবিলাম যারে এত সরল মানব,
সে আবার গ্রন্থ লিখে ভেবে হয় শব;
এমন যে আমি গ্রন্থকার শ্রীঈশ্বর,
যার পেটে এত গুণ, ধর্ম্মের আকর

তাম্বুল-গন্ধ সৌরভে দিক আমোদিত,
তারি গুণ পুস্তক মরি এত সমাদৃত।
বলিহারি ও সংসার করি যোড় কর,
অন্তরে নরক ভরা আননে আতর।
নিত্য নিত্য এইরূপে সুধীর মোহন,
মনোল্লাসে করিলেক সহর ভ্রমণ।
নগরাভ্যন্তরে যাহা ছিল দর্শনীয়,
নিরখি করিল তৃপ্ত দর্শন-ইন্দ্রিয়।
বড় বড় লোক যাঁরা আছিলা নগরে,
সাক্ষাৎ তাঁদের সহ করি হর্ষান্তরে
বঙ্গ সমাজের দশা শুনিলা কৌতুকে।
বাজিল বজ্রের সম মোহনের বুকে।
মাসেক মোহন ধীর রহিয়া নগরে,
অন্যদেশ ভ্রমিবারে উৎসুক অন্তরে।
যে দিন বিদেশ যাত্রা করিবেক ধীর
তার পূর্ব্ব নিশি নিদ্রা মোহন আঁখির
আছিলা বহু অন্তরে, নাহি দেখা দিল,
চিন্তাসতী সহ নিশা সুধু জাগরিল।
চিন্তাসতী সহ কথা হইল যে তার,
শুন সুধীজন সবে বৃত্তান্ত তাহার।
" ওমা বঙ্গসভি তব সভ্যপুত্র রীতি
" চিন্তিলে মানস পথে উঠে ঘোর ভীতি।
" সভ্যতার স্রোত বহি দেশ পূর্ণ পাপে,
" উপাড়িল পর্ব্বতক দেখি হৃদি কাঁপে।
" যে পাপে জাতিরে করে মর্কট সম,
" যে পাপে জাতিরে ধরি টানে শীঘ্র যম;

" যে পাপে মানব হয় পশুর সমান,
" যে পাপে উচ্ছন্ন যায় যত জনস্থান।
" সে পাপ ধরেনা আর এই সে নগরে,
" থর থর এনগর পাপস্রোত ভরে।
" সভ্যতার স্রোতসহ সুরাস্রোত বহে,
" সুরাদেবী এ নগরে বাস করি রহে।
" সুরাদেবি। কিবা তব কমনীয় কান্তি,
" রক্তিমা বরণ আঁখি দেখি চিত্তে ভ্রান্তি।
" সুলাঙ্গী দেখিতে কিন্তু ভিতরে ফাঁপর,
" ভুরা নারিকেল যথা চিক্কণ উপর।
" থর থর পদ কর গমন সুন্দর,
" ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা অঙ্গ ভগ্ন কণ্ঠস্বর।
" কভু বা শয়ন তব শরণী উপরে,
" কভু বা শয়ন তব খানার ভিতরে।
" যেন বাসি শব সম মাছি ভন্ ভন্
" করিছে বদনে কিবা দর্শন - রঞ্জন।
" উদরে যকৃত বড় থাকিলেই হয়,
" বক্ষে যক্ষ্মা রক্ষা তার চুলি কাষ্ঠময়।
" যমদ্বারে লইবারে তুমি গো বাহিনী,
" বারাঙ্গনা দ্বারে লুটে তুমি গো কু—নী।
" সর্ব্বস্বান্ত করিবারে তুমি গো শোষিণী,
" বাঁদর বানাতে তুমি পটু প্রবর্ত্তিনী।
" এমন যে সুরাদেবী সর্ব্বপাপ মূল,
" সহরে করিয়া বাস বিঁধিতেছে শূল।
" শীধু-সঙ্গী সুরক্ত-রক্তা সর্ব্বস্বান্ত,
" করিল নগরবাসী করি জীবমাত্র।

" সভ্যতার সহচর ব্যভিচার দোষ,
" কেলি করি ঘরে ঘরে লভিছে সন্তোষ।
" ব্যভিচারে নাহি দোষ, যাতে জন্মে সুখ,
" সে করমে পাপ কিবা? সে কর্ম্মে বিমুখ!
" সুকোমল কামরিপু করিলে সম্ভোগ,
" কভু কি হইতে পারে ধর্ম্মের বিয়োগ।
" সভ্যতার গ্রন্থে হেন আছে ভব্য নীতি,
" বুদ্ধিজীবী জনের তো আছেই প্রতীতি।
" নমস্কার সভ্যতার গ্রন্থে শত শত।
" হেন সুবুদ্ধির পদে শত দণ্ডবৎ।
" যে পাষণ্ড কহি হেন মধুর বচন,
" হরে কোঁন কামিনীর সতীত্ব ভূষণ;
" তাহার দেখিলে মুখ জ্বলে ক্রোধে প্রাণ,
" ইচ্ছা হয় অসি ধরি করি খান খান।
" অবলা সরলা নারী কোন বুদ্ধি নাই,
" মিঠা বাক্য শুনি ভুলে কাহারে সুধাই।
" বঙ্গে ব্যভিচার দোষ এমনি প্রবল,
" ঘরে ঘরে কার্য্য সিদ্ধি সচল বচল।
" নাগরিক মানবের কথাইতো নাই,
" সভ্যতার শৃঙ্গোপরি লুঠে কি মজাই।
" এর পরে রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা,
" বাঙ্গালি উচ্ছন্ন দিতে পুরিছে কামনা।
" পিতা পুত্রে বাদ করে ভ্রাতায় ভ্রাতায়,
" অভিযোগ জন্য পরে রাজদ্বারে ধায়।
" হইয়া গতসর্ব্বস্ব বিচার আলয়ে
" সার হয় তরুতল ভিটামাটি ক্ষয়ে।

"বিচার প্রার্থনা সজি জাল, জুয়াচুরি,
"গাপকলি, গঙ্গাজলি, মিথ্যার ঝুহুরি
"দিলরে উচ্ছন্ন দেশ কহি দুঃখ কারে,
"অনুতাপে দহে হৃদি বাঙ্গালি জাতারে
"নরক কুণ্ডেতে দেখি সতত পতিত,
"কি আছে বল রে মন ইহার বিহিত।
"বৃথামোদে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়,
"সুকার্য্যে কড়িটী দিতে কুণ্ঠিত হৃদয়।
"সুকার্য্যে সাহায্য করা বহু দূরে থাক্
"সুকরমে খড়্গহস্ত দেখিয়া অবাক্ !
"ধন্য রে সভ্যতা তোর চরণে প্রণাম,
"সৃজিছ কতই পাপ নাহি যার নাম।
"সহরের দশা আর না যায় চিন্তন,
"শরীর শিহরে উঠে কম্পিত জীবন।
"না রবো কখন আর এমন সহরে,
"নমস্কার সভ্যতায় যাবো দেশান্তরে।"
দেখ হে পাঠক সুধি মোহন নয়ন,
বাঙ্গালি বিষম পাপ ভণ্ডামি দর্শন
না করিল, তার হৃদে না পাইল স্থান,
সরল অন্তর যার নাহি বুঝে ভান।
ওহে ভণ্ড সুধীজন মোহনের স্থান
পেলে পরিত্রাণ বটে সেথায়ে বয়ান
হর্ষোৎফুল্ল সতত সুকর্ম্ম জনিত।
কবি কাছে পরিত্রাণে কি কর বিহিত।
দর্পণ স্বরূপ যে হে কবিজন মন,
যাতে প্রতিবিম্ব পড়ে মানস গঠন

অপরের, তব মন লুকাবে কেমনে?
মনোবৃত্তি তব পড়ি মানস দর্পণে
কবির রহিছে সদা, লুকাবার নয়,
কবি বুঝে তব ভাব যা ভাবে হৃদয়।
নাহি বসে কবিজনে অপরের সনে,
সেই সে কারণ তুমি ধরহ শ্রবণে।
ওহে ভণ্ড সুধীজন তোমরা ভয়াল,
ভুলাও অপরে কহি বচন মিঠাল।
সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে দেখি কোন জনে,
প্রকাশ আহ্লাদ তুমি তোমার আননে।
অন্তরে চিন্তহ শুধু তাঁহার ধ্বংসন,
কার্য্য পণ্ড হবে কিসে তাহারি যতন।
প্রকৃতি প্রদত্ত যদি কবিত্ব শকতি
দেখহ কাহার তুমি, দুঃখে মগ্ন অতি।
চিন্ত মনে প্রতিক্ষণে তাঁহার উচ্ছেদ,
সদা ভাব কিসে হবে তাঁর বন্ধু ভেদ।
সুধীজন কাছে গিয়া তাঁর নিন্দা কর,
বাসনা হইলে সিদ্ধি প্রফুল্ল অন্তর।
ভণ্ডামি শকতি তব এমনি প্রবল,
বুঝে ভাব ভণ্ড বল কেমনে সরল।
দেখিতে চেহারাখানা প্রফুল্ল কমল,
তার মধুস্থানে কিন্তু আছে হলাহল।
পণ্ডিত বলিয়া সবে জানে হে তোমায়,
করি শত দণ্ডবৎ পাণ্ডিত্যের পায়।
নিজের ক্ষমতা নাই কিছু লিখিবার,
সহ কি হে হয় হলে অন্যে গ্রন্থকার।

কবিরে উৎসাহ দেহ "হচ্চে হচ্চে" বোলে
নাস্তিক নিস্তার তব কবি নাহি মোলে।
ধন্যরে ভণ্ডামি তোর চরণে প্রণাম,
না করিতে পার তুমি নাহি হেন কাম।
ওরে রে ভণ্ডামি ধূর্ত্ত চেহারা তোমার
সুদৃশ্য, অন্তর কিন্তু বিষের আধার।

সপ্তম সর্গ।

"Beauty is Nature's coin must not be hoarded,
But must be current; and the good thereof
Consists in mutual and partaken bliss,
Unsavoury in the enjoyment of itself."
COMUS.

How beautiful, if sorrow had not made
Sorrow more beautiful than Beauty's self
KEATS.

টিপির টিপির নীর পড়ে ঘন হ'তে,
ছত্র শিরে দুইজন চলি যায় পথে।
বরষায় পল্লীগ্রাম কর্দ্দমে পূরিত,
গমনে শরীর ক্লেশ হয় যথোচিত।
চরণে কর্দ্দমভরা সিক্ত গাত্র বাস,
পঁহুছিল দোঁহে এক গৃহস্থের বাস।
গৃহস্বামী যথোচিত করি সমাদর,
বসিতে আসন দিল প্রফুল্ল অন্তর।
কথোপকথন পরে করি তিন জন,
গৃহস্বামী পাতি কর করিল গ্রহণ
দুই শত রৌপ্য মুদ্রা সহাস্য অধরে,
প্রফুল্ল না হয় কেবা টাকা পেলে করে?
মুদ্রা গুলি বাঁধি বাসে সহ পুরজন
গৃহস্বামী কোথাকারে করিল গমন।
দুইটী মানব মধ্যে সৌম্য মূর্ত্তি নর
প্রবেশিল মনোল্লাসে বাটীর ভিতর।
অপর মানব গেল বাটী হতে চলি,
একটী মনুষ্য গৃহে রহিল কেবলি।

পরমা রূপসী নারী দুটী তার পরে,
প্রবেশ করিল দোঁহে বাটী-অভ্যন্তরে।
তারি মধ্যে এক নারী বসি দরজায়,
সম্ভাষি কহিল অন্যে এরূপ ভাষায়।
"ওলো ওলো প্রাণসই এ আর কেমন,
"না করি দর্শন যে লো কোন পুরজন।
"কোথা গেল তব মাতা ভাই ভগ্নিগুলি,
"বাটীর বাহির কভু নন্ যিনি ভুলি।"
শুনিয়া হাসিয়া কহে অপর কামিনী,
"গিয়াছেন নিমন্ত্রণে বাটীর গৃহিণী।
"বাটীর বাহির আজি নাহি হ'য়া যায়,
"নিমন্ত্রণ রাখা সই আজি শোভা পায়?
"নিমন্ত্রণে যাইবারে করিনু বারণ,
"কোনমতে না করিলা নিষেধ শ্রবণ।
"এসো সই তাস খেলি বসি দুই জন,
"তাস যে তোমার কাছে হইল স্মরণ।
"কিছুক্ষণ বসো সই ছুটি আনি তাস।"
এত বলি গেল চলি অপরের বাস।
বাটীর বাহির আসি বাঁধিল কবাট,
দেখ সুধী-জন পরে কিবা হয় নাট।
হে পাঠক সহৃদয় বাটী-অভ্যন্তরে,
প্রবেশিল কোন জন ছত্র শিরোপরে।
কেবা এ রমণী আর কেই বা এ নর,
জানিতে উৎসুক অতি তোমার অন্তর।
পরিচিত দুই জন নিকটে তোমার,
শুন সুধী-জন সবে বৃত্তান্ত উহার।

রমণী মোহিনী আর পুরুষ জীবন,
মনোরমা-পিত্রালয় এই সে ভবন।
বাটী তার মোহন-ভবন-সন্নিধানে,
মোহনের প্রতিবেশী শিব অভিধানে।
যে কামিনী চলি গেলা আনিবারে তাঁর,
মনোরমা নাম তার, হয় কি বিশ্বাস?
মোহিনীরে মনোরমা আনিয়া কৌশলে
সিংহমুখে মৃগী ফেলি গেলা চলি ছলে;
মোহিনী-হরিণী ধরিবারে এই ফাঁদ।
অর্থই পাতিলা এই যত পরমাদ।
বসন্তকুমার জীবনের সহচর
কৌশলে সাধিল এই কার্য্য ভয়ঙ্কর।
মনোরমা-বাপে দিয়া টাকা দুই শত,
করিল তাহারে সুধি একার্য্যে সম্মত।
ধন্য অর্থলোভ তোর চরণে প্রণাম,
না করিতে পার তুমি নাহি হেন কাম;
তোর লোভে কত নারী দিয়াছে লাজ,
জলাঞ্জলি দিয়া বাস করিছে কুকাজ।
নারীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব-রতন,
পরিভ্রষ্ট হয় তোর প্রাপ্তে প্রলোভন।
ধন্য অর্থ তোর লোভে কত ধনীজন,
সাধু ব্যবহারে প্রদানিছে বিসর্জ্জন।
তোর উপরোধে কত বান্ধব স্বজন,
আত্মীয়তা বন্ধুতায় করিছে বর্জ্জন।
তোরি লোভে রে পাপিষ্ঠ নারী মনোরমা,
সখী ব্যবহার ত্যজি হইল অধমা।

জীবনের সখী "মনোরমা" মোহিনীর,
সে কি না হইল দূতী ত্যজিয়া ধনীরে
কুল, শীল, লজ্জা, ভয়, দুঃখ কহি কারে,
ধন্য রে পিশাচ অর্থ সাবাস তোমারে।
হেথায় জীবন দেখি সুযোগ আগত,
বাহিরিল গৃহ হ'তে প্রফুল্লই কত।
ব্যাধ যথা নভশ্চরে হেরি নিপতিত,
আনায় মাঝারে হয় মন বিকসিত।
পরে গুটি গুটি গিয়া ধরে বিহঙ্গম,
বিহগ বেচার যেন সমীপস্থ যম।
বাহিরিল গৃহ হ'তে সেরূপে জীবন,
আশঙ্কায় উড়ি গেল মোহিনীর মন।
মোহিনীর মনোভাব পাঠক সুজন
চিন্ত মনে একবার, পার উদ্ভাবন
করিতে সে ভাব যদি—কি কহিছি আমি?
সে ভাব কি পুরুষের হবে চিত্তগামী?
সরলহৃদয়া সাধ্বী পতিব্রতা নারী
চিন্ত গো তোমরা মনে অন্তর তোমারি
শুধু সক্ষম বুঝিতে মোহিনীর মন,
মোহিনীর মনোভাব হলো কি তখন।
হে পাঠক সহৃদয় নয়নে ঈক্ষণ
করেছ কভু কি কোন রমণী-রতন
লজ্জাশীলা সুযৌবনা বসিয়া বিজনে
রহে যবে একাকিনী কিম্বা সখীসনে
অঙ্গবাস বিমোচিয়া স্খলিত যৌবনে,
না ডরিয়া বিনোদিনী নর-আগমনে।

হেনকালে সেই স্থলে পুরুষ অপর
আসি উপস্থিত যদি হয় সুধীবর,
লজ্জাশীলা যে সুন্দরী কি করে তখন?
কোথায় লুকাবে ধনী অমূল্য যৌবন,
ঠাহরিতে নাহি পারি বাস আকর্ষণ
করিয়া কোমল করে করে আবরণ
লজ্জামাখা মুখখানি কিম্বা তনুখানি,
ঢাকিতে কোমল বক্ষ মনে অনুমানি
শিরোদেশ শূন্য রহে না পায় বসন,
আবরিতে উত্তমাঙ্গ বাহিরে যৌবন।
চিন্তে মনে বরাননা পৃথ্বী হলে চির,
প্রবেশে তাহার মধ্যে পলক আঁখির
না লড়িতে, লজ্জাশীলা ঢাকয়ে সরমে;
তবেত ধনীর রহে সরম ভরমে।
যদি হে পাঠক সুধি রমণী এমন
তব চক্ষে করি থাক কখন দর্শন,
তবে মোহিনীর ভাব পারিবে বুঝিতে,
নহিলে সক্ষম নও সে ভাব চিন্তিতে।
অপর পুরুষে দেখি হঠাৎ সম্মুখে,
গ্রাসিল আশঙ্কা আসি মোহিনীর সুখে।
লজ্জা ঢাকি লজ্জাশীলা পলাইতে চায়
অমনি জীবন আসি সম্মুখে দাঁড়ায়।
জীবন সম্মুখে থাকি কহিছে তখন,
মোহিনীরে মধুবাক্যে করি সম্ভাষণ।
"আজি কি সুখের দিন মম চন্দ্রাননি!
"সংসারের সার বস্তু সম্মুখে আপনি

"জীবন পবিত্র হলো পবিত্র নয়ন,
"সংসারের সার বস্তু করি দরশন।
"তোমার যৌবনরূপ চারু সরোবর
"অগাধ অতলস্পর্শী করে থর থর।
"পথিক তৃষিত আমি উৎকণ্ঠিত প্রাণ,
"দেহ আজ্ঞা বিধুমুখি করি নীর পান।
"যৌবন-সরসী তব রসে টলমল,
"তাহাতে প্রফুল্ল মরি ও মুখ-কমল,
"যাহার সৌন্দর্য্য-গন্ধে হয়ে আমোদিত,
"তৃষিত পথিক তটে আসি উপস্থিত।
"আজ্ঞা দেহ ইন্দুমুখি করুণা প্রকাশি,
"ভাঙ্গি লো পিপাসা মোর, এ পোড়া পিপাসী।"
জীবনে দর্শন করি সে বিজন স্থান,
আশঙ্কায় উড়িছিল মোহিনীর প্রাণ।
ভয়ঙ্কর কথা তার শুনি এবে ধনী,
পাংশু বর্ণ হলো মুখ সতীর তখনি।
মোহিনীর মুখখানি হলো যেন ঠিক,
প্রফুল্ল কমলে বহ্নি পেলে আকস্মিক।
কিম্বা যথা আধফুল্ল গোলাপ প্রসূনে
লাগিলে গন্ধক ধূম নাশে লোহ—গুণে।
একবার চিন্তে ধনী থাকি মৌনী হয়ে,
সে চিন্তা অন্তর পুনঃ ভাবিয়া হৃদয়ে
পাছে দুষ্ট গাত্র স্পর্শে প্রকাশিয়া বল,
ধনীর গৌরব ভ্রষ্ট হবেত সকল।
ভাবি মনে বরাননা করে মনে স্থির,
কব কথা ওর সনে যা ইচ্ছা বিধির।

কহিতে যাইয়া কথা কথা নাহি স্ফুরে
লাগিল বিষম ধাঁধা মোহন-বধূরে।
কহে কথা বড় কষ্টে মোহন সুন্দরী,
লজ্জাবতী সাধ্বী সতী লজ্জা পরিহরি।
" ওহে ভাগ্যবন্ত নর তব কলেবর,
" নিরীক্ষণে জ্ঞান হয় দয়ার সাগর।
" হেন দেহ মধ্য হতে বাক্য বিষময়,
" শ্রবণে চমকি উঠে এ মম হৃদয়।
" এ দীনার সতীত্বের পরীক্ষার তরে
" বুঝি এ নিষ্ঠুর ভাব ধরেছ অন্তরে।
" নতুবা সম্ভব নয় এ বাক্য তোমার,
" বারিধরে বিষধারা বিশ্বাস কাহার ?
" করি যত্ন বিধি দেখ রমণী-হৃদয়ে
" থুইল একটী ধন যে বলে জুঝয়ে
" নারী কষ্ট-স্রোতমাঝে এই সে ভুবনে,
" যে জন্যে নারীরে সুধী নারী বলি গণে।
" সে ধনের অভিধান সতীত্ব-রতন,
" সে ধনের কাছে কোথা কাঞ্চন-ভূষণ,
" রতনে খচিত গৃহ ভূষণে ভূষিত,
" চতুর্ভিতে চাকচক্য চিত্ত চমকিত,
" রজনীসময় যবে শোভে দীপালোকে,
" নহে প্রীতিকর তাহা কোন্ নরচোকে।
" নির্ব্বাণ করহ দীপ শোভা অন্তর্দ্ধান,
" কোথা রত্নরাজি-শোভা ? সুষমা প্রস্থান।
" তদ্রূপ রমণী-হৃদি পূর্ণ গুণরাজি,
" সতীত্ব-দীপ্তি বঞ্চিতে, আঁধার বিরাজি।

" ভূষণে ভূষিত গৃহ ভ্রষ্ট দীপালোক,
" যথা অন্ধকারময় তমঃ হেরে চোক।
" নারীর অন্তর জেনো তেমনি আঁধার
" সতীত্ব আলোক নাই হৃদয়ে যাহার।
" থাক্ না সহস্র গুণ এ গুণে বর্জ্জিত,
" কে করে গণনা তার? সব অন্তর্হিত।
" শুন হে পুরুষোত্তম এহেন রতনে,
" হইলে কামনা তব পাইবে কেমনে।
" করিয়া আঁধার হৃদি, এ অমূল্য ধন
" প্রদানিতে দক্ষ হয় বল কোন্ জন।
" বিধিদত্ত হেন ধন ত্যজে যেই নারী,
" কুলকলঙ্কিনী জেনো অভিধান তারি।
" সে দুষ্টা করিতে ক্ষম সকল করম,
" বিচার নাহিক তার ধর্ম্ম অধরম।
" এ দুষ্ট কামনা তব কর পরিহার,
" সামান্য সুখের তরে হেন অবিচার
" না করহ কভু তুমি কহি সবিনয়,
" ধর্ম্ম-ধন মহাধনে করি বিনিময়,
" ভগ্ন কপর্দ্দক সহ না ত্যজ কখন,
" ভগ্ন কাচে আশা ত্যজি হীরক রতন।"
মোহিনীর বাক্য শুনি জীবন তখন,
কহে কথা হাসি হাসি বিকসিত মন।
" শুন লো সুন্দরি, নারী ভুলাবার তরে,
" পুরুষে মিথ্যা রচনা পুস্তকাভ্যন্তরে
" করিয়াছে শত শত, বাক্য প্রলোভন
" প্রয়োগ করেছে কত কে করে গণন।

"কিন্তু দেখ শশিমুখি ভাবিয়া অন্তরে,
"পাতিব্রত্যগুণ গণ্য কি জন্য ভূ-পরে।
"স্বকার্য্য সাধিতে নর কতই কৌশল
"রচিয়াছে গ্রন্থমধ্যে কে কহে সকল?
"চিরদাসী নারী-জনে রাখিবার তরে,
"নানা ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে নরে।
"যে কর্ম্মে উপজে সুখ সে কর্ম্মে পাপ?
"কহিতে আমার হাসি, একি মনস্তাপ।
"পুরুষে অপর নারী ভজে কত শত,
"সে সময় নাহি পাপ সে যে আত্মব্রত।
"আত্মসুখ তরে ব্যস্ত আঁটাআঁটি পরে,
"জাতি কি অজাতি নাই সে যে আত্মতরে।
"আরও দেখ চন্দ্রাননি করিয়া যতন,
"বিধি গঠনিল ভবে রমণী-রতন।
"তার সুকুমার অঙ্গে মাধুর্য্য মাখিয়া,
"তার সুকোমল করে মধু রস দিয়া।
"সৌন্দর্য্যরাশি-সংযুক্ত প্রফুল্ল আননে,
"মিশাইয়া মধুরতা সৃজিলা বিজনে
"প্রকৃতি সুন্দরী, রূপ দেখাবার তরে,
"আবরি অবগুণ্ঠনে স্নাপা - সুধাকরে.
"গৃহমধ্যে লুকায়িত নহে থাকিবারে,
"সে সৌন্দর্য্যে কিবা ফল কহ লো আমারে?
"প্রফুল্ল প্রসূন সহ সৌন্দর্য্য তুলনা,
"কিছুক্ষণ শোভা দিয়া শুন লো ললনা।
"বিশুষ্ক হইয়া ভ্রষ্ট হয় সুশোভন,
"কে করে আদর তার এই সে ভুবন।

" যদিন আছে যৌবন লুঠ মজা ভবে,
" দু দিনান্তে যৌবনের চিহ্ন নাহি রবে।
" যৌবন মুদ্রা সদৃশ না করিলে ব্যয়,
" রাখিলে পেটক মধ্যে কিবা ফলোদয়।
" অর্থ আর যৌবনের না করিলে ব্যয়
" থাকা না থাকা তায় একি লোকে কয়।
" অতএব চন্দ্রাননি করুণা প্রকাশি,
" জুড়াও সন্তপ্ত চিত্ত সন্নিকটে আসি।"
এ হেন দারুণ বাক্য শুনিয়া মোহিনী
কাঁপিল হৃদয় যেন ঝড়ে তরঙ্গিণী।
মুখে কোপ প্রকাশিয়া আশঙ্কা অন্তরে,
সম্ভাষিল এইরূপে সেই দুষ্ট নরে।
" কহিতেছ রে লম্পট সতীত্ব-রতনে
" গুণমধ্যে গণ্য নয় এই সে ভুবনে।
" তোমার কামিনী কেহ যদি এইরূপে
" চেষ্টা করে ডুবাইতে ভ্রষ্টতার কূপে।
" তোমার অন্তরে তবে উঠে কিবা ভাব?
" ভাল কি বাসহ তবে অসতী স্বভাব
" তোমার কামিনী হৃদে? উঠেনা তখন
" তব আনন আকাশে মলিনতা ঘন?
" সন্তপ্ত-নিশ্বাস-ঝড় নাহি বল টানে
" সুখ-তরু শান্তি-লতা অন্তর-উদ্যানে?
" নাশিবারে সে লম্পটে বাসনা-বিদ্যুৎ
" নাহি দেয় দেখা? গরজি তাহে কিম্ভূত
" ঘোর ক্রোধ-বাজ ক্ষণে ক্ষণে নাহি স্থলে?
" বিষাদ গরল-বৃষ্টি ধৈর্য্য-বাঁদ তলে

"প্রতিক্ষণে নাহি ক্ষরে? করিবারে ক্ষয়
"ধৈর্য্য-বাঁধ। কত ভাব হৃদয়ে উদয়
"ইহা ভিন্ন কে করে গণনা সাধ্য কার?
"তোমার রমণী ভ্রষ্টা হইলে তোমার
"কিম্বা বুঝি ও অন্তরে নাহি হয় ক্রোধ!
"তোর হৃদে সুখরাশি উঠে হয় বোধ!
"করেছিস্ মনে তুই পাইয়া সুযোগ
"বাসনা করিবি পূর্ণ? তোর সুখ-ভোগ
"সতৃপ্ত করিবি তুই এই অবকাশে?
"দূরীকৃত কর্ তোর হেন মন আশে।
"প্রাণের অধিক ভাবি সতীত্ব-রতন,
"রাখিব কি এই প্রাণ বিয়োগে সে ধন?
"ত্যজিব তখনি প্রাণ যবে তোর কর
"পরশিবে এই অঙ্গ শোন্‌রে পামর।
"কাজ কি জীবনে ছার সতীত্ব-বিহনে?
"রমণী-হৃদয় শূন্য বিনা সে রতনে।"
মোহিনীর কথা শুনি জীবন-অন্তরে
ক্রোধ-রাহু সমুদিল কাঁপি থর থরে।
রাহু যথা গ্রাসিবারে যায় সুধাকর,
সেরূপে প্রসারি চলে তার যুগ্ম কর।
হে পাঠক সহৃদয় করেছ দর্শন
সুধানিধি, রাহু যবে প্রসারে আনন।
সন্দর্শন করিয়াছ চন্দ্রমার দশা,
মোহিনী হইল ঠিক সে রূপ বিবশা।
প্রসারিত বাহু তার ধরে ধরে ধনী,
হেন কালে হলো দ্বারে শব্দ ঝন ঝনি।

দীর্ঘকায় নর এক ভাঙ্গিয়া কবাট,
প্রবেশিল বাটী মধ্যে মারি মালসাট।
সমস্ত শরীর ক্রোধে কাঁপে থর থর,
কাঁপিল অধর ওষ্ঠ দন্ত কড়মড়।
রোষ কষায়িত চক্ষে চাহিল সে নর,
মোহিনীর সুখরাশি, জীবনের ডর,
করিল যে উৎপাদিত; দিবা-চক্ষু যথা
দিবাচরে দেয় সুখ রাত্রিচরে ব্যথা।
বহুল ভৎসনা পরে করিল সে জন
জীবনের পানে চাহি; সুধা বরিষণ
যেই মোহিনীর পক্ষে; গরল সিঞ্চন
(মধুর-ভারতী-সতী-শ্রুতি-বিনোদন)
সেই জীবন অন্তরে আছে কি সন্দেহ?
কঠোর বচন তার জ্বালি দিল দেহ।
মোহিনীরে অগ্রে করি চলিল সে নর,
সুখে প্রবেশিল ধনী আপন অন্দর।
হে পাঠক সহৃদয় কেবা এই নর,
জানিতে উৎসুক অতি তোমার অন্তর।
কেমনে এগুপ্ত কথা শ্রবণ গোচর
হইল তাহার তুমি জানিতে তৎপর।
শুন তবে সুধীজন বৃত্তান্ত ইহার,
শ্রবণে তোমার হবে আনন্দ অপার।
দামিনীর বাণী তব হয় কি স্মরণ?
দামিনীর গুপ্তপতি জেনো এই জন।
বসন্ত যখন গেল নাপিতিনী - বাসে,
নাপিতিনী ছিলা মগ্ন হাস্য উপহাসে

এই পুরুষের সনে; সেই সে কারণ,
বসান্ত দামিনী-দ্বারে না দিল আসন।
দামিনীর সন্নিধানে বৃত্তান্ত সকল
শ্রবণ করিয়া তার চিত্ত সচঞ্চল
আছিল অতীব জেনো, হইতে তখন
মনে মনে সন্দিহান ছিলা এই জন।
মাধব ইহার নাম মদ্যপায়ী ঘোর
প্রেমালাপে সদা রত রঙ্গরসে ভোর।
মোহনের একপাঠী, সরল অন্তর
বিদ্যাধনে আস্থাহীন সুধু সুখচর
ইন্দ্রিয় সুখের সদা, খোলা মন-দ্বার,
মোহনে বাসিতে ভাল তুলা নাহি যার!
মোহনের পিতা শুনি এসব বৃত্তান্ত
উঠিল ক্রোধাগ্নি হৃদে যেন রে কৃতান্ত।
মনোরমা-বাপে কহে করিয়া তর্জ্জন,
"দেখিব রে তোরে বেটা তুই সে কেমন।
"রাজ-দ্বারে অভিযোগ কল্যই করিব,
"দুদিনান্তে আমি তোর গৌরব ভাঙ্গিব।
"যার বলে হইয়াছে তোর এত বল,
"দেখিব কত সে তার আছে ধন বল।
"ভিটা-মাটী এক চাটী তোর দিব করে,
"একর্ম্ম-কর্ত্তারে লবো সুখদ শ্রীঘরে।"
সে দুঃখী ব্রাহ্মণ শুনি কথা এ সকল
ভয়ে অঙ্গ জড়সড়, চিত্ত সচঞ্চল।
ভয়েতে হ'য়ে বিহ্বল সেই দীন নর,
কহিল এ সব কথা জীবন-গোচর।

জীবন আশ্বাস বহু প্রদানিল তারে,
ভীরুর ভীরুতা ভাঙ্গা আইসে কাহারে?
হে পাঠক সহৃদয় হয় কি স্মরণ
এ দিন দুর্দ্দিন বলি! বারি বরিষণ
হয় টিপির টিপির সমস্ত দিবস,
নিরখিয়া প্রকৃতির মুরতি বিরস,
কার না মানসে হয় আলস্য উদয়!
নভস্তলে ঘনাবলী পৃথ্বী তমোময়।
নিবিড় নীরদদলে আচ্ছন্ন গগন,
টিপির টিপির নীর তাহে বরিষণ।
মধ্যে মধ্যে ঘনোপরি খেলে সৌদামিনী,
মধ্যে মধ্যে গরজিছে ঘন কাদম্বিনী।
মধ্যাহ্ন সময় সন্ধ্যা যেন আবির্ভূত,
নিরীক্ষণে হৃদে উঠে ভাবনা অদ্ভুত।
পিপীলিকা পেয়ে পক্ষ ডানা প্রসারিয়া,
শূন্য মধ্যে দলে দলে বেড়ায় ঘুরিয়া।
বায়স বায়সী বসি তরুর উপরে,
উড়িছে বসিছে ব্যস্ত উদরের তরে।
পক্ষপ্রাপ্ত পিপীলিকা ধরে ক্ষণে ক্ষণে
পরক্ষণে বসি ডালে নিযুক্ত ভক্ষণে।
সুন্দর বিহঙ্গ পক্ষ শোভা চিক্কণিয়া,
বরিষণে ভ্রষ্ট রূপ দুঃখ নিরখিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে ভেকগণে করে কলরব,
ময়ূর ময়ূরী নাচে পাইয়া উৎসব।
ইষ্টক নির্ম্মিত ছাদে বারি পথ দিয়া
ঝর্ঝরে ঝরিছে জল কর্ণ জুড়াইয়া।

দিবস-বয়স কেহ ঠাহরিতে নারে,
সন্ধ্যা সমাগত পরে হলো একবারে।
একে তমোময় নিশি তাহে ঘনদল,
আচ্ছন্ন সম্পূর্ণ করিয়াছে নভস্থল।
সম্মুখস্থ বস্তু আঁখি দেখিবারে নারে,
নরকুল অন্ধ যেন হইল আঁধারে।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা দেখাইছে রূপ,
তমঃ তায় ধরিবারে একান্ত লোলুপ।
প্রসারিয়া কর ছুটে ধরিবারে তায়,
ঘন পার্শ্বে সৌদামিনী অমনি লুকায়।
গুড় গুড় ডাকে ঘন শ্রুতিমিষ্ট অতি,
গগনে হইছে যেন দেবের আরতি।
সুচারু খদ্যোৎকুল বেড়াইছে উড়ি।
পৃথ্বী'পরে পড়িতেছে যেন বাজি পুড়ি।
কিম্বা জ্ঞান হয় তারা হইতে গগন
খসি পড়িয়াছে তারা এই সে ভুবন।
নিরখিতে মানবের পাপবিদ্ধ মন,
রজনী সময় যার যোগ আগমন।
বাদলার বিভাবরী বড়ই মজার,
যাহাতে দাম্পত্য সুখ উথলে অপার।
বাহিরিল গর্ত্ত হতে নিশাচরগণ,
নিজ নিজ খাদ্য তরে ভ্রমিছে কানন।
হিংস্রজন্তু সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক ভয়াল,
ধরিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ভ্রমে যেন কাল।
পৃথ্বীস্থিত সৃষ্ট জন্তু মধ্যে কোন্ জাতি,
ধরে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যবে আসি রাতি?

এ প্রশ্ন উত্তর দিবে বল কোন্ জন?
উত্তর এর যে দিবে তাহারি গণন
সে জন্ত ভয়াল মাঝে, বল হে কেমনে
অভিধান তার পাবে এই সে ভুবনে।
ঘুট ঘুট অন্ধকার টিপ্ টিপ্ নীর,
লম্পটের কি সুযোগ পাঠক সুধীর।
সরল-হৃদয়া নারী মজাবার তরে,
পরিকর বাঁধাচাক্ চাক যষ্টি করে।
মস্তকে উষ্ণীষশোভা চাদরে নির্ম্মিত,
সীধুর সুগন্ধি কিবা লাম্পট্য বিহিত।
সু-উচ্চ প্রাচীরপরে লম্ফে উল্লঙ্ঘন,
প্রাণের প্রতিমা সনে লভিতে মিলন।
পরে কাঁদে পড়ি লাভ পাদুকা প্রহার,
এর সম মজা কিবা ভবে আছে আর?
কামিনীকুল - কণ্টক কুল - কলঙ্কিনী
কামিনী কোথায় সাজে হয়ে উন্মাদিনী,
ভজিতে প্রাণের সখা কামভরে ধনী,
নয়ন-হারিণী রূপ সজ্জা সে কেমনি।
কোন স্থানে মলিম্লুচ হইছে বাহির
সিঁদ কাটিবার তরে মানস অস্থির।
বহু শ্রমসাধ্য অর্থ বহু দিবসের,
আত্মসাৎ একবারে না পাইলে টের।
অর্থ অধিকার শুধু অপরাধ তার,
এর সম অপরাধ কিবা আছে আর?
কোথায় রাত্রির দস্যু বাহির সদলে
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরি হুঙ্কারি সবলে,

পড়িছে ধনীর গৃহে গৃহ লুঠ তরে,
কাটিছে বিঁধিছে তায় নিষ্ঠুর অন্তরে।
কিবা অপরাধ তার। জাননা পাঠক?
রূপচাঁদ অধিকার, না যাবে মস্তক?
ধনীর মস্তক শুধু যাবে বই নয়
দস্যু পাবে অর্থ রাশি মজার আলয়।
ধন্য ধন্য নরগণ ধন্য দিই শত,
কোথা সুখ স্থান আছে বল পৃথ্বী মত।
দয়াল মানব সম জন্তু কেবা আরে?
আত্মসুখ তরে নাশে কে বল পিতারে?
নিশীথিনী দুপ্রহর নিস্তব্ধ ভুবন
মধ্যে মধ্যে ভয়বাটী শব্দ নিপতন।
মধ্যে মধ্যে দিবাভীত করে কলরব,
পল্লল-পঙ্কিল-জলে ভেকের উৎসব।
মধ্যে মধ্যে শিবাদল ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
নানা রূপ ডাক ডাকে নানা কাকোদরে।
রজনী তিমিরাবৃতা সময় এ স্বর,
উদ্বেল করিয়া তুলে শিশুর অন্তর।
শিশুর ভাঙ্গিলে ঘুম এর মাঝে মাঝে,
আপনি আশঙ্কা আসি সে হৃদে বিরাজে।
অমনি জাপটি ধরে জননীর গলা,
বক্ষে তুলে অম্নি তায় জননী সরলা।
সুকোমল স্তন ধরি মুখে দেয় মাতা,
তুড়িতে শিশুর ভীতি সে দ্রব্য বিধাতা
সৃজিলা রমণী বক্ষে, সাধে দুটী কাজ,
শিশুর আশঙ্কা তুড়ে, খাদ্যের জাহাজ।

নিশীথিনী দুপ্রহর নিস্তব্ধ ভুবন,
সরল মানবগণ নিদ্রায় মগন।
মোহন-আবাস বাটী হে পাঠক জন,
তোমার মানস চক্ষে কর দরশন।
দশজন দস্যু করে জ্বলিত মশাল,
আর দশজন করে ঝলে তরবাল।
কাল মিসমিসে বর্ণ দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
কটমটে লালচক্ষু বাঁধা পরিকর।
মারে লম্ফ ভূমি কম্প পদঝম্পে যার,
হুহুঙ্কার, শব্দ কার বিঁধে কর্ণদ্বার।
মালসাট, কাট কাট, ঠাট দেখি ভয়,
খন খন, শব্দঝন, থরো থরো হয়।
ভন্ ভন্, সে নিস্বন, শ্রবণে যষ্টির
অঙ্গ কাঁপে, যার দাপে, মানস অস্থির।
এইরূপে কুড়ি জন দস্যু ভয়ঙ্কর,
ঘেরিল মোহন-বাটী ক্ষণেক ভিতর।
করেতে কুড়ালি ধরি ভাঙ্গিল কবাট,
প্রবেশিল বাটী মধ্যে মারি মালসাট।
প্রভু-পরায়ণ ভৃত্য দুটী সে বাটীর,
রক্ষিতে প্রভুর ধন দিল দুটী শির।
পরে দস্যুগণ গিয়া পড়িল সে ঘরে,
যথায় মোহন-পিতা ছিলা নিদ্রাভরে।
আকর্ষণ করি কেশ বাহিরে আনিল,
অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন শরীর করিল।
অস্ত্রাঘাতে শিরশ্ছেদ করি অতঃপর,
প্রবেশিল মোহিনীর গৃহ-অভ্যন্তর।

চাহিল দস্যুরা তার যাস আভরণ,
সুন্দরী মোচন করি আপন ভূষণ
নিক্ষেপিল ক্ষণমধ্যে দস্যুগণ-করে,
পরিধিয়ে চীরবাস ফেলিল অন্তরে
সুন্দর বসন তার কাঁপি থর থর,
স্ত্রীজন-সুলভ শঙ্কা শুকালো অধর।
সর্ব্বস্ব হরণ করি গেল দস্যুগণ,
তৈজসাদি না রহিল অর্থ আভরণ।
যামিনী প্রভাতক্রমে, উঠিল ক্রন্দন
মোহন-পিতারে শব করি দরশন।
মোহন-জননী কাঁদে বিয়োগে পতির,
সে ক্রন্দন শুনি চিত্ত কার হয় স্থির?
মোহিনীর গণ্ডদেশ অশ্রুধারে ভাসে,
হৃদয় বিদীর্ণ শুনি সে দুঃখ প্রকাশে।
হে পাঠক সুধীবর, করেছ দর্শন
মোহিনী প্রফুল্ল আস্য হলো কিছুক্ষণ।
কর সন্দর্শন এবে সে মুখমণ্ডল,
বিষাদ বসেছে তথি চপলা চঞ্চল।
যেন চপলা চঞ্চল? কোথা সৌদামিনী
লাগে সে সৌন্দর্য্য কাছে। ধরে না মেদিনী
উপমান সে রূপের জেনো সুধীবর,
সুন্দরী রমণীনিধি আনন উপর,
বিষাদ বসিলে পরে পাতি সিংহাসন,
ঠিক যেন সুধাকরে কলঙ্ক দর্শন।
ঠিক যেন অলিবর শ্বেত পদ্মোপরে
ঠিক যেন তারা শোভে আঁখি-ইন্দীবরে।

ঠিক যেন কুঁচ ফলে কালিমা দর্শন,
ঠিক যেন শিশু চক্ষে কজ্জল শোভন।
ভুবনমোহিনী রূপ একে মোহিনীর,
বিষাদ বসিলে তথি কার মন স্থির?
আলুলায়ে বেণীবন্ধ পড়েছে ধনীর,
আননে উঠেছে গিয়া সকল রুধির।
চম্পক-কুসুম-বর্ণ একে আননের,
রক্তিমা সংযোগে যেন বর্ণ গোলাপের।
স্ফীত সে মুখমণ্ডল স্ফীত আঁখিদ্বয়,
গণ্ডদেশে অশ্রুধারা দর দর বয়।
সৌন্দর্য্য-সাগর যেন হয়ে বিস্ফারিত,
রুচি ভরে ভাঙ্গিতেছে মানসে প্রতীত।
বারুদ এমন কাল বাজি অভ্যন্তরে,
সেও অগ্নিতাপ পেলে কিবা শোভা ধরে।
লৌহফলা নিরখিতে কতই কুৎসিত,
সেও তাপে প্রভাময় সৌন্দর্য্যে রঞ্জিত।
কি আশ্চর্য্য হে পাঠক তবে হে বলনা,
তাপে রূপময়ী হবে রূপসী ললনা।
মলিন বসন চীর দস্যুদত্ত পরি,
পদ্মিনী রহিছে যেন শৈবলে আবরি।
মানস মোহিনী রূপ প্রকৃতি সতীর,
কুহেলিকা ঢাকি যেন মনে হয় স্থির।
সুন্দরী রমণী আস্যে বসিলে বিষাদ,
পুরুষের আঁখি পক্ষে বড়ই প্রমাদ।
আমার বচন এই সত্য কি অলীক,
হে পাঠক সহৃদয় মনে ভাব ঠিক।

হে পাঠক সহৃদয় রমণী যাহার
সুন্দরী বলিয়া গর্ব্ব পরীক্ষা তাহার
একবার কয় তুমি, কাঁদাও রমণী,
বিষাদ রমণী আস্যে শোভয়ে কেমনি,
জানিতে পারিবে তবে হে পাঠক জন,
অনুভব সে ভাবের সম্ভব কখন?
সর্ব্বস্ব হরণ করি গেছে দস্যুগণ,
খাদ্য দ্রব্য কিছু নাহি ছিলা সে ভবন।
পুরজন কাটাইল দিবা অনশনে,
দুঃখানল জঠরাগ্নি শুকালো আননে।
মধ্যে মধ্যে উঠিল সে ক্রন্দনের রোল,
ব্যাপ্ত করি দিল দেশ ডাকাতির ঢোল।
লোকে লোকারণ্য হলো অন্দর বাহির,
প্রতিবেশীগণ হলো শঙ্কায় অস্থির।
নানা লোকে নানা কথা কহে পথে ঘাটে,
নাহি অন্য কথা আর সেই পল্লী হাটে।
এ ডাকাতী-কর্ত্তা কেবা হে পাঠক জন?
কাঁপিবে তব হৃদয় করিলে শ্রবণ।
পার তুমি করিবারে এর অনুভব?
নারিকেল মধ্যে বিষ কোথায় সম্ভব।
জীবনের কার্য্য এই শুন সুধীজন,
স্বকার্য্য সাধিতে এই কৌশল সৃজন।
নিজ লেটিয়াল ধরি দস্যুর আকার,
সর্ব্বনাশ করিলেক মোহন বেচার।
জীবন যদি না এই করিত কৌশল,
কেমনে কামনা সিদ্ধি হতো তার বল।

রাজদ্বারে অভিযোগ হতো পরদিন,
পড়িত জঞ্জাল-জালে যথা জালে মীন
তবেত জীবন, তবে তাহার মনন
হইত পূর্ণ কেমনে বল সুধী জন।
অন্যের জীবন ধ্বংস নিজ সুখ তরে?
এমন সুহিত কার্য্য কোথা পৃথ্বী'পরে।
অন্যের লইয়া শির প্রমোদ ভুঞ্জিব,
এহেন মজার কার্য্য কোথায় পাইব।
অন্যের লইয়া শির পাবো অর্থরাশি,
কহিতে এ সুখ-কথা মুখে আসে হাসি।
অন্যের লইয়া শির তাহার রমণী,
ভুঞ্জিব পরমানন্দে সে সুখ কেমনি।
কাড়িয়া অন্যের জমি হবে নিজ বাটী,
কোথা পাবো ভবে হেন সুখ পরিপাটী?
অন্যের হইবে ক্লেশ নিজ সুখ তরে
এ হেন মজার কথা কোথা পৃথ্বী'পরে।
অন্যের করিয়া নিন্দা হবে নিজ যশ,
হইবে অন্য সকলে শুধু মোর বশ।
দিয়া পদোপরি পদ রব আমি বসি,
করিবে চরণ সেবা দশটী রূপসী।
হইব আমি ঠাকুর অন্যে হবে চেলা,
অন্যে সবে আমি মেলে এগারোঞ্চি ডেলা।
বলহ তোমরা বল বল নরগণ,
আর্য্যার এ বাক্যগুলি সুমিষ্ট কেমন।
বল বল নরগণ এ কথা শ্রবণে
শ্রুতি কি নাহি জুড়ায়? সুধা বরিষণে

ভাসে নাকি তব অঙ্গ এ বাক্য বর্ণনে ?
হেসে কি ঢলেনা অঙ্গ এ বাক্য শ্রবণে ?
তবে হে পাঠকুজন সুধীর জীবন,
কেন না করিবে এই করম এমন।
জীবনে না কহ ভবে কভু মন্দ লোক,
করে থাকে হেন কাজ যাহে জ্ঞানালোক।
পরিপাক বিদ্যারস যার হৃদে হয়,
ধরি থাকে হেন বাঞ্ছা তাহার হৃদয়।
বুদ্ধিমান এ জগতে হয় যেই জন,
এ হেন সুকার্য্য হয় তাহারি মনন।
স্থূলাকার বুদ্ধি যার বুঝিবে কেমনে,
কত সুখোদয় হৃদে অন্যের ধ্বংসনে।
জীবন দস্যুর কার্য্য করিল গোপনে,
প্রকাশ্যে করিল ক্রোক ভূমি ধান্য ধনে।
মোহনের পুরজন পায় অন্নকষ্ট,
মোহিনীরূপমাধুর্য্য ক্রমে হলো ভ্রষ্ট।
যে মুখমণ্ডল রূপে মোহিত নয়ন,
সে মুখানি নিরীক্ষণে কাঁদেরে জীবন।
দিন দিন তনু ক্ষীণ বাহিরে পঞ্জর,
প্রাণ ফুকরিয়া উঠে বিশুষ্ক অধর
সুদর্শন করি, তার, বর্ণ, নিরীক্ষণে,
জ্ঞান হয় পাংশুবর্ণ আবরি আননে।
পরশিলে যে শরীর হতো লোমোদয়,
সে দেহ করিলে ছিন্ন এবে পাংশুময়।
মনে মনে জ্ঞান হেন যেন রক্তরাশি,
নির্গলিছে অশ্রুরূপে চক্ষু'পরে আসি।

শরীর শোণিতভ্রষ্ট হলো সে কারণ,
পাংশুবর্ণ আবরিয়া তাই সে আনন।
পরিধান ছিল যার সুধৌত বসন,
মলিন সুজীর্ণ বাস পরি সে এখন।
শোভিত যাহার করে কাঞ্চন বলয়,
পিতল বলয় তথি আহা মরি রয়।
যে বক্ষে শোভিত চারু স্বর্ণ কণ্ঠহার,
পঞ্জর-আবলী তথি কণ্টক শোভার।
বেণী পার্শ্বে স্বর্ণ-ফুল শোভিত যাহার,
ধূলিরাশি রাশি রাশি উপরে তাহার।
চিকণ পর্য্যঙ্কোপরি যাহার শয়ন,
ভূমিশয্যা আহা মরি তাহার এখন।
চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় যাহার অশন;
মোটা অন্ন এক মুষ্টি তাহার ভক্ষণ।
এ কষ্টের হেতু কে রে? সৌন্দর্য্য-রতন।
রমণী-সৌন্দর্য্যরাশি কষ্টের কারণ।
ধন্য হে জীবন দিই ধন্যবাদ শত,
না করিবে কেন তুমি কার্য্য অভিমত।
যে মোহিনী-রূপ লোভে কর হেন কাজ,
চেয়ে দেখ একবার, পাবে তুমি লাজ।
চেয়ে দেখ একবার মোহিনীর পানে,
আনন্দ বিতরে কিম্বা যন্ত্রণা প্রদানে।
হয় কি না দয়া তব চাই একবার,
হয় কি না দয়া তব? কি ভ্রম আমার।
দয়া সে কেমন দ্রব্য জান কি জীবন?
দয়ার যোজন অন্তে তোমার ভ্রমণ।

দয়ার মুখমণ্ডল পূর্ণ সুধাকর,
দয়ার লোচনযুগ যুগ্ম ইন্দীবর।
সরোরুহ ডাঁটা দুটী বাহু দ্বয় তার,
পদ দ্বয় দুটী জলস্তম্ভের আকার।
নবনীতস্তম্ভ সম অবয়ব তার
কৌমুদী সদৃশ রূপ আস্পদ শোভার।
হেন সুকুমার দ্রব্যে যাহার গঠন।
লৌহময় হৃদি কিহে তাহার আসন?
বসি গৃহে এক দিন মোহিনী সুন্দরী,
অশ্রু বহে দরদর এলায়ে কবরী।
শরীর নিতান্ত শীর্ণ দেহে নাহি বল,
ছায়া মাত্র আছে সুধু ধনীর কেবল।
হেন কালে অর্দ্ধ বৃদ্ধা নারী এক জন
আসি উপস্থিত হলো মোহিনী সদন।
কেশ গুলি অর্দ্ধ পক্ব বিউনি তাহার,
বুড়ি মাগী তবু বাঞ্ছা মারিতে বাহার।
চন্দনের ফোঁটা ছটা শোভে চারু ভালে,
ইষ্টদেব পূজা চিহ্ন হরি হরি গালে।
করে শোভে জপমালা স্পন্দন অধর,
নড়ে মুখ লক্ষ বার পলেক ভিতর।
যুবাকালে চক্ষুমণি ছিল দুটী তীর,
কোটরে প্রবেশ এবে বিষাদে অস্থির।
নাসিকার অগ্রভাগ থুতি অগ্রভাগ,
ধরিতে যাইয়া চারু বাড়াইছে রাগ।
অর্দ্ধেক দন্তের পাতি পড়িয়াছে খসি,
গণ্ডদেশ ভাবি ভাবি পড়িয়াছে বসি।

বোধ হয় যেন মনে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ,
প্রবেশ করেছে গিয়া সেই মগ্ন অঙ্গ।
বোধ হয় যেন মনে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ,
হেন আস্ত চড়া'পরে করিতেছে রঙ্গ।
রক্তিমা অধর ওষ্ঠ তাম্বুল ভক্ষণে,
ছুঁচিবাই আছে কিছু পদ প্রক্ষেপণে।
তাই হে পাঠক সুধি চলন সুন্দর.
দেখি থাক পাবে ভাব তোমায় অন্তর।
সুধৌত বসন খানি অঙ্গে পরিধান,
পদোপরি বাস-শেষ বাম করে টান।
বয়স সময় ছিলা বয়ঃ অত্যাচার,
তিরোহিত তাহা নাহি সঙ্গী পেয়ে আর।
সেই সে কারণ এবে ধর্ম্ম-পথে মন,
পুজাকালে পূর্ব্বপতি শতেক স্বপন।
এ হেন রমণী এক আসি উপস্থিত,
মোহিনী সুন্দরী কাছে বদন হসিত।
মোহিনীর পানে চাহি মিষ্ট সম্ভাষণে.
তুষিতে ধনীর মন উদ্যুক্ত একণে।
" একি লো নাতিনি হেরি আহা মরি মরি,
" সোণার পুত্তলি খানি লৌহ অঙ্গ ধরি।
" ফুল্ল শতদল সম যাহার বদন,
" বিশুষ্ক নলিনী সম সে মুখ এখন।
" নব কিসলয় সম কপাল চিকণ
" চিন্তা-হল সে কপালে করেছে কর্ষণ।
" তাই সপ্ত শিরাকারে চিন্তা-হল-রেখা,
" শ্বেত শতদল-দলে কীটশ্রেণী দেখা।

"যাহার কটাক্ষপাতে সুধার ক্ষরণ,
"সে দৃষ্টিতে হয় এবে বিষ বরিষণ।
"যে সৌন্দর্য্য কান্তি ছিলা কষিত কাঞ্চন,
"লৌহময় দ্রব্যে যেন তাহার গঠন।
"গোলাল গোলাল বাহু গোলাল শরীর,
"পুরুষের কিবা কথা টলিত নারীর
"মানস-পঙ্কজ, রূপ করি নিরীক্ষণ,
"সে শরীরে আহা মরি কি আছে এখন।
"তোমার দুঃখের কথা শুনি লো নাতিনি
"তব দুঃখ দূর তরে আমি আকাঙ্ক্ষিণী।
"কেন এত কষ্ট সহ মম বাক্য ধর,
"ভাসিবে সুখ-সাগরে তোমার অন্তর।
"মনোহর অট্টালিকা উপরে বসতি
"হইবে নাতিনি তব সুখপ্রদ অতি।
"দাস দাসী দশ জন সেবিবে চরণ,
"শরীর ভরিয়া দিবে কাঞ্চন-ভূষণ।
"পরিধান পট্টবাস অতীব সুন্দর,
"আতর-গোলাপ-গন্ধে অঙ্গ ভরভর।
"চর্ব্ব, চূষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজনের ঘটা,
"দশ দিনে বাহিরিবে পূর্ব্ব রূপ-ছটা।
"এক জন বড় লোক তব প্রতি মন,
"যাহার সৌন্দর্য্য-রাশি করি নিরীক্ষণ
"আমি বুড়ী মাগী আজি ভজি ইচ্ছা করি,
"তোমার তো কথা নাই যুবতী সুন্দরী।"
বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহিনী,
ভর্জ্জন করিয়া কহে ঘনধ্বনি জিনি—

"কি কহিব তুমি বৃদ্ধা ভক্তির ভাজন,
"দিতাম নহিলে শিক্ষা তোমায় এখন।
"ব্রাহ্মণের কন্যা তুমি এই বৃদ্ধদশা
"কহিতে এ কথা হলো কেমনে ভরসা।
"কি তুমি দেখাও বুড়ি অর্থ প্রলোভন,
"কি তুমি সুখের কথা করিলে বর্ণন।
"যদি অর্থ রাশি পাই এ সংসার ভরা,
"অধিকার মম যদি হয় বসুন্ধরা,
"পৃথ্বীস্থিত যাবতীয় যদি নরগণ,
"মম আজ্ঞাকারী হ'য়ে তোষে মম মন;
"তথাপিও এ জীবন না হয় চঞ্চল,
"সুমেরু সদৃশ রবে সতত অটল।
"দ্বারে দ্বারে এক মুষ্টি যদি ভিক্ষা করি,
"তথাপি কি পাতিব্রত্যধনে পরিহরি?
"সুজীর্ণ বসন যদি পরি অঙ্গোপরি,
"তথাপি কি পাতিব্রতা-ধনে পরিহরি?
"যদি এ জীবন কেহ লয় খড়্গো হরি,
"তথাপি কি পাতিব্রতা-ধনে পরিহরি?
"ধিক্ সে নারীর প্রাণে ধিক্ দিই শত,
"ত্যজে যে সতীত্বধনে হয়ে বুদ্ধিহত।
"এক্ষণি চলিয়া যাও হইতে সম্মুখ,
"ভিক্ষা করি খাই ভাল এ কর্ম্মে বিমুখ
"হও তুমি এ অবধি, কহি শুন কাণে,
"বুড়া কালে রেখো মন কিছু ধর্ম্ম পানে।"
নাহি পায় সেই বৃদ্ধা পথ পলাবার,
লজ্জাভয়ে জড়সড় কথা নাহি আর।

যুবতী রমণী এক অন্য এক দিন,
তাঁরে সম্ভাষি কহে হয়ে সম্মুখীন।
"শুন লো মোহিনিদিদি, এক গুপ্ত কথা
"যেনো তুমি ইহা শুনি, বলি বাক্য যথা—
"একজন ধনী লোক তোমা লইবারে,
"পাঠাইবে পাল্কি সহ দশটী কাহারে।
"লইয়া তোমারে যাবে প্রকাশিয়া বল,
"করিয়াছে সেই দুষ্ট উদ্যোগ সকল।"
সুন্দরী সে কথা শুনি ভয়ে জড়সড়
লইল একটী দাসী সঙ্গে দড় বড়।
পলাইল পিত্রালয়ে গুপ্ত ভাবে ধনী,
ভয়েতে বিহ্বলা হয়ে মোহন-রমণী।

অষ্টম সর্গ।

> " For when to the view
> Forth from its raven fringe the full glance flies
> Ne'er with such force the swiftest arrow flew.
> 'Tis is the snake late coil'd who pours his length,
> And hurls at once his venom and his strength."
>
> DON JOAN.

" অয়ি কাব্যদেবি, তোমা করি আরাধনা
বঞ্চিত হইল দীন চাহিয়া দেখ না
সৌভ্রাত্র অমূল্য রত্ন, লভিতে যে ধন
চির আকাঙ্ক্ষিত আমি; অদৃষ্ট কেমন
মম বুঝিবারে নারি, করিতে মন্থন
সুধা, উঠি হলাহল জ্বালায় জীবন।
তব তরে কাব্যদেবি, সহি কষ্ট কত,
জীবনের সুখ মম হইল বিগত।
তোমা সেবি কোথা দেবি. হবে সুখোদয়,
ভাগ্যদোষে দুঃখ-শূল বিঁধিছে হৃদয়।
পূজ্যাস্পদ বলি যারে পূজি হৃদি স্থলে,
সে কেন হৃদয়-কলি বিষ দিয়া দলে?
ভুলেও পরের মন্দ ভাবি না হৃদয়ে,
কুৎসা-তীরে বক্ষ ভেদে সে কেন নির্ভয়ে?
কেন তব তেজাঙ্কুর রোপিলা অন্তরে,
তাইতো গো এত জ্বালা সহি পৃথ্বী'পরে।
ন্যায্য কথা কহিবারে কেন গো শিখালে,
ধর্ম্মভীরু করি কেন ফেলিলা জঞ্জালে।

তোমার সেবাই দেখি, অনর্থের মূল,
তোমা সেবি আর নাহি স'বো নিন্দাশূল।'
এত বলি ক্রোধ ভরে নিক্ষেপি লেখনী,
শয়ন শয্যা উপরি করিনু অমনি।
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা আসি উপস্থিত,
অপূর্ব্ব রমণী স্বপ্নে দেখি চমকিত।
দেখিনু রমণী এক রূপ চমৎকার,
চক্ষের বালাই যায় দেখি রুচি যার।
কবরী বন্ধন ঘেরি শোভিছে গোলাপ,
সন্দর্শনে যে মাধুরী যায় মনস্তাপ।
চারু কিসলয় যুক্ত পল্লব চিকণ,
মধ্যে মধ্যে আছে যার সুচারু প্রসূন।
নানা ফুলময় সিঁথি শোভিছে সীমন্তে,
আসি হইয়াছে শেষ যাহা শ্রুতি-অন্তে।
শ্রুতি নিয়ে দুলিতেছে পদ্মকলি দুল,
লড়িছে ঝকিছে সেই সৌন্দর্য্য অতুল।
নাসা নিম্নে শোভিতেছে পুষ্পময় মত,
কুঁদের নোলক যাহে দুলিছে সতত।
মল্লিকা কোরক বিনির্ম্মিত মুক্তাবলী,
উজলিয়া রহিয়াছে উচ্চ উরস্থলী।
ফুলময় চুর করে, মৃণাল বলয়
যাহার সৌন্দর্য্য আঁখি মন কাড়ি লয়।
কিবা জুঁই গোড়ে মল পদদেশে শোভে,
মুনির মানস টলে যে সৌন্দর্য্য লোভে।
নিলীমা-বরণ-বাস অতীব সুন্দর,
খদ্যোতের গুল ঝকে যাহে মনোহর।

নিরীক্ষণ করি বটে স্বপনে রমণী,
মানসে অপূর্ব্ব চিন্তা এ আর কেমনি।
দেখিনু দেহ উপরি যেন রে তাহার,
বহিতেছে নদনদী আর পারাবার।
ভূধর সুউচ্চতর শোভে সারি সারি,
নির্ঝরে ঝর্ঝরে বারি শ্রুতি মনোহারী।
তরুবর নানা জাতি কিবা ভাতি তার,
আঁখি মনোগ্লানি দূর হেরি রুচি যার।
তারি'পরে মধুস্বরে পক্ষী করে গান
যেমনি সৌন্দর্য্য তার তেমনি রে তান।
লতাগুল্ম নানা জাতি ফলে সুশোভিত,
সরোবর মনোহর পবনে কম্পিত।
মৃদুল মলয়ানিল তরুর উপরে,
হইতেছে প্রবাহিত কিবা মধুস্বরে।
কুসুম-সুরভি কাড়ি মৃদু সমীরণ
বহিতেছে মৃদু মৃদু হরিয়া জীবন।
নক্ষত্র নিকর শোভে সুধাংশু সহিত,
সুস্নিগ্ধ কৌমুদী মন করিছে মোহিত।
শয্যাতল স্বর্গস্থল হলো মম যেন,
কখন নয়ন রূপ হেরেনি এ হেন।
শরীর নিতান্ত খর্ব্ব তাহার উপরে,
এত শোভাময় দ্রব্য শোভিবে কি করে।
যথা যেন সুধীবর মসৃণ মুকুরে,
অনায়াসে ধরি থাকে প্রকৃতি বধূরে
ক্ষুদ্র আয়তনযুক্ত, কিম্বা জল খণ্ডে
অনায়াসে যথা ধরে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে।

সে রমণী রূপ জেনো এমনি উজ্জ্বল
ত্রিসংসার প্রতিকৃতি পড়িয়া সে স্থল।
আর দেখ হে পাঠক এ চিন্তা স্বপন,
নহিলে শরীর মাঝে এ দৃশ্য দর্শন।
যা হোক পাঠক জন হেন এক নারী
আসি উপস্থিত হলো সম্মুখে আমারি।
সৌরভে পূরিত হলো মম শয্যাস্থল,
পুলকে পূরিত প্রাণ দেহ সুশীতল।
অনিমেষ চক্ষে তার দেখি রূপছটা
অন্তর ভবনে মোর আনন্দের ঘটা।
আসি নারী ধীরি ধীরি আমারে সম্ভাষি
কহিতে লাগিল কথা মৃদু মৃদু হাসি ;—
"উঠ উঠ উঠ বাছা দুঃখ পরিহর,
"নীচ বাক্যে শ্রুতিপাত কভু নাহি কর।
"কি না কহি থাকে নীচে সুভদ্র মানবে,
"গেয়ে থাকে গুণী-গ্লানি নীচে এই ভবে।
"কুকুর সুধাংশু হেরি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
"সে জন্য কি সুধানিধি মনোদুঃখ করে ?
"কোথায় কুকুর আর কোথা নিশাকর,
"কোথা তুমি কোথা নীচ বিস্তর অন্তর।
"তোমা প্রতি দ্বেষ ঈর্ষা করে যেই জন,
"এক রূপ জেনো তব প্রশংসা কীর্ত্তন।
"নীচবাক্য আকর্ণন করি বাছাধন ;
"না চিন্তিয়া করিবেক সুপথ বর্জ্জন ;
"যে পথ ধরিয়া আছ যাও সেই পথে,
"কিছু পরে আরোহিবে তুমি যশোরথে।

" তখন ভাসিবে তুমি আনন্দ-সাগরে,
" সে সুখ তুলনা কাছে কি সুখ ভূ'পরে ?
" কহিতেছ কর্ম্ম যাবে ; এ কথা শ্রবণে,
" যথোচিত মনঃকষ্ট হলো মম মনে।
" চাকুরি কুকুরি বাঞ্ছা করে সেই জন,
" তেজোহীন সেই নর এই সে ভুবন।
" অর্থ উপার্জ্জন পথ আছে কত শত,
" তাহা ত্যজি চাকুরিতে তব মন রত ?
" কহিতেছ 'কাব্যদেবি তব আরাধনা,
" 'কখন মানসে মম আর করিব না।'
" মম নাম কাব্যদেবী ওরে বাছাধন,
" না করিবে বল মোরে কেন আরাধন ?
" পাইতেছ কষ্ট বলি ? এ কষ্ট তোমার
" রবে না কখন শুন বচন আমার।
" আমার অর্চ্চনা যেই করে আরম্ভন,
" কিছুদিন তার কষ্ট হয় বাছাধন।
" তাহার কারণ যত ঈর্ষান্বিত নর
" পূজিতে দেয় না হয়ে ঈর্ষায় কাতর।
" যার প্রতি আছে বাছা আমার নয়ন
" তাহার উৎসাহভঙ্গ করে কোন্ জন ?
" একচিত্ত হয়ে কর মম আরাধনা,
" হইবে নিশ্চয় তব সফল কামনা।
" তব কষ্ট হবে দূর আনন্দ বহুল
" লভিবে তব জীবন নাহি যার তুল।
" উঠ উঠ উঠ বাছা ধরহ লেখনী,"
এত বলি অগ্রসর হইয়ে সে রমণী

মম গলে প্রদানিল পুষ্পময় হার,
বলি, "এই ধর বৎস তব পুরস্কার।"
সৌরভে শীতল হলো জীবন আমার।
সেই পুষ্পময় হার গন্ধ চমৎকার।
মুহূর্ত্তেক মধ্যে নারী হলো অন্তর্দ্ধান,
এখনো নিরখি যেন সে নারী বয়ান।
ভাঙ্গিল আমার ঘুম ধরিনু লেখনী
লিখিতে আরম্ভ কাব্য করিনু অমনি।
আগত শরৎকাল গগন মণ্ডল
আবরিল প্রীতিকর নীলিমা উজ্জ্বল।
নির্ম্মল নভোমণ্ডল নীলিমা বরণ,
পূর্ণ চন্দ্রমার যাহা চিক্কণ আসন।
তারি'পর শশধর রজনী সময়,
নক্ষত্র নিকর চর সহিত উদয়।
তাহার সুষমা কিবা নয়নরঞ্জন,
তাহার মাধুরী আঁকা সুধু আকিঞ্চন।
শরতের নিশাকাল পূর্ণিমা সংযোগে,
মহৌষধ নাশিবারে জ্বর চিন্তারোগে।
শরতের সুসম্পূর্ণ শশী নিরীক্ষণে
উথলিয়া নাহি দেয় কাহার জীবনে?
কুমুদিনী নিজ নাথে করি নিরীক্ষণ,
সরোবরে বিকসিত হসিত বদন।
নিপট লম্পট চাঁদ ত্যজি স্বর্গস্থল,
একেবারে সমুদিত সরোবরতল।
অই দেখ নারী পার্শ্বে প্রতিবিম্বচ্ছলে,
চুম্বিছে নিজ রমণী বদনমণ্ডলে।

যে যাহারে ভালবাসে দূরে কিবা করে ?
লক্ষ ক্রোশ ব্যবধানে চন্দ্র নারী ধরে।
মালতী কৌমুদী পেয়ে রেনাকো হাসি,
সখী পেয়ে সখীজনে সুখনীরে ভাসি।
শুভ্র বর্ণ কাশ ফুল ফুল্ল চতুর্ভিতে,
আছে কি। হেন দ্রব্য আঁখি আনন্দিতে।
শরতে শুভাগমে যেন পৃথ্বীসতী
হাসা উঠিল ধরি সুসৌন্দর্য্য অতি।
শস্যক্ষেত্র ধান্যে পূর্ণ রূপ চিকণিয়া,
যাহার মাধুরী হেরি উঠে উথলিয়া
হৃদয়-সরসী-নীর আনন্দ স্বরূপ
বরষার বারি পাতে; কবি ভাব কূপ
সদ্ভাবে সতত করে টলমল টল।
ধান্যক্ষেত্র কবি কাব্য উদ্দীপনাস্থল।
শরতের স্রোতস্বিনী নীরে থর থর,
যাহার সৌন্দর্য্যরাশি জুড়ায় অন্তর।
জাহ্নবী-জীবন বেগে হয় প্রবাহিত,
মোহন সহর ছাড়ি চলিলা সুখীত।
তরণী ছাড়িয়া দিল নাবিক জুয়ারে,
ছুটিল তরণী বায় কে ধরে তাহারে ?
শরতের প্রাতঃকাল অতি মনোহর,
তাহাতে মোহন পুনঃ তরণী উপর।
উঠিছে শরৎ-রবি নদীতীর হতে,
যাহার সৌন্দর্য্য তুলা আছে কি জগতে ?
হইতে পশ্চিম তট রবি নিরীক্ষণে
জুড়ায় নয়ন মন চারু সুশোভনে।

উদিত রবির মূর্ত্তি পড়ি গঙ্গানীরে,
অগ্নিস্তম্ভ উঠে যেন নদীনীরে ধীরে।
পূর্ব্ব তীর হতে পুনঃ নিরখি পশ্চিম,
মানব-হৃদয়ে, হয় আনন্দ অসীম।
সুরম্য হর্ম্ম উপরি পরকলা শোভা,
নর-মন মুগ্ধ করে প্রভা মনোলোভা।
কাচখণ্ডে রবিরশ্মি প্রতিবিম্ব পড়ি,
কিবা শোভাময় মূর্ত্তি আহা মরি মরি!
প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা গৃহ অভ্যন্তরে,
জ্বলিতেছে বোধ হয় দর্শক অন্তরে।
নিশা শেষে শরতের বৃষ্টি নিপতনে,
সুসিক্ত রহিছে করি চারু তরুগণে।
তাহারি উপরি মরি রবি-রশ্মিঘটা
উদ্ভূত করেছে আহা কিবা রূপছটা।
শরৎ আনন্দে মাতি যেন তরুগণে,
আবরিত করিয়াছে কাঞ্চনভূষণে।
বৃষ্টিফোঁটা দুলিতেছে তরু পত্রময়,
তাহারি উপরি পড়ি রবি রশ্মি রয়।
লক্ষ লক্ষ গজমুক্তা শারদ তপন,
সজ্জীভূত করি যেন শাখীর আনন।
যাহার সুষমা হেরি স্তব্ধ সুধীমন,
যাহার সুষমা করে আঁখি আকর্ষণ।
সুচারু তরণীশ্রেণী চলিছে বাহিয়া,
পড়িছে তরীর ডাঁর শ্রবণ মোহিয়া।
সুধীর সুবিজ্ঞ জন করে প্রাতঃস্নান,
মধ্যে মধ্যে আছে তার রমণী-বয়ান।

মধ্যে মধ্যে নদীতটের বঙ্কিম দর্শন,
নিরখিছে রমণীর আনন শোভন।
জলচর পক্ষী নানা দেয় সন্তরণ,
যাহার সৌন্দর্য্য করে নয়ন হরণ।
মৃদু মৃদু সমীরণ হয় প্রবাহিত,
যাহার পরশে হয় শরীর মোহিত।
জাহ্নবী-জীবন পেয়ে মৃদু সমীরণ,
হৃদয় উথলি উঠে ঊর্ম্মির সৃজন।
সুক্ষুদ্র হিল্লোলকুল ভাঙ্গে নদীতটে,
শ্রবণকুহরে সেই সুধাবৃষ্টি বটে।
এইরূপ নানা শোভা মানস মোহন,
মোহন নিরখি মুগ্ধ, প্রায় বিচেতন।
অসার সংসারে সার প্রকৃতিশোভন,
মরুভূমে মরূদ্যান যেমন সৃজন।
যখন প্রকৃতিসতী হেরি নদীতটে,
মানস-মুকুরে তার আকৃতি প্রকটে।
প্রমোদ হিল্লোল ভাঙ্গে মানস-মন্দিরে,
নদী-ঊর্ম্মি শিবালয়ে যথা নদীতীরে।
পরাণ নাচিয়া উঠে সে শোভা দর্শনে,
জগতের যত জ্বালা ভুলি রে সেক্ষণে।
হায় রে, কবিহৃদয়, কিবা দশা তব
হতো রে, প্রকৃতি সতী-দর্শন উৎসব
যদি না ভুলায়ে দিত ভবের যাতনা ?
কি দশা হতো রে তব ভবে ত বল না।
যথা দুষ্ট শিশুকরে আধিগত প্রাণ,
কোমল কাষ্ঠবিড়াল একে হৃদিস্থান।

কবির সে দশা ঠিক পড়ি দুষ্ট করে,
মতিভ্রষ্ট পাপিষ্ঠরা কখন কি করে।
কিম্বা যথা শান্ত মৃগে বন্য নরগণ,
শীকারকরণ তরে পশ্চাৎ ধাবন।
ভয়ে ভীত ত্রস্তান্বিত কম্পিত শরীর,
নিবিড় অরণ্যে ধায় হরিণ অস্থির।
ঠিক সেইরূপ কবি দুষ্ট নরভয়ে,
নদীর বিজন তীরে শঙ্কিত হৃদয়ে
পশে গিয়া হেরিবারে প্রকৃতি রমণী,
সর্ব্ব দুঃখ দূরীকৃত দর্শনে যে ধনী।
হেনকালে সেই স্থলে যদি যায় নর,
নর দেখি হেরে হরি কবির অন্তর।
মোহনের তরী আসি হলো উপস্থিত,
শূন্যপুর বাঁধা ঘাটে; মোহন হর্ষিত।
শূন্যপুর গ্রাম সুধি হয় কি স্মরণ?
জীবনের জন্মভূমি হে পাঠক জন।
শূন্যপুর গ্রাম খানি অতি মনোহর,
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাস আছে সুবিস্তর।
অট্টালিকা মনোহর আছে শত শত,
উদ্যান প্রমোদ স্থান আছে কব কত।
একক জীবন বাবু গ্রামের গৌরব,
না হইবে কেন যার অতুল বিভব?
একক জীবন হতে গ্রাম লক্ষ্মীমন্ত।
প্রভূত প্রভাব যার ঐশ্বর্য্য অনন্ত।
অদ্য আর একবার সুধীর মোহন
এসেছিলা এই গ্রামে কুতুহলী মন।

অপূর্ব্ব উদ্যান এক আছে জীবনের,
দেখিবারে যাহা বাঞ্ছা পুনঃ মোহনের।
পূর্ব্বে যবে এই গ্রামে আইলা মোহন,
নিজোদ্যান দেখাইলা তাহারে জীবন।
মোহন জীবনসহ তাই পরিচয়;
দেখিবারে সে উদ্যান প্রফুল্ল-হৃদয়
চলিলা মোহন ধীর নামি তরী হতে,
মোহন প্রফুল্ল কত কহিব কেমতে।
বাঁধা ঘাট হতে পথ অতি মনোহর,
দুই ধারে দেবদারু ঝাউ কি সুন্দর!
নানা লতা ফুলভরে ঝোলে তরুবরে,
যাহার সৌন্দর্য্য রাশি পান্থ মনোহরে।
তরূপরে নানা পক্ষী সুখে করে গান,
তরুতল স্বর্গস্থল মনে হয় জ্ঞান।
মধ্যে মধ্যে সমীরণ বহে শাখী'পরে,
কিবা সুমধুর স্বর সমুত্থিত করে।
মোহন শ্রবণ করি শব্দ সুললিত,
শরীর শীতল তার জীবন মোহিত।
আসি উপস্থিত ধীর জীবন-ভবনে,
মনোহর অট্টালিকা পূর্ণ সুশোভনে।
ত্রিতল সুরম্য হর্ম্ম্য অঙ্গ ধবলিত,
স্তম্ভশিরে কারুকরি অতি সুশোভিত।
সম্মুখে সুরম্যোদ্যান সুসজ্জিত ফুলে
কত পুষ্প প্রফুল্লিত আকীর্ণ মুকুলে।
দেউড়িতে দীর্ঘকায় সিপাই পাহারা;
হৃদয় শঙ্কিত হয় নিরখি চেহারা!

মোহনের আগমন জানাইলা দ্বারী,
মোহনে বসিতে স্থান দিলা কর্মচারী।
মোহনের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা
করে কর্মচারীগণ অতিমিষ্ট-ভাষা।
জীবন ভবনে নাই শুনিলা মোহন,
পল্লীগ্রাম দরশনে অন্যত্র গমন।
জীবন কেমন ব্যস্ত প্রকৃতি দর্শনে,
অবিদিত হে পাঠক আছে কোন্ জনে!
জীবন ভবনে নাই শুনিয়া মোহন,
বিষাদে মানস তার হইল মগন।
জীবন কি সর্ব্বনাশ করিছে তোমার,
জাননা কিছু মোহন সংবাদ তাহার।
জীবনের প্রধান যে ছিলা কর্মচারী
মোহনের সহ জানা আছিল তাহারি।
মোহনেরে করিল সে যথেষ্ট আদর।
ভোজনের আয়োজন করে অতঃপর।
চর্ব্ব, চূষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজন সুন্দর,
ভোজনান্তে ভারাক্রান্ত মন কলেবর।
আলস্য বশত ধীর করিল শয়ন,
মোহনের হলো পরে নিদ্রা আকর্ষণ।
মোহনের নিদ্রাভঙ্গ হলো অপরাহ্নে,
প্রদীপ্ত বাসনাশিখা দেখিতে উদ্যানে।
নিজ মনোগত ভাব কহে পুরজনে,
পড়িল বিষম গোলে কর্মচারীগণে।
জীবন অবর্ত্তমানে উদ্যান ফটক
উদ্ঘাটিতে ছিল মানা শুনহ পাঠক।

ইহার কারণ সুধি অন্দর সহিত
সেই সে উদ্যান স্থলী ছিলা সংযোজিত।
জীবন মোহনে কিন্তু করি সমাদর,
দেখাইয়াছিলা পূর্ব্বে উদ্যান সুন্দর।
সে কারণ পুরজন করিতে বারণ,
অশক্ত হইলা এবে হে পাঠকজন।
করিলা আদেশ তাই উদ্যান মালীরে,
ফটক খুলিয়া দিতে মোহন সুধীরে।
হে পাঠক সুধীবর উদ্যান বর্ণনে,
আমার নিতান্ত বাঞ্ছা বর্ণিব কেমনে।
এসো গো কল্পনাদেবি বসো একবার
দীনের লেখনী পরে এ বাঞ্ছা আমার।
তুমি দেবি নাহি হও যে কবি সহায়,
কোথায় তাহার কাব্য সমাদর পায়?
সুদীর্ঘ উদ্যান সেই বিশ বিঘা স্থল,
সুউচ্চ প্রাচীরে ঘেরা বরণ ধবল।
জীবনের অট্টালিকা পূর্ব্বভাগে স্থিত,
অন্দরমহল সহ যাহা সংযোজিত।
প্রমোদ-উদ্যান এই শোভা মনোহর,
যাহার সৌন্দর্য্য হেরি, প্রফুল্ল অন্তর।
ফটকের দুই ভিতে দুটী দীর্ঘ স্তম্ভ,
স্তম্ভ শিরে দুটী সিংহ বিস্তারিয়া লম্ব।
বিগ্নোনিয়ালতা ঘেরি আছে স্তম্ভ অঙ্গ,
সমীরণ সহ যাহা করিতেছে রঙ্গ।
উদ্যান প্রবেশ করি প্রশস্ত শরণী,
ঝাউ শ্রেণী, শরণীর দুপার্শ্বে কেমনি।

দ্বিখণ্ডিত সুপ্রশস্ত পথ কিছু পরে,
দুটী পথ অর্দ্ধচন্দ্র সম অঙ্গ ধরে।
তারি মধ্যে গোলাকৃতি চানকা সুন্দর
নব দূর্ব্বাদলে পূর্ণ অতি প্রীতিকর।
তাহারি উপরি নানা তরুকুলে নত,
গোলাপ কত প্রকার তাহা কব কত।
সুদীর্ঘ সে গোলাকৃতি চানকার মাঝে,
আপনি সৌন্দর্য্য কুকি প্রমোদে বিরাজে।
কুকির সৌন্দর্য্য রাশি বর্ণিবে কে আরে?
তাহার মাধুর্য্য তুলা আছে কি সংসারে?
যে জন কখন কুকি করেছে দর্শন,
সুধু সেই জন জানে সে ধন কেমন।
শরতের শশী কভু নহে কাছে তার।
সরস্থিত সরোরুহ আস্পদ লজ্জার।
তাহার মাধুরী সুধি এমনি সুন্দর,
সন্দর্শনে স্পন্দহীন আঁখি কলেবর।
যেমন বিষপাথর বিষে আকর্ষণে,
জীবনের যত জ্বালা সে তরু রতনে
তেমনি শুষিয়া লয় হে পাঠক জন,
শরীর পবিত্র হয় দর্শনে যে ধন।
সুদীর্ঘ সে গোলাকৃতি চানকা উপরে,
কত শোভাময় তরু আছে শোভা করে।
একটী একটী তরু বর্ণ কত রূপ,
যেটি হেরি সেটি যেন পুষ্পতরু-ভূপ।
অর্দ্ধচন্দ্রসম দুটী শরণী সুন্দর,
এক হইয়াছে আসি কিছু দূর পর।

পুনর্ব্বার সুপ্রশস্ত পথ আরম্ভন,
যার পার্শ্বে কামিনী কুসুম সুশোভন।
কিছু পরে প্রস্তর-নির্ম্মিত বাঁধা ঘাট,
যাহা হেরি খুলি দেয় মানসকবাট।
মনোহর সরোবর নীরে টলমল
দু একটী আছে তায় ফুল্লশতদল।
কুমুদ কোরক কত শোভে সরোবরে,
নীর ছাড়ি শির তুলি যেন বন্ধুবরে
কুমুদিনী অগ্রসর করিতে আহ্বান,
কি রুচি তাহারি মরি জুড়ায় পরাণ।
সরসীর চতুর্দ্দিতে ঝাউ সারি সারি,
সর-চতুর্দ্দিতে পথ অতি মনোহারী।
ঝাউতরূপরে নানা লতা ফুলে নত,
গুঞ্জরিছে মধুকর তাহে অবিরত।
ঝাউতরু লতিকায় গলাগলি করি,
সরসী মুকুরে মুখ দোঁহে দেখে ধরি।
স্বচ্ছ সরে মীনকুল আমোদে আকুল,
সন্তরিছে দলে দলে সৌন্দর্য্য অতুল।
মীন-সন্তরণে নীর ঈষদ্ কম্পিত,
তরু প্রতিকৃতি নীরে তাহে আলোড়িত।
বোধ হয় সরঃনীরে গহন কানন,
এর অঙ্গে উহা পড়ি অপূর্ব্ব শোভন।
সরসীর চতুর্দ্দিতে সুপ্রশস্ত পথ,
এক পার্শ্বে ঝাউ অন্যে বকুল, মন্মথ।
নিবিড় পাদপ-পত্র শোভা মনোহর,
তরুতল সুশীতল শূন্য রবিকর।

বসিলে সে তরুতলে নিদাঘসময়,
প্রাণীর প্রাণের জ্বালা দূরীকৃত হয়।
উইলো পাদপ দুটী সর দুটী ধারে,
আপনি বিষাদবসে হৃদয় আগারে
নিরীক্ষণ করি যার বিমর্ষ শোভন,
অশ্রু লুটাইয়া যেন করিছে রোদন।
কোথায় লতামণ্ডপ শোভিছে উদ্যানে,
যার তল তৃপ্ত করে সন্তপ্ত পরাণে।
মঞ্জুল নিকুঞ্জবন কোথা সুশোভন,
যাহার মাধুরী করে আঁখি আকর্ষণ।
পাদপ মণ্ডপ কোথা কৌশলে নির্ম্মিত,
যার তলে অরকিট পুষ্প সুশোভিত।
পাদপ মণ্ডপ একে তাহে অরকিট,
হেরি দূরীকৃত হয় নর-চিন্তা-কীট।
কত রূপ অরকিট কে করে গণন,
তরুর উপরে মরি তরুর সৃজন।
কত মত ক্যাক্‌টাস্ শোভে স্তম্ভশিরে
যাহার গঠন হেরি কে রাখে হাসিরে।
কোথায় ভারবেনা শোভে চানকাউপরে,
কোথায় রঞ্জিত তরু শোভে থরে থরে।
কোথা শুধু ভূমিখণ্ড পূর্ণ দূর্ব্বাদলে,
যাহার শ্যামল শোভা অতুল ভূতলে।
কোথা কোয়ালিস ফুল দিক আমোদিয়া
মাধবী মালতী কোথা তরু আচ্ছাদিয়া।
কোথা মধুগন্ধা ঘ্রাণে প্রমোদ উদ্যান,
কোথা শিরোপজি ফুল আকুলে পরাণ।

কোথা ঝুমকালতা শোভে মঞ্জুল মুরতি,
পাথীলতা ফুল কোথা সুচিক্কণ অতি।
লতা লজ্জাবতী কোথা পরশে লজ্জিত
নারী লজ্জাবতী যথা নরস্পর্শে ভীত।
পলাশ রঙ্গন কোথা কোথা জেসামিন
যাহার সুপরিমলে মন সুখে লীন।
চম্পক কুটজ কোথা কোথা সেফালিকা,
স্থলপদ্ম জবা কোথা কোথায় মল্লিকা।
কোথা বা নবমল্লিকা কোথা ভূচম্পক,
কোথা বা যূথিকা জাতি কোথা কুরুবক।
কোথা শোভে গন্ধরাজ, সেঁওতি সুন্দর,
কোথায় কুটজ শোভে আঁখি-প্রীতিকর।
কোথা ভূর্জ্জপত্র শোভে কোথা হরীতকী.
সুচারু চন্দন কোথা কোথা আমলকী।
এলাইচ সাগুদানা কোথা দারুচিনী.
কতই ব্রততী তথি উদ্যান-শোভিনী।
যত তরু আছে তথি কে করে গণনা?
কে পারে উদ্যান শোভা করিতে বর্ণনা?
সেই সে উদ্যান তার সহস্র শরণী,
পারিপাট্য কিবা তার কহিব কেমনি।
মধ্যে মধ্যে আছে স্থান বসিতে সুন্দর,
বিনির্ম্মিত শ্বেত শিলে অতি প্রীতিকর।
উৎসব উৎসের দুটী উদ্যান শোভন,
রৌপ্যস্তম্ভে মুক্তাবলী যেন উদ্গীরণ।
কোথায় গোলকধাঁধাঁ লতিকা নির্ম্মিত,
প্রবেশিলে তার মধ্যে শরণী-বিস্মৃত।

কোথায় প্রফুল্ল ফুলে গুঞ্জরিছে অলি,
যে ধ্বনি জগৎ-জ্বালা ভুলায় সকলি।
কোথা সমীরণ চুম্বি প্রফুল্ল কুসুম
বিস্তারিয়া পরিমল প্রমোদের ধুম।
কোথা তরুসহ ক্রীড়া করে গন্ধবহ
কিবা সুললিত তান তুলে অহরহ।
কোথা দধিমুখী করে মধুস্বরে গান,
কি তান এমন আছে তাহার সমান।
কপোত কপোতী কোথা বসি শাখী'পরে,
চঞ্চু মধ্যে চঞ্চু দিয়া রহে প্রেমভরে।
বায়স বায়সী কোথা জোড় বাঁধি বসি,
বায়স বাড়ায়ে গ্রীবা সোহাগে বায়সী।
বায়সী বাড়ায়ে চঞ্চু অমনি আদরে,
খুঁটিছে বায়সপুচ্ছ প্রফুল্ল অন্তরে।
ওরে রে বিহঙ্গকুল জ্ঞানী নরগণে,
প্রেমশিক্ষা দে রে তোরা শিখুক যতনে।
প্রেম কি অমূল্য ধন জানিস্ রে তোরা,
প্রেমের কি ধার ধারি মানব যে মোরা।
প্রবেশিয়া এ উদ্যান সুধীর মোহন,
প্রমোদে উদ্যানশোভা করে দরশন।
কভু কোন তরুপার্শ্বে বসি হর্ষমন,
তরুর অপূর্ব্ব শোভা করে সন্দর্শন।
কভু বসি পুষ্প ধরি ঘ্রাণ লয় তার
উথলিয়া উঠে প্রাণে সুখ পারাবার।
কভু কোন পুষ্পশোভা করি নিরীক্ষণ,
আনন্দে উথলি উঠে তাহার জীবন।

কভু বা লতামণ্ডপে পশি কিছুক্ষণ,
কপোলে বিন্যস্ত কর স্বচিন্তিত মন।
ভূচম্পক মর্দ্দি এক পদে ভ্রান্তিক্রমে,
যত্নে তুলি সম্বোধন করে সসম্ভ্রমে।
“ওরে রে প্রসূন বল আজি কি কুক্ষণে,
“সাক্ষাৎ হইল তোর এ অভাগা সনে।
“এখনি বিবর্ণ হবে এ তোর বরণ,
“কি সাধ্য আমার পুনঃ প্রদানি জীবন।
“তব প্রেমাকাঙ্ক্ষী মধুমক্ষি আমি নই,
“যত্নে ধরি সমাদরে তোষে সে কতই।
“এ তোর উপর দিয়া ঝঞ্ঝাবাত বহে,
“সেই কষ্ট চিত্তানন্দে তোর অঙ্গ সহে।
“চাকচক্যশীল ফুলে নরে সমাদরে,
“কতই যতন তার উদ্যানাভ্যন্তরে।
“যদিও সে শোভা নাই তবু শোভাময়,
“এক পার্শ্বে এ উদ্যানে তোহার উদয়।
“বিস্তারিয়া তব দল রবির কিরণে,
“এই যে আছিলি তুই কত সুশোভনে।
“কিন্তু রে এখন তুই পড়ি পদে মোর,
“শ্রীভ্রষ্ট হইল এবে সেই শোভা তোর।
“সরলা বঙ্গবিধবা দশা ঠিক হেন,
“পল্লীর প্রফুল্ল ফুল ঠিক সেই যেন।
“পড়িয়া প্রণয়ফাঁদে কি দুর্গতি তার,
“কুলকলঙ্কিনী হয় আস্পদ লজ্জার।
“কলঙ্কিয়া স্বামী-কুল কলঙ্কি পিতারে,
“দীনবন্ধু-মৃত্যু শেষে বাঁচায় যাহারে।

" সরল কবির দশা, এই পুষ্প প্রায়,
" জীবন সাগরে পড়ি হাবুডুবু খায়।
" পার্থিব বুদ্ধি-চাতুর্য যন্ত্র দিগ্ভ্রান্তময়,
" দেখি দেহতরী দক্ষ চালাইতে নয়।
" জীবন - সাগর - ঊর্ম্মি উঠি ভয়ঙ্কর,
" মগ্ন করে দেহতরী কিছু দিন পর।
" কষ্টপ্রপীড়িতগুণী দশা হেন ঠিক,
" কষ্ট যন্ত্রণা দেয় দীনতা ব্যলীক।
" মানব চাতুরী গর্ব্ব, খেদাইয়া তারে,
" লয়ে যায় ভয়ঙ্কর দৃশ্য ধ্বংস ধারে।
" সহায় হইয়া হীন সকল ও কার,
" (ঈশ্বরের দয়া শুধু ভরসা যাঁহার)
" ধ্বংসহ্রদে পড়ি প্রাণ তার হয় অন্ত,
" ভবে জন্ম ভুঞ্জিবারে যন্ত্রণা অনন্ত।
" তোমারো এ দশা ঠিক যার পুষ্প করে;
" দুঃখ ভাবি এ পুষ্পের বিলাপ যে করে।
" গৌণ নাই সে দশার ধ্বংস আস্ফালনে,
" আসিতেছে গর্ব্ব করি নাশিতে জীবনে।"
ভ্রমণ করি উদ্যান এরূপে মোহন,
ক্লান্ত কলেবরযুক্ত বসিতে মনন।
আসি ধীরি বাঁধা ঘাটে বসিল মোহন,
চিন্তানন্দে হেরে ধীর সরসী শোভন।
দিবালোক দূর করি গোধূলি ত্বকরে,
ধূসর বরণ বাস পরি হর্ষান্তরে,
নামিল গগন হতে হতে প্রাচী দিক,
শোভিল ললাটে তার তারা আকস্মিক।

প্রাচী পরি পাংশু বাস পশ্চিম লোহিত,
নির্ম্মল নীলিমা শোভে তার মধ্যস্থিত।
এক একটী করি ফুটি তারকাকুসুম,
স্বর্গ সরসীতে কিবা সৌন্দর্য্যের ধূম।
গোধূলির পিছে পিছে এলো নিশীথিনী,
রাজ্য কার্য্য করিবারে এই সে মেদিনী।
শারদ সুধাংশু উঠে পৃথ্বী উল্লাসিতে,
কি দ্রব্য সুধীর মন হেন আনন্দিতে?
সুস্নিগ্ধ কৌমুদী মন মোহিতে মহীর
আবরিল অঙ্গখানি প্রকৃতি সতীর।
সুচারু চন্দ্রিকা শোভে চারু তরু শিরে,
সে শোভা সুস্নিগ্ধ করে মানব আঁখিরে।
কুমুদ-বান্ধবে হেরি কুমুদিনী ধনী,
কোমল সুবক্ষঃস্থল বিস্তারে অমনি।
সরোবর সুশোভিত কুমুদিনী ফুটে,
কুমুদিনী কৌমুদীতে দিল হাসি যুটে।
দুঁহু সখী হাসি দেখি হাসিল মালতী,
ছুটিল সুরভি তার প্রীতিপ্রদ অতি।
শেফালিকা কান্তাকান্তি করি বিলোকন,
আর কি রহিতে পারে হেরি সে শোভন।
সেও হলো প্রফুল্লিত, হাসি মিষ্ট হাসি,
সুসজ্জিত হলো কিবা সৌন্দর্য্য প্রকাশি।
মল্লিকা চন্দ্রিকা পেয়ে মাধুরী বিকাশে,
যূথিকা মল্লিকা পাশে খল খল হাসে।
শ্বেতপক্ষ চন্দ্রিকায় ধপ্ ধপ্ করে,
বাদুড় আদুড় পেয়ে বক-মধু হরে।

কাশ ফুল পাশ পেয়ে স্নিগ্ধ কৌমুদীর,
হাসি ঢলে বায়ুবলে কম্পিত শরীর।
কামিনী কুসুম ফুল কিবা কুসুমিত,
বিধুর বিমল বিভা বাসে বিশোভিত।
ধবলিত হর্ম্ম্যোপরি চন্দ্রিকা ধবল,
ধপ্ ধপ্ করিতেছে ঝকে ঝলমল।
যে পার্শ্বে ফিরাও আঁখি সব শুভ্রময়,
শরতের শাদা হৃদি খুলি যেন রয়।
হে পাঠক তব মধ্যে যার শাদা মন,
শরতের শাদা সুধু তাহে নিপতন।
শাদা মন যেই জন ধরে এ ভুবন,
শরতের শাদা তাহে সোহাগে কাঞ্চন।
আঁধার অন্তর যার সে কি ইহা বুঝে.
কপি হিরণ্ময় হার মূল্য কভু সুঝে;
ধনমদে মত্ত যেই সে কি প্রকৃতির
সমাদর জানে কভু পাঠক সুধীর!
অহঙ্কারী. দুরাচারী, ভণ্ড সুধীজন,
প্রকৃতির প্রেমাকাঙ্ক্ষী হয় কি কখন!
ধনমদে অন্ধ যেই তার ভ্রান্ত মনে,
প্রকৃতির প্রেমসুধা কভু বরিষণে?
উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি'পরে,
বরষার বরিষণ কভু কি হে করে?
যাহার হৃদয়ক্ষেত্র মরুভূমি সম,
সে স্থল করিতে সিক্ত প্রকৃতি সক্ষম
পৃথ্বী'পরে প্রেত যারা প্রকৃতি পীরিতি
তারা কি কভু হে বুঝে? বুঝে কি সুনীতি?

য

প্রেত যেই প্রেতকার্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ তার,
প্রেতপক্ষে প্রকৃতি হে কেবল আঁধার ;
মোহনের শ্রাদ্ধ মনে শরতের শ্রাদ্ধ
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন ক্ষুধার্ত্তের রাঁধা।
প্রকৃতির প্রেমনীরে হৃদি-সর তার,
উছলিয়া উঠি প্রেম ধরে নাহি আর।
মোহনের হৃদি-সরে আর প্রেম-নীর,
পাইবে কেমনে স্থান পাঠক সুধীর।
পঞ্চ ইন্দ্রিয় তার পঞ্চ পথ দিয়া,
প্রকৃতির প্রেমনীর সঘনে বহিয়া,
হৃদয় - সরসী তার দিল উচ্ছলিয়া,
প্রেম-নীর স্থানাভাবে তার চক্ষু দিয়া
বহিতে লাগিল বুঝি, তাই বেগবান্,
মোহন সুখ হুয়ারে তাই এত টান।
সেই সে উদ্যান-শোভা অতি রমণীয়,
হে পাঠক, ভাব তুমি মনে ভবদীয়।
তাহে নানা জাতি ফুল সন্ধ্যা-আগমনে
বিকসিত সুহসিত সুধাংশু কিরণে।
তাহে সমীরণ চুম্বি সুগন্ধি কুসুমে,
ভরিয়াছে পুষ্পোদ্যান পরিমল-ধুমে।
তাহে সমীরণ স্বর ঝাউ তরু-শিরে,
মাতাল করিয়া তুলে শ্রোতা সুসুধীরে।
সম্পূর্ণ সুধাংশু শোভে তাহে শরতের,
তারামণ্ডল শোভা তাহে আছে ফের।
একখানি দুখানি ঘন ধবল বরণ,
নভোসরে সন্তরিছে, সৌন্দর্য্য কেমন ?

ঘন-ধাবমানে আর তারাগণ ছুটে,
স্বর্ণ-মধুমক্ষিগণ ধায় যেন জুটে।
স্বর্ণ-মধুমক্ষিগণ না ছুটিবে কেন?
সুধাংশু-সরোজ-মধু পীতে ধায় যেন।
অলঙ্কৃত সুরঞ্জিত সেই নভস্তল,
ঝাঁপ দিয়া সরঃনীরে পড়ি অবিকল।
সরোজিনী ভাবি মনে কুমুদিনীগণে,
স্বর্ণ-মধুমক্ষি যেন সরসী-জীবনে।
ফলে হে পাঠক জন সে উদ্যান-তল,
হইয়াছে ঠিক যেন সুর স্বর্গ স্থল।
জগতের যত আছে দ্রব্য প্রীতিকর,
হইয়াছে সমাবেশ উদ্যানাভ্যন্তর।
একটী সুন্দর দ্রব্য সে স্থল বর্জ্জিত,
বল দেখি কোন্ দ্রব্য পাঠক পণ্ডিত?
রমণীর মধুমাখা বদন মণ্ডল,
নারী-আস্য নাহি যথা শূন্য সেই স্থল।
হে পাঠক, সুধীবর, এহেন উদ্যানে,
রূপসী প্রেয়সী-সঙ্গ কি সুখ প্রদানে।
রূপসী যুবতী ভার্য্যা সহচরী করি,
স্পর্শ-সুখশালী কিম্বা করে কর ধরি
বেড়াইতে এ উদ্যান কিবা প্রীতিকর,
মধ্যে মধ্যে মধুমাখা বামা-কণ্ঠস্বর,
দু একটী শুনি তৃপ্ত শ্রবণ-বিবর।
সে সুখ তুলনা কাছে কি সুখ [illegible]?
মধ্যে মধ্যে আছে তার কুসুম চয়ন,
বসাইতে বেণীপার্শ্বে, সে সুখ কেমন?

মধ্যে মধ্যে আছে হাক করে কর ভর,
আলিঙ্গন ও চুম্বন, কিবা পরিসর?
উদ্যান অপূর্ব্ব শোভা করি নিরীক্ষণ,
অপার আনন্দনীরে মোহন মগন।
প্রকৃতির প্রেমসুধা করি সুখে পান,
সে অন্তর মাতোয়ারা প্রায় শূন্য জ্ঞান।
হেন কালে গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত ধ্বনি,
হলো ধীরি ধীরি এক শঙ্কা যেন গণি।
পরক্ষণে রমণীর ভূষণ-সুস্বর,
জুড়াইল উদ্যানের শ্রবণ-বিবর।
অগ্রসর সেই স্বর মোহন সন্নিধি,
কিছু না শুনে মোহন সেই শব্দ নিধি।
এমনি অজ্ঞান হয়ে বসিয়া মোহন,
বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধীর, কে করে শ্রবণ?
অপূর্ব্ব রমণী এক ধীরি ধীরি আসি,
দাঁড়ালো অপূর্ব্ব রূপ তাহার বিকাশি।
হে পাঠক সুধীবর সে রমণী-রূপ,
বর্ণিতে বাসনা মম বর্ণিব কি রূপ।
আমি অতি মূঢ়মতি বিদ্যা বুদ্ধি নাই,
সুধীরে তুষিব কিসে চিন্ত ক্ষুব্ধ তাই।
বীণাপাণি বাগ্‌দেবি উর একবার
দীনের লেখনীমুখে, শঙ্কা কিবা আর।
বিশ্ববিদ্যালয়-বিদ্যা যদিও মা নাই
রহিলে ... সদয় তাহা কি ডরাই।
প্রকৃতি প্রদত্ত বুদ্ধিকণা দেহ দীনে,
বিশ্ববিদ্যালয়-বিদ্যা মনেও গণিনে।

গণিনে মা ভূগোল খগোল, রসায়ন
গণিনে মা ব্যাকরণ শাস্ত্র দরশন।
হে পাঠক, সুধিবর, এ রমণী রূপ
এ ভুবন মোহনিয়া এ বিশ্ব লোলুপ।
এ নারী সৌন্দর্য্য সহ তুলনা কাহার
দিব হে পাঠক জন, সম কই তার?
এ নারীর রূপ ঠিক এ নারীর মত,
তুলনা তুলিতে তার কাব্য অসম্মত।
তবে ত পাঠক জন যে হেরেনি তারে
সে রূপের অনুভব পাবে কি প্রকারে?
সৌন্দর্য্যের এ সুন্দরী যুবতী দুহিতা,
মঞ্জুল-মূর্ত্তি মন্মথ পুনঃ এর পিতা।
সে বামারূপ উপমা দিব কার সনে?
তিলোত্তমা সহ তুলা অত্যুক্তি ভুবনে।
যাবতীয় রমণীয় বস্তু রুচি লয়ে,
বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমা সৃজে ধাতা ভয়ে।
এ নারীও সেই রূপ রম্যবস্তু সার,
তিলোত্তমা দেবী, ইনি মানবী-আকার।
তিলোত্তমা ছায়ামাত্র ইনি বঙ্গ-নারী,
দেখ হে পাঠক সুধি সুষমা তাহারি।
সুন্দরীর বর্ণ টুকু গৌউর উজ্জ্বল,
আরমিনিয়া নারী যথা রূপে ঝলমল।
গোলাপ গো[illegible]ধিন,
ভাবিলে হৃদয়ে তারে নিদ্রা আকর্ষণ।
সুন্দরীর বেণীশোভা রুচির চরম,
ধূম-বত্ম* বিনির্গত ধূমপুঞ্জ সম।

* Chimney.

যেমনি চিকণ কাল নিবিড় তেমনি,
বিনাইয়া বেণীপুঞ্জ শিরে ধরি ধনী।
স্বর্ণ রৌপ্য ফুল থাকে সে চিকণ চুলে,
ফণিনীর শিরোমণি জ্ঞান হয় ভুলে।
সুন্দর ললাটখানি যেমি শক্রধনু,
বিস্তার করিয়া তার চিকণিয়া তনু।
কি চারু ভ্রূযুগ তার কিবা তার টান,
যাহার সুষমা কাড়ে পুরুষের প্রাণ।
সে চারু ভ্রূযুগ সহ তুলা দিব কার,
প্রতিমার সখী সম ভ্রূধনুষ্টঙ্কার।
আয়ত লোচন দুটী সৌন্দর্য্য - সাগর,
তারা দুটী মগ্নগিরি তদ্ অভ্যন্তর।
সে আঁখি হিল্লোলোপরি পড়িলে পাঠক,
বুদ্ধিতরী বানচাল ঘুরায় মস্তক।
সে আঁখি কটাক্ষ সুধি অতি ভয়ঙ্কর,
কুণ্ডলী ভাঙ্গিয়া যেন দংশে বিষধর।
কুরঙ্গিণী আঁখি সহ তুলনা কি তার ?
সেই সরলতা ইহা কুটিলতা ধার।
কুটিলতা ধার হোক, সৌন্দর্য্যের খনি
হেন কমলদলে তারা ধরে কে ধরণী ?
হেন ভাসা ভাসা চক্ষু কে দেখেছে আরে ?
সে আঁখি তুলনা নাই এতিন সংসারে।
টিকল নাসিকা কিবা কিবা রুচি তার,
এমন সুন্দর নাসা কার আছে আর ?
নাসা নিম্নে সুক্ষতর ওষ্ঠাধর শোভা,
টকটক করে লাল শোভা মনোলোভা।

তাম্বুল ভক্ষণ বিনা তাম্বুলের রাগ,
অধর অঞ্চল প্রান্তে পৃথ্বী-পূর্ব্বভাগ।
মধুর অধরে ধরি মিষ্ট মিষ্ট হাসি
কি মাধুরী আহা মরি আছে সে প্রকাশি।
পুরুষের আঁখি'পরে পড়িলে সে হাসি,
চক্ চক্ চক্ করি ঘেরে তমোরাশি।
সৌদামিনী ঝকি যথা বিকাশে আঁধার,
সে রূপসী হাসি হেরি তম ত্রিসংসার।
হাসি-রশ্মি পেয়ে ফুটে দন্ত কুঁদসার,
ধপ্ ধপ্ ধপ্ করে ধবলতা যার।
কি চারু চিবুক খানি কিবা তার ভাতি
যাহার সুষমা হেরে আড়ে রে অরাতি।
ফলে হে পাঠক জন সে নারী-আনন,
ইউরোপী চিত্রকর ছবির মতন।
যে রমণীনিধি-মুখ নিরখি পাঠক,
শরীর লোমাঞ্চ হয় পড়ে না পলক;
যে নারীর মুখ-ছবি করি নিরীক্ষণ,
ইচ্ছা কর দেখ তারে চক্ষে সর্ব্বক্ষণ;
এ নারীর মুখ-শোভা তদ্রূপ মধুর,
সে মুখানি নিরীক্ষণে সর্ব্ব দুঃখ দূর।
গ্রীবাদেশ শোভাময় স্বর্ণচিকে আঁটা,
ঝক্ ঝক্ ঝক্ করে ভায়মণ্ডকাটা।
কোমল সে বক্ষঃস্থল ধরি পয়োধর
রসিক হৃদয় কাঁপে নাচে থর থর।
সে সৌন্দর্য্যরাশি সহ কার দিব তুলা,
কদম্ব, দাড়িম্ব, গিরি পদ্মকলি গুলা

সহিত তুলনা দিতে ছাড়ে কোন্ কবি,
পচা কথা মিঠা বলে কোন্ সুধী-রবি ?
আর দেখ হে পাঠক কদম্ব সহিত
পয়োধরে তুলা দেয়া অতি বিগর্হিত।
কদম্ব সুক্ষুদ্র ভরা কেশর কণ্টকে,
নহে সুকুমার-তনু জানহ পাঠকে।
গিরি সহ পয়োধরে তুলা দেয় যেই,
কাণ্ডজ্ঞান শূন্য সুধি তুমি জেনো সেই।
যে পারে কোমল বক্ষে চাপাইতে গিরি,
দয়া তার দেহ দিকে নাহি চায় ফিরি।
পদ্মকলি কুচে তুলা দেয় যেই জন,
কারে বলে কুচ-শোভা জানে না সে জন।
তবে এ কুচ-গঠন কাহার মতন ?
এ কুচ-গঠন সুধি নাগর-মোহন।
যে কুচ-শোভনে নারী নর-শিরোমণি,
যে কুচ-শোভনে নারী সৌন্দর্য্যের খনি।
যে কুচ-শোভনে নারী-রূপ উথলায়,
যে কুচ-শোভনে নারী ভুবন ভুলায়।
সে কুচ মতন সুধি এ কুচ গঠন,
এ কুচ মাধুর্য্য নয় অমূল্য রতন।
সুন্দরী ষোড়শী ঠিক, সত্যান ব্যলীক
হয়েনি সে বয়ঃশোভা আজো আছে ঠিক।
হেন চারু কুচোপরি বক্ষে স্বর্ণ হার,
হেন চারু কুচোপরি বক্ষে মুক্তাসার।
আবরি এহেন কুচ সাজায় আবার
কাজ নাইহে পাঠক সে কথায় আর,

মাজা তার ঠিক জেনো ইউরোপী নারী,
পরিধিয়ে কোর্ত্তা বাস অতি মনোহারী।
নিতম্ব নীচে তাহার কত সে বিশাল,
অতুল গুরুত্ব ভারে সুগম্ভীর চাল।
নিতম্বে মেদিনী ভুলা দেয় কবিজনে।
কিন্তু তা কঠিন বলি হেন লয় মনে।
নিতম্ব মাধুর্য্য তার কিবা সুললিত,
কোমল কুবেল যথা হয় বিকসিত।
এ হেন নিতম্বোপরি স্বর্ণ চন্দ্রহার,
কাজ নাই হে পাঠক সে কথায় আর।
গোলাল গোলাল করে চারু স্বর্ণ চুর,
দরশনে পুরুষের হৃদি চুর চুর।
এ হেন রমণী এক ভূষণে ভূষিত,
দাঁড়াল মোহন পাশে বদন হসিত।
সে নারী-সৌন্দর্য্য-রাশি করে ঝলমল,
বিজলী ঝকিল যেন সে উদ্যান স্থল।
হেথায় মোহন হেরি উদ্যান শোভন,
নিজোদ্যান পড়ি মনে ব্যাকুলিত মন।
নিজ নারী-চাঁদমুখ পড়ি গেল মনে,
একবারে জ্ঞানশূন্য স্বনারী চিন্তনে।
সমীপস্থ বামা'পরে পড়িল লোচন,
নিজোদ্যানা নিজ নারী ভাবিল মোহন।
"হা প্রেয়সি" বলি ধীর ধরে গ্রীবা তার,
"এসো প্রিয়ে হৃদি মাঝে ধরি একবার।
"বহু দিন পরে আজি দেখা তব সনে,
"কহ কথা চন্দ্রাননি জুড়াই শ্রবণে।"

মোহনের ভ্রান্তি বুঝি সেই নিতম্বিনী,
কহে কথা হাসি হাসি মধুরভাষিণী।
" ওহে চিত্তচোর তব ভার্য্যা আমি নই,
" হবো তব প্রাণজায়া হেন পুণ্য কই।"
মোহন শুনি এ কথা অবাক্ হইল,
নিজ নারী নিজোদ্যান স্বপন ভাঙ্গিল।
লজ্জায় অধীর ধীর বলে "একি আর,
" করস্পর্শ করিলাম রূপসী কাহার।
" কে আপনি এ উদ্যানে রজনী সময়,
" জানিবারে কুতূহল ব্যাকুলে হৃদয়।
" ক্ষমা কর, হে রূপসি, মম ভ্রান্তি ঘোর
" পর-নারী-অঙ্গ স্পর্শে কাঁপে অঙ্গ মোর।"
শুনিয়া সুন্দরী কহে হাসি—মিষ্ট হাসি—
হাসি নয় সে যে সুধি নয়-ধরা ফাঁসি।
" কহিতেছ, আঁখি-চোর, কাঁপে তব অঙ্গ,
" কাঁপে অঙ্গ তার যারে আক্রমে অনঙ্গ।
" তব অঙ্গ-কম্প শুনি আশালতা মম
" সজীব হইয়া শোভা ধরে অনুপম।
" সন্দিগ্ধ উত্তাপে সেই আছিল নির্জ্জীব,
" তব অঙ্গ-কম্প শুনি হইল সজীব।
" অথবা হে মনোচোর তব ও কম্পন,
" তরু প্রতিকৃতি সরে কম্পিত যেমন।
" সরঃনীর আলোড়নে তরু প্রতিকৃতি
" কাঁপে বটে কাঁপে কই তরুর আকৃতি।
" তব তারা লোষ্ট্র পড়ি এ যৌবন সরে,
" যৌবন সরসী মম কাঁপে থরথরে।

"আমার কম্পন যথা নীরের কম্পন,
"তোমার তড়াগে তরু ছায়ার মতন।
"জিজ্ঞাসিছ চিত্তচোর মম পরিচয়,
"এ উদ্যান ও ভবন এ দাসীরি হয়।
"জীবনের জায়া আমি ; হয় মম জ্ঞান,
"শুনিয়া থাকিবে মম স্বামী-অভিধান।"
শুনিয়া মোহন কয় "শুন গো সুন্দরি,
"তব কথা আকর্ণনে উঠি গো শিহরি।
"হইয়া বড়র ভার্য্যা এ বাঞ্ছা কেমন,
"পরিহরি হেন ইচ্ছা যাহ গো ভবন।
"যে জন অপর নারী অঙ্গে দেয় কর
"তার মত পাপিষ্ঠ কে অবনী ভিতর?
"যে জন নারীর করে সতীত্ব হরণ,
"তার মত দুরাচার কে আছে ভুবন?
"হেন বাঞ্ছা করি দূর যাহ নিজ ঘরে,
"পুরজন পেলে টের পড়িবে ফাঁপরে।
"হেন মনোমত স্বামী থাকিতে তোমার,
"অপরের সঙ্গ বাঞ্ছ এ কেমন আর।
"কামিনীকুলের কুল অমূল্য রতন,
"কুলত্যাগী কলঙ্কিনী সাপিনী যেমন।"
শুনিয়া কামিনী কয় "এ আর কেমন,
"তব মত পুরুষ তো দেখিনি কখন।
"এ তব যৌবনকাল আকৃতি এমন,
"তব মুখে হেন কথা না পায় শোভন।
"এ তব বয়সকাল তনু রসে ভরা,
"উপরে চিক্কণ, বুঝি ভিতরে ফোঁপরা।

" সতীত্ব কহ কাহারে ? সে দ্রব্য কেমন ?
" হবো সতী হেন পতি কই সে ভুবন ?
" পতি মম পরনারী নিয়া সদা রত,
" আমোদে কাটেন কাল, আমি স'বো কত ?
" তিন মাস হলো গত দেখা নাই তার,
" পল্লিগ্রাম দেখা ছলে হরে নারী কার।
" সতীনারী ভুঞ্জিবারে ইচ্ছা থাকে যার,
" আগে প্রয়োজন করে শুদ্ধ হ'য়া তার।
" যা ইচ্ছা হইবে মনে করিবেন তিনি,
" কিন্তু বাঁচে কি করিয়া অবলা কামিনী ?"
শুনিয়া মোহন কয় "শুন সুহাসিনি,
" হতে পারে সত্য তব দুঃখের কাহিনী।
" জানিতাম তব পতি অতি বিজ্ঞ জন,
" তব দুঃখ কথা শুনি দুঃখিত জীবন।
" পতি মন্দ লোক যদি হয় তব জ্ঞান,
" তা বলি কি তুমি হবে তাঁহার সমান।
" যুবতীর পাতিব্রত্য অন্তর - ভূষণ,
" সমুজ্জ্বল করে সেই সৌন্দর্য্য-রতন।
" শুন লো সুন্দরি তাই দিই উপদেশ,
" যাহে সুখ ইচ্ছ তুমি নাহি সুখ লেশ।"
রমণী-সুলভ লজ্জা ঢাকে মুখ তার
দুষ্প্রবৃত্তি খুলি দেয় সে মুখ আবার।
কহে সে সুন্দরী পুনঃ মোহনের প্রতি,
" তব উপদেশ কথা আশ্চর্য্য হে অতি।
" মম বাঞ্ছা অগ্নিশিখা জেনো, চিত্তচোর,
" উপদেশ শুষ্কতৃণ জ্ঞান হয় মোর।

"এসো এসো প্রাণসখে, ধর্ম্মের কাহিনী
"রাখি দেও, পিপাসায় মরে চাতকিনী।
"তোমার মানসে যদি এমনি আছিল,
"কেন ও কোমল কর কায়া পরশিল।
"রাখ রাখ ধর্ম্মকথা শেল সম বাজে,
"স্বর্গপথে যেতে কেবা নাহি বল সাজে ?
"স্বর্গপথে যেতে পাপ কোন্ গ্রন্থে আছে ?
"এ হেন লেখক-মুখ এলে মম কাছে
"পোড়াইয়া দিই জ্বালি আগুনের নুটি,
"এসো এসো প্রাণসখে ছলনার কুটি।"
বেগতিক দেখি ধীর কহে করি ছল,
"কেমনে বাসনা পূরি চপলা চঞ্চল।
"প্রতিজ্ঞা আছে যে মম একটী বৎসর,
"করিব না স্ত্রীসংসর্গ রবো দেশান্তর।
"করজোড় করি ধনি ছাড় বাঞ্ছা হেন,
"কুকথা ও মুখে আর নাহি আসে যেন।"
শুনিয়া সুন্দরী কহে বিষাদিত-মন
"কবে তব প্রতিজ্ঞার শেষ সংঘটন ?
"মোর মাথা খাও মোরে দিব্য করি বল,
"প্রতিজ্ঞা হইলে শেষ আসিবে এস্থল।
"নতুবা তোমায় আমি ছাড়ি নাহি দিব,
"বল পুনঃ তব দেখা কবে হে পাইব।"
ছাড় খায় দেখি ধীর কহে করি ছল,
"প্রতিজ্ঞার পরে পুনঃ আসিব এস্থল।"
সুন্দরী কহিল পুনঃ "ওহে চিত্তচোর,
"কোন্ মাসে পুন দেখা হবে সাথে মোর ?

"সেহ মনোচোর দিন নির্দ্ধারিত করি,
"একান্তে গণিব বসি জপমালা ধরি।"
কামিনীর কথা শুনি কহিল মোহন
"ফাল্গুনে আমার হবে প্রতিজ্ঞা পূরণ।"
এ কথা শ্রবণ করি সুন্দরী তখন,
বিনয় করিয়া কহে সুম্লান-বদন।
"বল মোরে ফাল্গুনের অমা নিশীথিনী
"আসি দিবে দরশন রবো আকাঙ্ক্ষিনী।
"উদ্যান দক্ষিণে আছে গবাক্ষের দ্বার,
"খোলা রবে সেই নিশি আদেশে আমার।
"শুন শুন প্রাণসখে, কোন শঙ্কা নাই,
"চাতকিনী সম রবো প্রত্যাশিনী ভাই।"
মোহন এ কথা শুনি না দেখি উপায়,
তরুণীর বাক্যে কাজে কাজে দিলা সায়।
তবে বিষাদিত মনে নারী গেলা ঘর,
আনন্দে উঠিল নাচি মোহন-অন্তর।
মৃগ যথা ব্যাঘ্রী-করে পেলে পরিত্রাণ,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় বেগে কম্পান্বিত প্রাণ।
তদ্রূপ মোহন আসি উদ্যান বাহিরে,
জীবনের বাটী ত্যজি চলে নদীতীরে।
সেই নিশাকালে খুলি দিল তরী তার,
চলিলা তরণী বেগে কেবা ধরে পার?
উত্তর পশ্চিম দেশ ভ্রমণের তরে,
কুতূহলশিখা জ্বলে মোহন অন্তরে।

নবম সর্গ।

> Oh then what soul was his, when on the tops
> Of the high mountains, he beheld the sun
> Rise up and bathe the world in light".
>
> THE EXCURSION.
>
> Unnatural deeds
> Do breed unnatural troubles"
>
> MACKBETH

মধুমাস সমাগত সব মধুময়,
স্বর্গস্থল হলো যেন ভুবনে উদয়।
যে পার্শ্বে ফিরাও আঁখি প্রেমকথা কয়,
প্রেমপূর্ণ প্রাণীকুল ভব প্রেমময়।
শীতরাজ্যে তরুকুল হয়ে ভয়াকুল
উলঙ্গ শ্রীহীন অতি, হরিত দুকূল
পরিহরি মনোদুঃখে ছিলো বিষাদিত,
বসন্তে নিরখি তারা হলো উল্লাসিত।
চিকণ রঞ্জিত বাস কিসলয় নাম,
পরিধিল অমনি রে, কিবা গুণগ্রাম
কহিতে সক্ষম তার? করি মনে মনে,
কাছে রাখি তারে দেখি সদাই নয়নে।
কোন তরু মুঞ্জরিত কেহ পল্লবিত,
কাহারো প্রফুল্ল ফুলে বদন হসিত।
সহকার শাখীকুল আকীর্ণ মুকুলে,
মঞ্জুল মাধবী ফুল্ল পুনঃ তাহে দুলে।

কাননে কুসুমকুল কত কুসুমিত,
কানন-শোভিনী লতা তাহে মুঞ্জরিত।
বিবিধ বিটপী'পরে বিবিধ বল্লরী,
সমীরণ ভরে উঠে সৌন্দর্য্য লহরী।
মনে ইচ্ছা করি দগ্ধ গৃহ পরিহরি,
সে সৌন্দর্য্যরাশি হেরি আঁখি স্থির করি।
মঞ্জরী উপরি অলি গুঞ্জরিছে সুখে,
মধুপানে মত্ত সদা গুণধ্বনি মুখে।
মলয় মারুত মধ্যে মধ্যে মৃদু বয়,
চুম্বিয়া কুসুম কুল পরিমল-ময়।
পরশনে সে অনিল কি সুখ উদয়,
সে সুখ বুঝিবে কেবা বিনা সহৃদয়।
পাখীকুল শাখীশিরে সুখে করে গান,
শ্রবণে শীতল দেহ সুখী হয় প্রাণ।
গগন মণ্ডল ক্রমে ক্রমে নিরমল,
বিমল সুধাংশু শোভে সহ তারাদল।
মানবের সুখসিন্ধু সে শোভা দর্শনে,
উছলিয়া উঠে সুখি মগ্ন করে মনে।
পাইয়া বসন্তকাল জীবজন্তুগণ,
হলো একবারে সবে প্রমোদে মগন।
সকলেই সুখী যদি তবে কবিজন,
সমধিক সুখী সেই না হবে কেমন।
কিন্তু হে পাঠক জন, কলিঅবতার
ভাবি ভাবি কবি-হৃদি হইল আঁধার
কলিঅবতার করে পড়িয়া পাঠক,
শরীর হইল কালি ঘুরিল মস্তক।

কলির চেহারা আঁকি বাঞ্ছা করি মনে,
ভয়ে কাঁপে কবিবর আঁকিব কেমনে।
সাত হাত দীর্ঘ দেহ বর্ণ আবলুস,
সকলে জানে পণ্ডিত কবি জানে ভুষ।
শিরোদেশে ক্ষুদ্র কেশ শিরোরোগ চিহ্ন
কে তারে চিনিতে পারে কবি জন ভিন্ন।
আস্য খানা ভূষা পড়া যেন তোলো হাঁড়ী
সরু গোঁফ তাও ছাটা আঁখি লয় কাড়ি।
ড্যাবোর ড্যাবোর চোক দেখি হয় ভয়
যাদা বুনো কেঁদো বাগ চাহি যেন রয়।
দন্তপাটী সব পচা দুর্গন্ধের খনি
যার গন্ধে ছুটি যায় রুক্ষের পেত্তনি।
হাত দুটী শাদা শাদা "অন্ন মারা" দাগ,
চাপ্কানের হাতা ঝুলে অঙ্গুলির আগ,
লুকাতে সে কুঠে করে জেনো হে পাঠক,
বসনে কি ঢাকা যায় জ্বলন্ত পাবক?
যেমন চেহারা খানি অন্তর তেমনি
সে অন্তর রাণীগঞ্জে কয়লার খনি।
কলি অবতার পিছে আছে দুটী চেলা,
নিরীহ মানবে মারে এগারোঁকি ডেলা।
এক জন পোষ্যপুত্র সেই সে কলির,
ফুঁয়ে উড়ে যায় অঙ্গ সদা হয় স্থির।
খুলি বাস দাঁড়াইলে চতুর পাঠক,
জম্বুরে মাগুর মত সার হয় মস্তক।
দুটী চক্ষুকোণ তার প্রবঞ্চনা খনি,
কবির শরীর কাঁপে দেখি সে রেমনি।

ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জ্ঞান কুটিল অন্তর;
ইহলোকে যত কিছু অনর্থের ঘর।
অপর চেলাটী সুধি এক চোকো সেই
করে পদে ত্রিরিশ অঙ্গুলি ধরে যেই।
মূর্ত্তিমান্ ঈর্ষা সেই, প্রকৃতি এমনি,
আপনার অন্তরাত্মা চিবায় আপনি।
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য, এমনি প্রাক্তন,
গণ্ডমূর্খ হয়ে তার বৃত্তি অধ্যাপন।
দিদিমার গল্প করি হবে সুরসিক.
সিংহে আক্রমিতে চায় হইয়া মূষিক।
এঁদেরি করেতে পড়ি হে পাঠক জন,
শরীর হইল কালি কালি হলো মন।
দেহে নাই মন মম ত্যজিল এ দেশ,
মন মোহনের সঙ্গে পশ্চিম প্রদেশ।
নগর রাজমহল স্থান প্রীতিকর
এক কালে ছিলা সেই সম্রাটের ঘর।
অভিধান তার সুজা বিখ্যাত ভুবন,
নির্ম্মাইলা এ নগর বিচিত্র শোভন।
হে রাজন্ দেখ তব অট্টালিকা দশা,
প্রবেশে প্রাসাদ মধ্যে কার সে ভরসা!
হইতে সমাধি স্থান উঠ এক বার,
দেখ দেখ এক বার ভবন তোমার।
বসিতে যে স্থলে তুমি কত রমণীয়!
হীরকখচিত গৃহ অতি শোভনীয়।
হিরণ্ময় সিংহাসনে বার দিয়া বসি,
মণিময় বিভূষণ ঝকিত ঝলসি।

শিরোদেশে চন্দ্রাতপ কত কারুকরি,
পার্শ্বচর ব্যজনিত তালবৃন্ত ধরি।
সেই বাসগৃহ-দশা এবে হে কেমন?
তথি শাখী ক্রীড়া করে সহ সমীরণ।
নানা তরু নানা লতা শোভিছে সে স্থল,
ভবনে বিবিধ জন্তু করে কোলাহল।
যে স্থলে বসিতে তুমি পাতি সিংহাসন,
শৃগাল রহিছে তথি হয়তো এখন।
কমনীয় কান্তিময়ী রমণীর ঘরে,
হয়তো সাপিনী বাস করে হর্ষান্তরে।
শোভিত যে স্থলে তব চন্দ্রাতপ শিরে,
হয়তো বাহুড় তথি উড়ি উড়ি ফিরে।
কোলাহলময় স্থান ছিলা এক কাল,
জনশূন্য সেই স্থলী ভ্রমিছে শৃগাল।
সম্রাটের ভগ্ন বাটী হে পাঠক জন,
তোমার মানসে তুমি করহ স্মরণ।
মনে কর এক দিন চিন্তিত অন্তরে,
দাঁড়ায়েছ নৃপতির ভগ্নবাটী'পরে।
সময় সর্ব্বরী, সুধি পুর্ণ সুধাকর,
উদিত হইয়া ঝকে প্রাসাদ উপর।
ভগ্নবাটী মধ্য দিয়া নিশাকর কর,
খণ্ড খণ্ড শোভে যেন সরোজ সুন্দর।
তরু পত্র মধ্য দিয়া শশীরশ্মি পড়ি,
অগণ্য মল্লিকা শোভে যেন বাটী'পরি।
সকলি নিস্তব্ধ ঘোর—সুধু সমীরণ,
পত্রের মর্ম্মর শব্দ করে উত্তোলন।

সকলি নিস্তব্ধ ঘোর—শুধু দিবাভীত,
ডাকিছে প্রকৃতি মৌন; চিত্ত চমকিত।
সকলি নিস্তব্ধ ঘোর—ঝিল্লির ঝঙ্কার,
ঝঙ্কারিছে প্রকৃতির হৃদি-বীণা-তার।
সকলি নিস্তব্ধ ঘোর—কেবল বাদুড়,
মধ্যে মধ্যে ঝটপটে হৃদি দুড় দুড়।
সকলি নিস্তব্ধ ঘোর—যেই দিকে চাও,
কালের করাল মূর্ত্তি দেখিবারে পাও।
দেখি দেখি ভাবি ভাবি সে স্থলের ভাব,
হবে না কি সুধি তব সংজ্ঞার অভাব!
হবে নাকি সেই স্থান ধর্ম্ম গ্রন্থ জ্ঞান?
হবে নাকি ভোজবাজি জ্ঞান ভব স্থান?
করাল বদন কাল খুলি গ্রন্থ তার,
ধরিবে না হেন পাঠ সম্মুখে তোমার?
"মম অভিধান কাল এই ত্রিসংসার,
"সকলি আমার সৃষ্টি মম অধিকার।
"নাহিক আমার জন্ম নাহি ক্ষয় মম,
"আমা হতে ব্রহ্ম জেনো আমা হতে যম।
"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মম পৃথ্বী স্থিত নর,
"তাহারি এ অট্টালিকা গঠন সুন্দর।
"কিন্তু পুত্রগণ মম প্রকৃতি বিষম,
"আমি জন্মদাতা হয়ে আমি হই যম।
"এই অট্টালিকা কার? কোথা সেই নর?
"হইয়াছে লীন মম উদরাভ্যন্তর।
"কিছু চিরস্থায়ী নয় সবি কালে লীন,
"আমি শুধু পুত্রগণ হই না প্রাচীন।

"দিয়াছি আমার অংশ কিছু পুত্রগণে
"নাহিক যাহার ধ্বংস শুনহ শ্রবণে।
"যশরত্ন তার নাম নাহি যার ক্ষয়,
"কালে সুধী পুত্রকাছে দ্বিগুণিত হয়।
"সঞ্চয় সুকীর্ত্তি রত্ন, ধ্বংস নাহি যার,
"ধন গর্ব্ব হয় খর্ব্ব করেতে আমার।
"দিতেছে এ ভগ্নবাটী তারি পরিচয়,
"এককালে শোভনীয় এবে ধ্বংসময়।
"অলস প্রকৃতি ত্যজ দেহ শ্রমে মন,
"পরিশ্রম প্রাণ শুন আলস্য মরণ।"
কালের হইলে শেষ গরিমা বর্ণন,
প্রকৃতি ভগিনী তার করে সম্বোধন।
"আমার প্রকৃতি দেখ সদা ব্যস্ত রই
"চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, মহী ঘুরে সতত্তই।
"এক রূপে আসি আমি এক রূপে যাই,
"এক রূপে রই, পরে অন্য রূপে পাই।
"কেবলি পরিবর্ত্তন আমার উপর,
"জড়তা কেমন নাহি জানে এ অন্তর।
"এ ভুবন যুদ্ধক্ষেত্র সম সুতগণ
"ভব যুদ্ধে বীর হও লভ যশোধন।
"সবি কিছু দিন তরে লভ যশোরাশি,
"চিরস্থায়ী যাহা লভ বীরত্ব প্রকাশি।
"ত্যজ ত্যজ অবসাদ সার কর শ্রম,
"সুকীর্ত্তি লভহ সবে কি করিবে যম।"
প্রকৃতি ধরিয়া গ্রন্থ পড়িবে এ পাঠ,
খুলি দিবে দর্শকের অন্তর কপাট।

বিমর্ষ পুরিত সেই পুরীর ভিতরে
বিষাদ করিছে বাস হেঁট শির করে।
হে পাঠক ভবে যার হৃদ্‌ভাঙা মন,
বিষাদ বিতরে তারে প্রমোদ রতন।
এই নগরীতে এবে মোহনের বাস,
মোহনের মনোভাব কে করে প্রকাশ?
সম্রাটের ভগ্নবাটী হেরিয়া মোহন,
আনন্দ সাগরে তাঁর অন্তর মগন।
নিত্য নব নব শোভা নিরখি সুধীর
মানস-পঙ্কজ ফুল্ল পবিত্র শরীর।
এক দিন ঊষাকালে সুহৃদ মোহন,
জাগিয়া উঠিল শুনি বিহঙ্গ কূজন।
কুহূ কুহূ পিককুল ডাকে শাখী'পরে,
পাপিয়া ঝঙ্কারে কর্ণে সুধারাশি ক্ষরে।
মলয় অনিল বহে তরুশাখা'পরে,
গাইল পাদপ যেন গীত মধুস্বরে।
প্রকৃতি-পরম-শোভা দেখিবার তরে,
উঠিল পর্ব্বতে ধীর প্রফুল্ল অন্তরে।
সুউচ্চ সে মহীধর শোভা চমৎকার,
নিরীক্ষণে যার শোভা আনন্দ অপার।
পাদপে বেষ্টিত গিরি শোভা চিকণীয়া
ধীরি ধীরি উঠে ধীর প্রফুল্ল হইয়া।
শৈলশৃঙ্গে উঠে ধীর হলো সংজ্ঞাহীন,
নিরখি প্রকৃতি-শোভা মধুর নবীন।
পর্ব্বতের পাদদেশে পার্ব্বতীয় নর
পর্ণের কুটীর-শ্রেণী-শোভা কি সুন্দর।

পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে গহন কানন,
কত রূপ শাখী শোভে কে করে গণন?
তমাল, পিয়াল, তাল, শাল সারি সারি,
আম, জাম, চলক্রম, পাদপ পাহাড়ী।
মধু মাস সমাগমে মধুর মূরতি,
ধরেছে বিটপীপুঞ্জ প্রীতিপ্রদ অতি।
গিরিশৃঙ্গ হতে শোভা করি নিরীক্ষণ
প্রমোদ সাগরে মন কার না মগন?
সুক্ষুদ্র বিশাল তরু সম অঙ্গ জ্ঞান,
বিচ্ছিনতা নাহি করে নয়নে প্রদান।
তারি পরে দূর্ব্বাক্ষেত্র শ্যামল বরণ,
তাহারি উপরি চরে যত গাভীগণ।
বড় গাভী গিরি হতে যেন বৎস মত,
দীর্ঘকায় নরগণ যেন শিশু কত।
তারি পরে নদীগর্ভ পূর্ণ বালু রাশি,
ধপ্ ধপ্ করিতেছে সৌন্দর্য্য প্রকাশি।
জাহ্নবী জীবন বেগে তারি পরে বয়,
মরাল আবলী মরি তদুপরি রয়।
মোহন পর্ব্বত হতে শোভাময় স্থান,
সন্দর্শন করি মরি হইল অজ্ঞান।
পর্ব্বত পশ্চিম ভাগে শোভে গিরিশ্রেণী,
জীবন বৃথাই তার যে কভু দেখেনি।
গহন কানন শোভে তারি পাদদেশে
শার্দ্দূল, ভল্লুক, খড়্গী ভয়ঙ্কর বেশে
করিতেছে বিচরণ নির্ভয় হৃদয়,
কতরূপ শোভা কহে কেবা সমুদয়?

ক্রমে প্রাচী দিক হ'তে উদিত তপন,
মোহন নিরখি বুদ্ধপ্রায় বিচেতন।
লোহিত তপত্র শোভে অগ্রে গিরি অঙ্গে,
দীপ শিখা জোট হলো মরকত সঙ্গে।
গিরি হ'তে তরুশিরে নামে রবিকর,
অন্য রূপ শোভা হলো নিসর্গ উপর।
গিরি হতে প্রকৃতির শোভা হেরি ধীর,
কহে কথা মন সনে প্রফুল্ল শরীর।
" আহা কি অপূর্ব্বরূপ হেরি চতুর্ভিতে,
" প্রকৃতি পাতিল ফাঁদ মানস ধরিতে।
" সম্মুখে সৌন্দর্য্য-সিন্ধু হয় প্রবাহিত,
" পবনে মাধুর্য্য-ঊর্ম্মি হইছে উত্থিত।
" সে তরঙ্গমালা আসি মম দেহ-তীরে,
" অস্থির করিল মম মানস পাখীরে।
" খাইতেছে হাবুডুবু সে তরঙ্গ-ভরে,
" পায়ে কুল পুনঃ চরে প্রকৃতি উপরে।
" পুনঃ সে তরঙ্গমালা বেগে দেহে আসি,
" মানস পাখীর স্থৈর্য্য দেয় আহা নাশি।
" চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ত্বক, কোমল রসনা,
" হাবুডুবু খায় তারা পাইয়া তাড়না।
" তরঙ্গ প্রস্থানে পুনঃ পায় তারা কুল,
" বিচরে প্রকৃতি পরে আনন্দে ব্যাকুল।
" সার্থক হইল প্রাণ সার্থক শরীর,
" মম মোহনিয়া রূপ হেরি প্রকৃতির।
" পূর্ব্বে ঊর্দ্ধকিসের শোভা? ও কি রে তপন?
" কখন তো আঁখি, শোভা হেরেনি এমন।

" না না না, ও রবি নয় ফাঁদ প্রকৃতির,
" ধরিতে মানসপাখী মনে করি স্থির ।
" পাতিল প্রকৃতি ফাঁদ মধুরতা দিয়া,
" কেমনে সুস্থির থাকে মন-পাখী-হিয়া ।
" উড়িল রে মন-পাখী তাই দেহ ছাড়ি,
" কি আশ্চর্য্য ও মাধুর্য্য লবে মন কাড়ি ।
" পবিত্র হইল প্রাণ পবিত্র শরীর,
" ইচ্ছা করি হেরি রবি আঁখি করি স্থির ।"
তেজোরাশি তপনেতে ক্রমে আবির্ভূত
ঝলসিল আঁখি যে রে ও তেজ উদ্ভূত ।
মোহন চাহিল তাই তরু শিরোপরে,
অপূর্ব্ব শোভন হেরে আঁখি স্থির করে ।
পর্ব্বতের কিছু দূরে দূর্ব্বাক্ষেত্র'পরে,
মৃগ এক মৃগী সহ রহে প্রেমভরে ।
মৃগী-মুখে মৃগ মুখ করিয়া অর্পণ,
চিত্তাবেশে প্রেমভরে করিছে ঘর্ষণ ।
আহা কি অপূর্ব্ব প্রেম তাহাদের মরি,
নাহি জানে কপটতা ভিতর উপরি ।
মানবের মত নাহি জানে প্রবঞ্চনা,
ভিতরে পরুষ ভাব মুখে আরাধনা ।
মৃগ-মৃগী-প্রেমালাপ নিরখি মোহন,
প্রীতিপূর্ণ হলো দেহ প্রফুল্ল জীবন ।
এক দৃষ্টে চাহি ধীর মৃগী-চক্ষু'পরে,
কি যেন ভাবনা এক উঠে সে অন্তরে ।
হেন কালে তীক্ষ্ণ এক সুবিশাল শর,
বিদীর্ণ করিল আসি মৃগীর অন্তর ।

পড়িল অমনি মৃগী ছট্ ফট্ করি,
মৃগী-আঁখি গেল ভাসি আঁখিনীর ঝরি।
অশ্রুপূর্ণ সেই আঁখি নিরখি মোহন,
মোহিনী - হরিণী - আঁখি হইল স্মরণ।
অধীর হইল ধীর সিন্ধু যথা ঝড়ে,
কিম্বা যথা শিশু - মন বজ্র-কড়মড়ে।
মোহিনীর মূর্ত্তি উঠি মানস নয়নে,
আকুল করিল অতি মোহন-জীবনে।
অবতরি গিরি হ'তে ব্যাকুলিত-মন,
কহিলেক রামধনে আপন মনন।
"শুন শুন রামধন আজি মম প্রাণ
"কাঁদিয়া উঠিছে কেন পাই না সন্ধান।
"আজি আমি যা'ব বাটী কহিছি নিশ্চয়,
"তরী আরোহণে যেতে দেরি নাহি সয়।
"গাড়ী চড়ি চল ত্বরা দুই [illegible] যাই,
"ফুকরিছে প্রাণ কেন সন্ধান না পাই।"
প্রভুমুখে ভৃত্য যবে এ কথা শুনিল,
আনন্দে তাহার মন নাচিয়া উঠিল।
শশব্যস্ত দুই জনে আইলা বাসায়,
রামধন নিল মাথে দ্রব্য সমুদায়।
গাড়ী আরোহিতে চলে পরে দুই জন,
করিল টিকিট ক্রয় ত্বরান্বিত মন।
আরোহিল যানে দোঁহে দিল যান ছাড়ি,
ঘরঘরি শব্দ করি চলিলা সে গাড়ী।
জমি-বাষ্পযান-গতি কে বর্ণিবে আরে,
অই বস্তু এই হলো কে দেখে তাহারে।

এই পথ বক্র বোধ ক্ষণে সে সরল,
এই বাটী একতল ক্ষণে সে ত্রিতল।
এই বৃক্ষ ক্ষুদ্র বোধ ক্ষণে দীর্ঘাকার
বিচ্ছিন্নতা হলো তার যেই একাকার।
মাঠ, ঘাট, পথ ঘুরে মনে হয় জ্ঞান,
উড্ডীয়মান পক্ষীরে ফেলি ছুটে যান।
গত হলো এক দিন গত এক রাতি,
রামধন মোহনের যান লোক সাতি।
পর দিন গাড়ী হতে উত্তরি মোহন,
স্বগ্রাম-পথাভিমুখে করিল গমন।
বাড়িল অধিক বেলা দেখি রামধন,
এক পণ্যশালা মধ্যে প্রবেশে দুজন।
মোহন বসিল তথি ক্লান্ত-কলেবর,
গতক্রম মোহনের কিছুক্ষণ পর।
হেন কালে "হা প্রাণেশ রহিলে কোথায়!"
মৃদু মৃদু স্বর ধীর শুনিবারে পায়।
পুনঃ সেই বামাস্বর ধীরি ধীরি কয়,
"রহিলে কোথায় নাথ এমন সময়।
"এসময় একবার দাঁড়াও সম্মুখে,
"ত্যজি হে এ পোড়াপ্রাণ তবে আমি সুখে।"
পুনঃ সেই খেদধ্বনি শুনি কামিনীর,
মোহনের মন হলো অতীব অস্থির।
দয়ার অন্তর যার সে কি পরদুখ
মোচন করিতে কভু হয় হে বিমুখ?
দয়ালুর পরদুখ শেলসম বাজে,
পরহিত সাধিবারে ভুলে নিজ কাজে।

বিমোচিতে পরদুখ সহে নিজে ক্লেশ,
এমনি জেনো হে সুধি দয়ার আদেশ।
রবিকর তরুবর ধরি শিরোপরি,
অনায়াসে হরে যথা পান্থ-দুঃখ মরি।
কিম্বা যথা সুধানিধি পুড়ি রবিকরে,
সুধা বরিষণ করে মানব-নিকরে।
মোহন-শ্রবণে পশি সেই খেদ ধ্বনি,
উদ্বেল করিল তার অন্তর অমনি।
পণ্যাজীব কাছে ধীর কুতূহলী চিতে
জিজ্ঞাসিল কোন্ জন কাঁদে আচম্বিতে?
কহিল সে পণ্যাজীব "একটী রমণী,
"উচ্চকুলোদ্ভবা তাঁরি ক্রন্দনের ধ্বনি।
"মুমূর্ষু অবস্থা তাঁর দেখি ফাটে বুক,"
মোহন দেখিতে তাঁরে অতীব উৎসুক।
উপস্থিত নারী-পাশে বামা মেলি আঁখি
চাহিল মোহন পানে মুখ উর্দ্ধে রাখি।
হতজ্ঞান হলো নারী হইলা মূর্চ্ছিত
মোহনের হৃদি কাঁপে দেহ চমকিত।
বহিতে লাগিল বেগে মোহন শোণিত,
বিস্ময় বিপ্লব চিত্ত দেহ লোমাঞ্চিত।
ছুটি ধীর আনি নীর দিল নারীমুখে.
সংসার আঁধারময় হৃদি পূর্ণ দুখে।
কিছুক্ষণ পরে, সংজ্ঞা হইল উদয়,
হাসিয়া উঠিল তবে মোহন-হৃদয়।
উঠিয়া বসিল নারী কোন রোগ নাই,
যার জন্য রোগ সে যে সম্মুখে রে ভাই।

হে পাঠক সহৃদয় কিবা প্রয়োজন
বলিবারে এই নারী হয় কোন জন।
মোহনের প্রণয়িনী মোহিনী সুন্দরী,
পাষণ্ড জীবন দেছে এ দুর্গতি করি।
গুপ্তভাবে পলাইলে পিত্রালয়ে ধনী,
জীবনের ...চর করি সন্ধান অমনি,
মোহন-শ্বশুরালয়ে আসি উপস্থিত,
মোহন-শ্বশুরে কষ্ট দিলা যথোচিত।
মোকদ্দমা জালে ফেলি মোহিনী-জনকে,
বঞ্চিত করিলা অর্থ শুষি কপর্দ্দকে।
অনাথা হইয়া ধনী হতে পিত্রালয়
পলাইয়া আসিতেছে শ্বশুর-আলয়;
শ্বশুর, জনকালয় ভিন্ন রমণীর
কোথা স্থান আছে আর পাঠক সুধীর।
সংজ্ঞা সম্পাদিত যবে হলো মোহিনীর,
সম্মুখে নাথেরে হেরি আনন্দে অধীর।
মোহিনীর মনোভাব কি হলো তখন,
সে ভাব বর্ণিতে দক্ষ হয় কোন্ জন?
হে পাঠক সুধীবর সে ভাবের ভাব,
তোমা ছাড়া কার হবে অনুভব লাভ।
হে পাঠক তাই বলি তব হৃদি-পটে,
মোহিনীর মনোভাব আঁক অকপটে।
কাব্যপটে সে ভাবের পাইবে অভাব,
করি দিলা সুসন্ধান আঁক তুমি ভাব।
সহৃদয়-করে যদি গড়ে সেই ভাব,
তবে সে ভাবের পাবে যথার্থ স্বভাব।

মোহিনীরে দীনা ক্ষীণা নিরখি মোহন,
উঠিলা বিষাদ-ঘন সে হৃদি গগন।
বহিল আশ্চর্য্য ঝড় দলি দেহাকাশ,
ভাঙ্গিলা ইন্দ্রিয় তরু দেখি লাগে ত্রাস।
কুতূহল-শিখা তায় হানিছে বিদ্যুৎ,
নীরদ-নির্ঘোষ তায় অতি অদ্ভুৎ।
অশ্রু-বৃষ্টি বরিষণ হল্যে কিছু ক্ষণ,
থামিল আশ্চর্য্য ঝড় ত্রাণি দেহ, মন।
দেহ-তরী ত্রাণ পেয়ে যন্ত্রণা তুফানে,
মোহন সম্বোধি কহে মোহিনীর পানে।
" একি একি বিধুমুখি কেন হেন দশা,
" সে শরীর চেনা ভার দেখিলে সহসা।
" সে লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি কেন তিরোহিত,
" সে সৌন্দর্য্যরাশি কোথা হলো লুকায়িত।
" কেন বা এ স্থলে প্রিয়ে যেন অনাথিনী,
" কেন বা এ বেশ তব যেন পাগলিনী।
" বল বল ইন্দুমুখি বক্ষ ফেটে যায়,
" ঘটিয়াছে কি জঞ্জাল কহ লো আমায়। "
নাথেরে উত্তর দিতে অশ্রুধারা শত
বহিল মোহিনী-গণ্ডে বেগে অবিরত।
দর দর অশ্রু ঝরে বাক্য নাহি স্ফুরে
কে করে জাঙাল দিবা বিষাদ সিন্ধুরে।
করে আঁখি ছল ছল গদ গদ ভাষে
প্রাণকান্তে বিনোদিনী এরূপে সম্ভাষে।
" চল চল প্রাণনাথ আগে বাটী চল,
" সে কথা কব্যার নয় এই পণ্যস্থল।

"কহিতে দুঃখ কাহিনী দশ নিশি নিবে,
"ফাটিবে অরাতি-বক্ষ যবে সে শুনিবে।"
মোহন ও রামধন হয়ে ত্বরান্বিত
আনে পাল্কি হ'তে এক পল্লী সন্নিহিত।
প্রবেশিল পাল্কি মধ্যে মোহিনী সুন্দরী,
চলিলা বেহারাগণ হুম হাম করি।
চিন্তাপুর গ্রামে ক্রমে আসি উপস্থিত,
পড়ি গেলা কোলাহল সবে চমকিত।
মহোৎসব পড়ি গেল মোহন-ভবনে,
প্রতিবেশীগণ এলো দেখিতে মোহনে।
মোহন-জননী-হৃদি ধরিল কি ভাব,
স্নেহময়ী মাতা ভিন্ন সে ভাব-স্বভাব
বুঝিতে সক্ষম কেবা? বুঝ গো জননি,
হারা অঞ্চলের নিধি পেলে সুতমণি,
কেমন তোমার হৃদি হয় বিকসিত।
অপরে সে ভাব আশা পণ্ডিতানুচিত।
মোহন-জননী শুনি আইলা মোহন,
ধেয়ে আসি পুত্র কাছে করে সম্ভাষণ।
"এলি কি মোহন মোর অঞ্চলের ধন,
"আয় বাছা কোলে করি মুখানি চুম্বন।
"কাঁদি কাঁদি তোর তরে ও মোর রতন,
"হইয়াছে দৃষ্টিহারা এ দুটী নয়ন।
"আঁচলে রেখেছি বাঁধি হলো কত দিন
"এই মিষ্ট দ্রব্যটুকু, সু-তার-বিহীন
"বুঝি হইয়াছে এবে দেখ দেখি খেয়ে,
"এই খুঁটে সে দিবস ক্ষীরটুকু পেয়ে

" রাখিয়াছি বাঁধি বাছা ধর করে ধর,
" দেখিয়া জুড়াক মম এ পোড়া অন্তর।
" বিদেশে না খেয়ে দেয়ে শুকায়েছে মুখ,
" পাইয়াছে বাছা মোর কতই অসুখ।
" বউ মা লক্ষ্মী আমার ননীর পুতলি,
" কষ্টে হইয়াছে সার পাঁজর কেবলি।
" বোস্ মা গো বোস্ বোস্ মোহনের বামে,
" কাজনি মা আর তোর কাজনি প্রণামে।
" দেখিয়া জুড়াক্ চোক জুড়াক্ হৃদয়,
" কি আনন্দ আজি মোর অন্তরে উদয়।"
মোহন - জননী ভাবি ভাবি পুত্র তরে,
অর্দ্ধ পাগলিনী প্রায় আছিলেন ঘরে।
উপযুক্ত সুত তরে নহিলে মা কার,
একটুকু ক্ষীর বাঁধে আঁচলের ধার ?
আনন্দের সীমা নাই মোহন-ভবনে,
আত্মীয় স্বজন এলো দেখিতে মোহনে।
পরম মিত্র মাধব, বন্ধু দরশনে,
আসি উপস্থিত হলো মোহন-ভবনে।
মোহন মাধবে করি যথেষ্ট আদর,
সদর বাটীতে এলো ধরি তার কর।
নানা কথা কহে দোঁহে একত্রে বসিয়া,
ক্ষণ পরে কহিল মাধব বিবরিয়া
আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত ভয়াল,
ঝরিল মোহন-অশ্রু ঘামিল কপাল।
জনকের ভয়ঙ্কর মৃত্যু শুনে ধীর,
হইল তাহার মন বিষাদে অস্থির।

জীবনের কার্য্য শুনি মোহন-অন্তর,
কাঁপিতে লাগিলা ক্রোধে থর্ থর্ থর।
ক্রোধ সম্বরণ করি সুধীর, মোহন,
জীবন-জায়ার গুণ করিলা বর্ণন।
সে ভ্রষ্টা কামিনী-কথা বর্ণিলে মোহন,
মাধব একাগ্রচিতে করিলা শ্রবণ।
উঠিল মাধব-হৃদে জিঘাংসা ভয়াল,
সে বৃত্তি করিতে তৃপ্ত উপস্থিত কাল।
মাধব মোহনে জানি মহাদেব সম,
রাখিল গোপন করি সে বাঞ্ছা বিসম।
মাধব মোহন-কাছে চাহিল বিদায়,
পর দিন শূন্যপুরে চলিলা ত্বরায়।
আসি শূন্যপুরে এক দরিদ্রের ঘরে,
মাধব লইলা বাসা প্রফুল্ল অন্তরে।
জীবনের পুষ্পোদ্যান বাহির ভ্রমিয়া,
রাখিল গবাক্ষ দ্বার ঠিকানা করিয়া।
ফাল্গুনের অমানিশি করিয়া প্রত্যাশা,
মাধব রহিল সেই আপনার বাসা।
নির্দ্ধারিত নিশীথিনী ক্রমে আবির্ভূত,
মাধব পূরিতে ব্যস্ত কামনা অদ্ভুত।
মেদিনী আবৃতা দেখি ঘোর অন্ধকারে,
উপস্থিত মাধব সে উদ্যানের দ্বারে।
পরশিল যেই দ্বার খুলিল অমনি,
সম্মুখে মাধব দেখে একটী রমণী।
জীবনের জায়া গুণবতী মধুমতী,
তাহারি কিঙ্করী ইনি মিষ্টমুখী অতি।

মাধবে দেখায়ে পথ বাঁধা ঘাটে আনি,
বসিতে বলিয়া তথি গেলা সুবয়ানী।
কহিল সকল কথা মধুমতী কাছে,
ভবে হেন সুসংবাদ বল কিবা আছে।
প্রাণসখা-আগমন-কথা শুনি ধনী,
আহ্লাদে নাচিল মন ধনীর তখনি।
বাসনা-নর্ত্তিকা হৃদে মুঞ্জরিবে আজি,
এত দিনে জগদীশ তার প্রতি রাজি।
আভরণ নানাবিধ হীরকে খচিত,
পরিল সুন্দরী অঙ্গে বদন হসিত।
করি বেশ মনোহর শয়ন-ভবনে
চলিলা কামিনী ত্বরা ভেটিতে জীবনে।
মিষ্ট মিষ্ট কথা কহি আপন স্বামীরে,
ভুলাইল তার মন কতই ফিকিরে।
কতক্ষণে নিদ্রা যায় দয়িত আপন,
করিতে লাগিলা করে সেবা দুচরণ।
অপর পুরুষে যবে প্রসন্ন হৃদয়,
স্বামীরে সে নিশি যত্ন কতই গো হয়।
জীবন নিদ্রিত দেখি সুন্দরী উঠিল,
চিত্তচোরে ভেটিবারে অমনি চলিল।
আনন্দে অধীরা ধনী হয়ে ত্রস্তান্বিত,
মাধবের সন্নিধানে আসি উপস্থিত।
আঁধারে মাধবে ভাবি সুধীর মোহন,
কহে কথা কলঙ্কিনী করি সম্বোধন।
"এসো এসো প্রাণসখে জুড়াই নয়ন,
"তোমার ও চাঁদমুখ করি দরশন।

"চারি মাস ভাবি ভাবি ওহে চিত্তচোর,
"শরীর হয়েছে কালি চেয়ে দেখ মোর।
"এক দিন হ'তো জ্ঞান একটী বৎসর,
"জাগিত ও মুখশশী হৃদে নিরন্তর।
"আমার যৌবন ধনে তুমি সর্ব্বেশ্বর,
"ধন মন কি যৌবন লহ গুণাকর।
"বসো বসো প্রাণসখে হৃদয়-আসনে,
"করুক্ ব্যজন পাখা সোহাগ-পবনে।
"শীতল বিমল মোর আনন্দ-জীবন,
"করুক্ প্রাণেশ তব পদ প্রক্ষালন।
"করুক্ হে ফুলধনু ধনু আকর্ষণ,
"হউক সার্থক মম জীবন যৌবন।
"কর সখে সুখে এই তাম্বূল ভক্ষণ
"কহ কথা হৃদেশ জুড়াক শ্রবণ।"
হে পাঠক সুধীবর এ নহে মোহন,
যেমনি সে মধুমতী মাধব তেমন।
মধুমতী-রূপ হেরি মাধব মোহিত,
কি যেন ভাবনা হৃদে হইল উদিত।
কষ্টে সৃষ্টে মনোভাব করিয়া গোপন,
মধুমতী প্রতি কহে মাধব তখন।
"শুন শুন বিধুমুখি অপূর্ব্ব কথন,
"রাখিতে হইবে মম আর এক পণ।
"আমার বান্ধব-পত্নী হরিবার তরে,
"তব স্বামী কত কষ্ট দিলা সে অন্তরে।
"তোমার স্বামীর হৃদি গঠিত পাষাণে,
"নিজ সুখ তরে বধে অপরেরে প্রাণে।

"কত কষ্ট প্রদানিল বান্ধব-ভার্য্যারে
"বচন না সরে মর্ম্ম তাহা বর্ণিবারে।
"নিজ করে তুমি যদি পার নাশিবারে,
"তোমার স্বামীরে ধনি তীক্ষ্ণ তরবারে,
"তবে হে প্রেয়সি হব তোমারি তখনি
"নতুবা চলিনু আমি শুন সুবদনি।"
মধুমতী শুনি এই কথা ভয়ানক,
শরীর কাঁপিল তার ঘুরিল মস্তক।
কহে সে কামিনী পরে মাধবের প্রতি
"তব কথা প্রাণকান্ত আশ্চর্য্য হে অতি।
"কেমনে বধিব আমি স্বামীরে আপন,
"নারী হয়ে পুরুষেরে বধিব কেমন।"
মাধব কহিল তবে "চলিলাম আমি
"সুখে লয়ে থাক ধনি আপনার স্বামী।"
এত বলি করি ছল মাধব চলিল,
মধুমতী মাধবেরে অমনি ধরিল।
স্বামীর চরিত্রদোষ শুনি কর্ণে ধনী,
উঠিছিল কোপানল অন্তরে অমনি।
মুখে প্রকাশিল শঙ্কা অন্তর অভয়,
সকলি করিতে দক্ষ ভ্রষ্টার হৃদয়।
মাধবে কহিল পরে কথা বিনাইয়া,
"কেমনে পুরুষ বধি রমণী হইয়া।
"সাহায্য করিতে হবে তোমারে হে নাথ,
"তাই বলি এসো তুমি এ অধিনী সাথ।"
এত বলি মাধবেরে সঙ্গে লয়ে ধনী,
আপন অন্দরে চলে শঙ্কা নাহি গণি।

জীবন পর্য্যঙ্কে মগ্ন প্রগাঢ় নিদ্রায়
বর্ত্তিকা-আলোক শুধু জ্বলিছে তথায়।
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা ছিল মাধবের করে,
লইলা যে মধুমতী অতীব সত্বরে।
জীবনের দুই কর মাধব ধরিল,
মধুমতী গ্রীবাদেশে ছুরি বসাইল।
উঠিল চীৎকার করি জীবন ভয়াল,
শোণিত বহিল বেগে উপস্থিত কাল।
মাধব সে দৃশ্য দেখি ছুটি পলাইল,
মধুমতী তার পিছে অমনি ধাইল।
মাধবের দেখা আর পাইবে কোথায়?
মধুমতী হানে কর আপন মাথায়।
হায় হায় করে ধনী হয়ে অনাথিনী,
মধুমতী একবারে ঘোর উন্মাদিনী।
আলু থালু উন্মাদিনী ছুটিয়া বেড়ায়,
"কি করিনু কি হইল হায় হায় হায়।"

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta, for the Publisher.